ময়না।

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

শ্রীতারকনাথ সান্যাল, বি-এ।
প্রকাশক।

ময়নার আত্ম-কাহিনী।

শৈলপ্রান্তে শুষ্ক কানন—কুসুমগন্ধপরিব্যাপ্ত। সেই কাননমধ্যে নির্ঝরিণীতটে একদিন প্রভাতে ময়না গান গাহিতেছিল; আর কাহাকেও শুনাইবার জন্য নহে——যিনি ময়নাকে বুলি ধরাইয়াছিলেন কেবল তাঁহারই জন্য। গীত-প্রিয় কাননচারী পথিক গান শুনিয়া ময়নাকে গৃহে আনিল। ভাবিল—'আর দশ জনকেও শুনাইব।' বিহঙ্গিনী ফাঁদে পড়িল—পিঞ্জরাবদ্ধ হইল! পথিকদুহিতা বালিকা ময়না তাহার সঙ্গিনী পাইল। ময়না সেই অবধি ময়নার।

পাত্র-পাত্রী পরিচয়।

পাত্রগণ।

লক্ষ্মী সিংহ—	আসামের অন্তর্গত লখীমপুরের আহম নৃপতি।
বড় বড়ুয়া—	ঐ প্রধান মন্ত্রী—রাণীর ভ্রাতা।
রামনাথ ভোরালী বড়ুয়া—	ঐ দ্বিতীয় অমাত্য।
সেনাপতি—	ঐ সেনাপতি।
ফুকন্—	ঐ নগরপাল।
সুচিংফা—	ঐ দ্বিতীয় নগরপাল।
নহর কোড়া, শঙ্কর কোড়া	ভিরুমি গ্রামবাসী মাটক জমিদার দ্বয়।
রঘু নেওগী—	ঐ জনৈক মাটক।
মোহন্ত বা গোস্বামী—	মাটক সম্প্রদায়ের গুরু।
রমাপতি—	জনৈক আহম।
সুবাহু, সুদাস, ঝুম্মন্ —	রাজ সৈন্যত্রয়।
অনিরুদ্ধ, সুম্মন্, রুদ্রনাথ —	মাটকগণ।

রাজসৈন্যগণ, মাটকসৈন্যগণ, অন্যান্য মাটকগণ, গ্রামবাসীগণ, প্রহরী ইত্যাদি।

পাত্রীগণ।

শৈলেশ্বরী—	রাণী।
ময়না—	পর্ব্বতবাসিনী। চুটীয়া রাজবংশের দুহিতা।

প্রস্তাবনা।

আসামের বিচিত্র ইতিহাস হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "ময়না" লিখিত হইয়াছে। সে ইতিহাস ধারাবাহিক ইতিহাস নহে; তাহার অধিকাংশই কিম্বদন্তীমূলক—লৌকিক এবং অলৌকিক ব্যাপারের বিস্ময়াবহ অপূর্ব্ব মিশ্রণ!

ইরাবতী নদীর উদ্ভবক্ষেত্রের নিকট পঙ্গ নামক একটি পার্ব্বত্য রাজ্যে আহমদিগের আদি নিবাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহারা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটকই নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসামের উপত্যকায় উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তাহাই এখন শিবসাগর এবং লখিম্‌পুর (লক্ষ্মীপুর) নামে সুপরিচিত।

লক্ষ্মীপুর রাজ্যের একাংশে মাটক জাতির আধিপত্য ছিল। তাহারা তরবারিবলে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিত। মাটকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গোস্বামী প্রভুপাদের অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি মাটক কখনও মস্তক অবনত করিতে জানিত না। একদা একজন আহমরাজ ইহার যাথার্থ্য পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশপথে একখানি শাণিত তরবারি বাঁধিয়া রাখিয়া সেই পথে একজন মাটক অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। মাথা বাঁচাইয়া আসিতে হইলে মাথা হেঁট করিয়া আসিতে হইত। মাটক তাহা করিল না। সে মস্তক উন্নতভাবে রক্ষা করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। তরবারি সংস্পর্শে মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইয়া গেল; তথাপি তাহা আহম রাজের সম্মুখে অবনত হইল না।

লক্ষ্মীপুরের রাজা লক্ষ্মীসিংহের শাসন সময়ে (১৭৬৯-১৭৮০ খৃঃ অঃ) এই মাটক জাতির বিদ্রোহ একটি প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া সুপরিচিত। তাহারই ছায়া লইয়া "ময়না" লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে,--নহর কাছাড়ী নামক জনৈক হাতিধরা চুন্দী রাজদর্শনার্থ লক্ষ্মীপুর আসিয়া প্রধানামাত্য বড় বড়ুয়া মহাশয়কে যে হস্তিটি উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহা অস্থিচর্ম্মসার বলিয়া বড় বড়ুয়ার আদেশে নহর কাছাড়ীর অপমানের একশেষ হইয়াছিল। তাহাতেই নহরের চেষ্টায়, মতান্তরে নহর ও রঘু নিয়োগীর চেষ্টায়, মাটকবিদ্রোহশিখা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। লক্ষ্মীসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট ও বিদ্রোহী হস্তে নিপতিত হইবার পর, সে বিদ্রোহ ক্রমে নিরস্ত হইয়া গিয়াছিল।

লক্ষ্মীপুর রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই শৈলপ্রাচীর। উত্তর এবং পশ্চিমে হিমালয়; দক্ষিণে শিবসাগর এবং শৈলমালা; পূর্ব্বদিকেও অবিছিন্ন শৈলশ্রেণী। এই রাজ্য যেমন শৈল-প্রাচীরে সুরক্ষিত, ইহার শাসনপ্রণালীও সেইরূপ পার্ব্বত্য দৃঢ়তার মমতাহীন নিষ্ঠুরতায় জন সমাজের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করিত। প্রাণদণ্ডের কত বীভৎস প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে শিহরিয়া উঠিতে হয়। রাজবিদ্রোহের দণ্ড কেবল অপরাধীর জীবন গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইত না; বিদ্রোহীকে তাহার পুত্রের মাংস ভক্ষণ করিয়া—তাহার পর—প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিতে হইত! এরূপ কঠোর রাজশাসনের মধ্যেও বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে মাটকগণ ইতস্ততঃ করে নাই।

আহমদিগের মধ্যে এই সকল বর্ব্বরতা বর্ত্তমান থাকিলেও,

সমুন্নত সভ্যতারও অভাব ছিল না। স্ত্রী-স্বাধীনতার সহিত স্ত্রী জাতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আহম জাতিকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। সময়ে সময়ে আহম রমণীগণ সমরক্ষেত্রেও সেনা চালনা করিতেন।

"ময়নার" লক্ষ্মীসিংহ আদর্শ নরপালরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। ময়না নিজেও সামান্যা পার্ব্বত্য রমণী নহেন! তিনি পুরাতন চুটীয়া রাজ বংশের কন্যা, চরিত্র সৌন্দর্য্যে মহনীয়া। কবি-কল্পনা নাটক-বিদ্রোহ-কাহিনীর ভিতর দিয়া যেরূপ সুকৌশলে পাত্র পাত্রীর চরিত্র চিত্রাঙ্কণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে নাই। রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির মধ্যে প্রকৃত সমবেদনার অভাবই যে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণের মূল কারণ, তাহা "ময়নার" অঙ্কে অঙ্কে ঐতিহাসিক সত্যের মতই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

রাজসাহী,
কার্ত্তিক, ১৩১৩। } শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।



ময়না।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রীর বিশ্রাম-কক্ষ।

বড় বড়ুয়া ও ফুকন।

বড়ুয়া। ফুকন, সব শুনেছ তো ?

ফুকন। আজ্ঞে, তা' আর শুনি নি ? মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের মন্ত্রী আপনি, আর আপনারই জন্য যে কেমন কোরে' তারা সেই দুটো টিং টিংএ হাতি এনেছে, তাতো আমি ভেবেই পাইনে। আমি যে নগর রক্ষক, ওত আমারও উপযুক্ত নয়।

বড়ুয়া। দেখত, দেখত, ফুকন! এতেও কি আমার অপমান হ'তে নাই? কোথাকার কে, তোমার নহর কোড়া, একটা সামান্য তুচ্ছ গাঁওয়াল বইত নয়! আর আমি হ'লেম বিশাল লক্ষ্মীপুরের প্রধান অমাত্য! হাতি দু'টো তুমি নিজে দেখেছ?

ফুকন। আজ্ঞে, তা' আর দেখি নি? দশ জন পাইক পাঠিয়েছি হাতির চারা আন্‌তে, আর আমি হাতি দেখিনি? এই এখনওত দেখে এলেম, সিন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিব্যি লেজ নাড়্‌ছে। না আছে একটা দাঁত—না আছে কিছু! হাড় ক'খানা! ঠিক যেন হাবাতে আকালের দেশ থেকে এসে, চোখ বের করে' রয়েছে। রংটা যেন বৈশাখী মেঘ, চোখ দুটো ছোট ছোট—ছি! ছি!

বড়ুয়া। হাতির চোখ আবার বড় হয় না কি?

ফুকন। আজ্ঞে না; কে বলেছে হাতির চোখ বড় হয়! কখনো হয় না; হাতির ত চোখ নাই-ই, তবে যে চ'লে বেড়ায়, দুটো ছোট ছোট ছ্যাঁদা আছে বলে!

বড়ুয়া। যাক্ গে, সে চোখের জন্য আমি ভাবিনে।

ফুকন। না-না-না, তার জন্য আবার আপনার ভাব্‌না। রাম! রাম!

বড়ুয়া। আচ্ছা ফুকন, এখন হাতি দুটোর করা যায় কি? আমি অনেক দিন থেকেই জানি ওরা মাটক, লোক ভাল নয়।

ফুকন। মাটক কি আর কখনো ভাল লোক হয়!

বড়ুয়া। দেখনা, ঘরে দু'পয়সা আছে কি না, তাই আর রাজা মন্ত্রী কিছু মানে না।

ফুকন। হ্যাঁ, ওরা কোন্ দিন রাজা মন্ত্রী মেনে চলেছে! ওরা

কথায় কথায় ঘোঁট পাকায়—সব বেটা এক গাঁট্টা ; লোকত ভাল নয়-ই ! আমি আগে যখন বল্‌তেম, তখন-ত আপনারা শুন্‌লেন না। দু'দিনে বুঝে যেত। আমারত বোধ হয়, ইচ্ছে ক'রেই আপনাকে শ্বেত-হস্তি দেয় নি—ওই যে কেলে হাতি, ও অপমান কর্‌বো বলেই এনেছে।

বড়ুয়া। আগে অতটা বুঝ্‌তে পারি নি ফুকন! আগে অতটা বুঝ্‌তে পারি নি।

ফুকন। তাতো পার্‌বেনই না। কোন্ ব্রতের কোন্ কথা, সে কি আর আগেই জানা যায়!

বড়ুয়া। সেবারে যখন ব্রহ্মকুণ্ড স্নানে যাই, তখন ওদের ব্যবহার দেখে বড় খুসীই হয়েছিলেম।

ফুকন। তার আর ভুল কি! সেত হবারই কথা। কিন্তু মন্ত্রী ম'শায়, আমার অপরাধ মাপ কর্‌বেন—ওরা বড় ধড়ীবাজ! মাটক জাতকে চেনা দায়—সব বর্ণ-চোরা-আম! আমি ওদের খুব জানি; সেই সেবারে মালখানায় চুরি হ'লে পর, আমি ওদের ভির্‌মি গাঁয়ে গিয়েছিলেম। আমাকে দেখেই সব লোক গুলো—আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন—সব লোক গুলো একেবারে ঘরের দুয়োর বন্ধ ক'রে থাক্‌লো, কেউ বেরুল না! আরে বাপু, তোরাই হ'লি গাঁয়ের প্রধান—কেউবা হাজারি, কেউবা দু'হাজারি। বাড়ীর উপর রাজার কোতোয়াল এসেছে, কোথায় ভাল ক'রে খাওয়াবি দাওয়াবি, খাতির যত্ন কর্‌বি, তা' না, বলেই পাঠালে, বাড়ীতে কিছু হ'বে না— গাঁওয়াল ছত্রে ঠাকুরের প্রসাদ বাঁটা হবে! ওঃ কি গাঁওয়াল ছত্তররে। এসব কি ভাল লোকের কাজ?

বড়ুয়া। তাই ত! তাই ত!

ফুকন। আচ্ছা খেতে না হয় না-ই দিলি; আমরাত আর ভিখারী রাজার অমাত্য নই—আমাদেরই ঢের আছে; তোরা এসে চুরিটার একটা কুল কিনারা ক'রে দে। তা—নয়! পাজি ব্যাটারা, চোর ব্যাটারা কেউ এল না—কেউ এল না! যদি ভোঁদাই পা'ক গেল ডাকতে—ভিরমি গাঁয়ে যেন মরা-কান্না পড়ে' গেল।

বড়ুয়া। তাইত! তাইত! ওরা এমন লোক! তোমাকে যখন মানে না, তখনত রাজাকে পর্য্যন্তও মানে না! কি ভয়ানক! আমি শুনেছি ওদের মধ্যে ডাকাতও আছে।

ফুকন। আজ্ঞে ডাকাত! ডাকাত ত সকলেই! খুনে ব্যাটারা, খুনে—খুনে—এক একটা আস্ত খুনে! চেহারা কি, বাপ! আমাকে মানে ত না-ই, আবার দেখলেই বলে 'শকুন মামা এসেছে।' বল্‌বো কি বড় বড়ুয়া ম'শায়— গাঁ শুদ্ধ আমার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে নিয়েছে!

বড়ুয়া। ফুকন, কিছু ভেব না। আজই আমি সমস্ত অপমানের শোধ তুল্‌ছি। একটু অবসর না দিলে অবিচার হয় বলে, দু'জনকেই কয়েদ রেখেছিলেম। এখনই বিচার করবো। আচ্ছা, হাতি দু'টোর কি করি বল ত? ওই হাতি নিলে কি আমার মান থাক্‌বে?

ফুকন। ও হাতি আপনি নেবেন না—নেবেন না; তা হ'লে মান সম্ভ্রম থাকা ত দূরের কথা—গেছেই ধরুন!

বড়ুয়া। আমিওতো তাই ভাব্‌ছি ফুকন, কি করি! সেই জন্যই ত তোমায় ডেকেছি।

ফুকন। [মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে] আজ্ঞে, আমার যদি পরামর্শ অনুগ্রহ ক'রে নেন, তা' হলে হাতি দু'টো কাউকে দিয়ে ফেলুন;—না হয় আমাকেই বা দিলেন। যে হাতি, আর যে কেউ নেবে এমনত বোধ হয় না! তবে আপনার মান সম্ভ্রম বজায় রাখার জন্য আমাকেই নিতে হয়। আমিই কি আর ওই দু'টোর পিঠে হাওদা বেঁধে সওয়ার হ'তে পারি! রাম! রাম! রাধামাধব! তা হ'লে না লজ্জায় ম'রে যাব! জয়ন্তীর জঙ্গলে রাজ-সরকারের জন্য আমি একটা চিড়িয়াখানা করেছি। হাতি দু'টো পেলে সেখানে বাঘের খোরাক ক'রে দিতেম। ও আবার এমনি হাতি যে বাঘেও খায় কি না সন্দেহ—আমার চারা দানা লোকসান না লাগ্‌লে বাঁচি!

বড়ুয়া। (হাসিয়া) ফুকন বলে কি! বলে কি! তুমি রাজার জন্য চিড়িয়াখান করেছ, কৈ, এত দিন ত বল নি? তা'হলে একবার দেখ্‌তে যেতেম।

ফুকন। (স্বগত) এই রে সাল্লে! (প্রকাশ্যে) সে কি আর আপনাদের দেখ্‌তে যাওয়ার যুগ্যি! অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ কথা! সে অতি সামান্য বিষয়, তাই বলি নি। দু'দিন পর তো বল্‌তেই হতো—যুবরাজ জন্মগ্রহণ কল্লেই চিড়িয়াখানাটা তাঁকে নজর দেব ভেবে রেখেছি!

বড়ুয়া। তা' দিও তখন, আগে যুবরাজই ত হোক। ফুকন, ওই দেখ, নহর কোড়া আর রঘু নেওগী। একবার মুখের দিকে চেয়ে দেখ—যেন কতই ভাল মানুষ! একটু গরম হ'য়ে দেখি, যদি আর কিছু আদায় কর্‌তে পারি।

ফুকন। তা দেখবেন বই কি! দেখুন দেখুন।

[বন্ধনাবস্থায় নহর কোড়া ও রঘু নেওগীকে আনয়ন]

ফুকন। (বন্দীদিগের প্রতি) আহা, তোমাদের বড় কষ্টই হয়েছে, না?

বড়ুয়া। কষ্ট! কষ্টের এখনই হয়েছি কি? জেনে শুনে আমাকে অপমান? সেত রাজার অপমানের সমান! নহর, তোমাদের এক রাত্রি সময় দিয়ে ছিলেম—কি স্থির ক'রেছ?

নহর। কি আর স্থির কর্‌বো? আমরা শ্বেত হস্তি কোথায় পাব? রাজ দর্শনে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তাই আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বেচে, তাঁরই জন্য দু'টো শ্বেত হস্তি কিনেছিলেম, আর কোথায় পাব? রাজ দর্শন দেবদর্শন তুল্য। সেই দেব-দর্শন পেতে হলে যে দেব মন্দিরের ভৃত্যকে উৎকোচ দিতে হয়, তা'ত আমরা জান্‌তেম না; জান্‌লে, উদ্দেশে দেবতাকে প্রণাম করেই তৃপ্ত হ'তেম, এত দূর আস্‌তেমও না।

বড়ুয়া। কি! তোমার যে ভারি লম্বা লম্বা কথা দেখ্‌ছি?

ফুকন। বুঝে শুনে কথা বল—বুঝে শুনে কথা বল।

বড়ুয়া। জান, এথনি আমি তোমার ওই ঘৃণিত রসনা কেটে নিতে পারি?

নহর। তা জানি বই কি?

ফুকন। দুষ্ট যাটক, একি তোমার ভিরাণ্ডি গ্রাম?

নহর। থাম থাম—শকুন মামা থাম!

ফুকন। বড় বড়ুয়া ম'শায়, আপনি স্বকর্ণে শুন্‌লেন ত? ওরে বাপু, মামা ছাড়া কি তোরা আর কুটুম্ব জানিস্‌নে? মামা! মামা!

বড়ুয়া। রঘু নেওগী, তুমিত আর দু' হাজারি নও। ক্ষেতে ফসল, মরাইয়ে ধান, গোয়ালে গরু লাঙ্গল—এক রকম করে তোমার দিন চলে। তুমি কি বল্‌তে চাও?

রঘু। আপনারা দয়া করেএকবার যদি আমাদের ভিরুমি গাঁয়ে পদ ধূলি দেন, তা হ'লে দেখ্‌তে পাবেন আমাদের কি দশা হয়েছে! ক্ষেতে আর ফসল নাই, মাঠে জল নাই, মরাই শূন্য, গো বৎস ব্যাধিগ্রস্ত। আপনি দয়ার অবতার—গরীব প্রজাদের উপর দয়া করুন, তা'হলে জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

বড়ুয়া। দয়া! দয়া কিহে? এমন করে আমার অপমান—আমার কর্ম্মচারীদের অপমান—তার আবার দয়া! নহর, তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?

নহর। কিছুই না। আমরা মাটক—কখনও মাথা হেট করিনে।

বড়ুয়া! কি, এত দূর স্পর্দ্ধা! ফুকন, তপ্ত লোহা দিয়ে এর চোখ দু'টো এখনই পুড়িয়ে দাও।

রঘু। (বড় বড়ুয়ার পদতলে পতন) মার্জ্জনা করুন! মার্জ্জনা করুন! অন্ধকার নির্জ্জন কারাগারের যন্ত্রণায় নহরের বুদ্ধি আর স্থির নাই, তাই সে অমন কথা বলেছে—

নহর। ছি! ছি! রঘু, ওঠো। মাটকের মান অপেক্ষা প্রাণই কি এত বড়? যদি আবশ্যক হয়, হাসি মুখে চোখের তারা তুলে ফেলে দাও—স্বজাতির কলঙ্ক ক'রো না।

বড়ুয়া। বটে! বটে! ফুকন, আর বিলম্ব ক'রো না—এ দুটোর নাক কেটে, মাথা মুড়িয়ে, দেশের বাহির ক'রে দাও। না হয়, চোখ তুলে নাও। আমার সাম্‌নে এত বড় কথা!

[প্রস্থান।

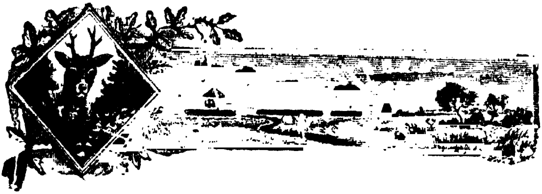
ফুকন। কেমন আর আমাকে শকুন বল্‌বি—আর আমাকে শকুন বল্‌বি? কিছু পাকেত দে, ছেড়ে দিচ্ছি।

রঘু। আপনি কি চান্‌, বলুন্‌; আমরা———

নহর। চুপ কর রঘু। দেখ শকুন, তোমার অনুগ্রহে যে দিন প্রাণ রাখ্‌তে হবে—সে দিন ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবে মর্‌বো! আজ যদি হাত খোলা থাক্‌তো, তা হলে একবার তোমাকে দেখ্‌তেম। হাত বেঁধে—পা বেঁধে এক জনকে তোমরা বিশ জনে ধরে কাপুরুষের মত মার—আবার তারই জন্য বড়াই! লজ্জা হয় না? হাত খুলে দাও—দেখি তুমি কেমন নগর রক্ষক। বন্দুক আন, থরশান আন, লাঠি আন, না হয় টাঙ্গি আন। যাতে খুসি, যেমন ইচ্ছে, একে একে লড়ে দেখ। ভীরু—কাপুরুষ—আহম জাতির কলঙ্ক! রঘু, প্রস্তুত হও।

ফুকন। চল্‌ চল্‌ একবার দেখে নিচ্ছি গে। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!

[ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বত পার্শ্বে—নদী।

শিলাসনে ময়না।

(গান)।

ওই নীল আকাশের গায়—
পাখীর মত ভেসে যেতে
হৃদয় কেন চায়!
তারার মালা সরিয়ে দিয়ে,
চাঁদের সোনা মেখে' গায়ে,
মেঘ গুলো সব ডেকে বলে
আয় গো তোরা আয়!
ওই নীল আকাশের গায়—
যেথা পাপিয়া করে গান,
তরুণ তপন কনক বরণ,
ধরার পানে চান্—

যেথা উষা রাণী, ঘোম্‌টা টানি
লাজে মরে যায়,
ওই নীল আকাশের গায়।

(রমার প্রবেশ।)

রমা। একলাটি কি কর্‌ছিস্ ময়না?

ময়না। ওই গ্যাখ নীল আকাশে একটা পাখী উড়ে' যাচ্ছে। কেমন যাচ্ছে দ্যাখ। আমারও ইচ্ছে করে অম্‌নি পাখীর মত নীল জলে ঢেউ তুলে ভেসে বেড়াই। রমা, এবার রাজার জন্য সোনা আনিস্ নি?

রমা। এবার আমরা বেশী সোনা কুড়ুতে পারি নি। সুবন্-সিরিতে বড় জোর বাণ ডেকে ছিল।

ময়না। আহা, বুড়ো সর্দ্দারের কথা মনে হ'লে আমার এখনও কান্না পায় রমা। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ দু'টো যেন এখনও চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রমা। কি ক'র্‌বো বল্! সাঁতার কেটে আমি কত দূর গেলেম, কিন্তু বাবার কোন খোঁজই পেলেম না। যে জলের তোড়্, ময়না, তা' যদি দেখ্‌তিস্।

ময়না। আমরাও সেবার বুড়ীদিহিংএর তোড় দেখেছি। সুবন্-সিরি চাইতে বুড়ীদিহিং বড় কম নয়! তুই দেখিস্‌নি?

রমা। দেখেছি বই কি? সে অনেক দিনের কথা। সেখানে আমরা একবার ভাওনা শুনতে গিয়েছিলেম। অমন ফাগুয়ার খেলা আর কখনও দেখি নি।

ময়না। আমি কখনও ভাওনা শুনি নি——

রমা। তুই শুনিস্ নি ?

ময়না। না। লোকে বলে, খুব নাচ্ না গাওনা হয়। কেউ রাজা হয়—কেউ বা রাণী হয়—কত কথা বলে।

রমা। এবার যখন আমরা সুবন্‌সিরি যাই, তখন একদিন রাত্রে আমরা একটা পাহাড়ের কোলে শুয়ে আছি—আরও কয়েক জন ছিল। বুড়ো সর্দ্দার বল্লে, 'গাঁয়ে ফিরে গিয়ে এবার রাম রাজার ভাওনা কর্ব্বো,' বুড়োও আর এলো না——

ময়না। রমা, তুই এখন কি কর্‌বি ? একলা কোথায় যাবি ?

রমা। ওইখানে—ওই যেখানে তুই পাখীর মত ভেসে বেড়াতে চাস্। চাঁদের পাশে একটা তারা দেখিস্ নি ? রোজ জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে—সেইখানে যাব। মানুষ ম'লে নাকি তারা হয়। আমার মাও ওইখানে আছে—বুড়ো সর্দ্দারও সে দিন গেল।

ময়না। তুই যেন কি ! কে বল্লে ?

রমা। [উদ্দেশে প্রণাম করিয়া] ঠাকুর—আমাদের সেই গুরু-দেব বলেছেন। আমরা যে এবার মায়ের মন্দিরে গিয়ে-ছিলেম। ঠাকুর বলেছিলেন যারা ভাল মানুষ, তারা ম'লে নাকি ওইখানে যায় ! ময়না, ওকি রে—চুপ ক'রে রৈলি যে ?

ময়না। না—এম্‌নি ; একটা কথা মনে হয়েছিল।

রমা। কি কথা ময়না ?

ময়না। সেই পুরাণো কথা।—আমি তখন খুব ছোট—বাবা আমাকে আর মাকে নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছিলেন। সে দিন আকাশ ভরা ফুট্‌ফুটে জ্যোছ্‌না। আমি আয়ি বুড়ীর

কোলে বসেছিলেম। মার তখন ভারি অসুখ। বাবা মাকে বল্লেন "তুমি কোথায় যাচ্ছ লক্ষ্মী ?" মার এত অসুখ যে কথা কইতে পাল্লেন না, শুধু হাত তুলে আকাশের চাঁদ দেখালেন। মার কথা জিজ্ঞাসা কল্লেই বাবা বল্‌তেন 'চাঁদের কাছে আছে।'

রমা। আহা, আজ যদি তোর মা থাক্‌তেন ময়না ?

ময়না। বুড়ো সর্দ্দার নাই—আজ তুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্। মা নাই যার, তার বুঝি কেউ নাই রমা।

রমা। ওকথা আর ভাবিস্‌নে ময়না।

ময়না। না রে, আমিত ভাবি নে; আপনি-ই যে মনে হয়। বুড়ো সর্দ্দার আর বাবাতে ওই গাছটার তলায় ব'সে প্রায়ই কথা হ'তো। সর্দ্দার বল্‌তো 'হায় রে অদৃষ্ট! দিদিমণি আমার চুটিয়া রাজ রাজবংশের মেয়ে—শেষে কাঙ্গালের মত দিহিঙ্গির বনে ম'রে গেল!' আমার বেশ মনে আছে, বাবা তখন আমাকে কোলের মধ্যে টেনে নিতেন। তাঁর চোখের জল আমার মাথায় মুখে এসে পড়্‌তো।

রমা। ময়না, পুরাণোকে নূতন দিয়ে ঢেকে ফ্যাল্। যত বল্‌বি, ততই তোর প্রাণে ব্যথা বাজ্‌বে। আয়, তোর চোখের জল মুছিয়ে দি।

ময়না। আচ্ছা রমা, এবার যখন সোণা আন্‌তে যাবি আমাকেও সঙ্গে নিস্, আমিও যাব।

রমা। আর আমি সুবন্‌সিরিতে যাবনা ময়না। আমি এখন রাজার পা'ক হ'ব—লড়াই করে বেড়াব। আমি বুড়ো সর্দ্দারের ছেলে, পাহাড়ের কোলে জন্মেছি—এই ছাখ,

আমার বুক ঠিক পাথরের মত শক্ত। বুড়ো সর্দ্দারের মরিচা-ধরা টাঙ্গি আমি সে দিন ধার দিয়ে নিয়েছি। লড়াই কর্‌বোনাত পুরুষ হয়েছি কেন?

ময়না। পা'ক হ'বি? নারে রমা, আমার ভাল লাগে না।

রমা। (হাসিয়া) তুই বনের ফুল—তোর ও সব ভাল লাগ্‌বে কেন? তুই বনে বনে তোর ভেড়া চরাবি, ফুল তুলে মালা গাঁথ্‌বি, সাঁঝের বেলা প্রদীপ জ্বেলে ঐ নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে চেয়ে থাক্‌বি; তোর কেন টাঙ্গি, খরশান, বন্দুক, বল্লম ভাল লাগ্‌বে?

ময়না। নারে রমা, তা নয়। ওই রাজার ফুকনের কথা মনে হ'লে————

রমা। কে? সেই শকুন মামা? শকুনের জন্য আবার ভয় কি?

ময়না। ভয় আছে বই কি? সে দিন—তোরা তখন সুবন্‌সিরিতে—মিথ্যা ক'রে সর্ব্বেশ্বর দাদার ছেলেকে মেরে ফেল্লে! উঃ সে কথা মনে হ'লে আমার পাঁজর যেন খ'সে পড়ে।

রমা। কি বলিস্! আমাদের মুঙ্গলুকে? কি হয়েছিল—কি হয়েছিল রে? মুঙ্গলুও ত রাজার একজন পাকই ছিল। পাহাড়ীদের সঙ্গে সেবার কত লড়েছিল।

ময়না। ফুকন নাকি রাজার কাছে বলেছিল যে মুঙ্গলু বেই-মান। রাজার হুকুমে তাই তাকে জাঁতা-কলে পিশে মেরেছে।

রমা। অসম্ভব ময়না, অসম্ভব!

ময়না। কি অসম্ভব?

রমা। মুঙ্গলু বেইমান যেমন অসম্ভব, আমাদের রাজা একজনকে জাঁতা কলে বধ করতে আদেশ দেবেন এও তেমনি অসম্ভব। আমি ত বুড়ো সর্দ্দারের কাছে রাজার অনেক কথাই শুনেছি। তবে ফুকন রাজার নাম কোরে সব করতে পারে বটে।

ময়না। তা'হলে রাজারা ফুকনের মত লোক রাখে কেন বল্‌তে পারিস্‌?

রমা। তা'কি জানি; কিন্তু ময়না, আমার আর দেরি করা হবে না। আমাকে পা'ক হ'তেই হবে। শকুনের পালক যদি এক একটা করে না ছিঁড়তে পারি, তবে আর তোর কাছে মুখ দেখাব না।

ময়না। যদি পারিস্‌, সেত ভালই। কিন্তু কাজ নাই রমা। ওর প্রাণে দয়া মমতা নাই। মুঙ্গলুর জন্য আমি ওর পায়ে ধরে কত কেঁদেছি। শেষে আমাকে এমন কথা বল্লে, আমার যে মেয়ে মানুষের বুক, তা'ও জলে উঠ্‌লো! তখন যদি হাতে অস্তর্‌ থাক্‌তো——

রমা। ময়না, ময়না, আর বলিস্‌নে। মনে করেছিলেম বৈশাখী বিহুর দিন তোর সঙ্গে আমার থারুমনিপিন্ধা হবে—তা' আর হলো না। আগে এ অপমানের প্রতিশোধ, তার পর আর সব। টিলার উপর যে ঘর খানা বাঁধতে আরম্ভ করেছি, আর তা' বাঁধবো না—তোর জন্য একটা হলুদ ফুলের লতা পুঁতেছিলেম, সেটাও তুই আজ তুলে আনিস্‌——

ময়না। র—মা——

রমা। কি ময়না?

ময়না। একটু ঠাণ্ডা হ’। আগুনের ফিন্‌কির মত অত জ্বলে উঠিস্‌নে আমিও কি তোর সঙ্গে বনে বনে শিকার কর্‌তে শিখিনি? বুড়ো সর্দ্দার তোকে যেমন কুস্তি শিখিয়ে ছিল, লড়াই শিখিয়ে ছিল, আমিও কি তেম্‌নি তীর চালাতে, তলোয়ার চালাতে শিখি নি? মুসলমানদের সঙ্গে যে লড়াই হয়েছিল,—তোর কি মনে নাই—তখন আমরাও সেখানে ছিলেম। সেই সাদিয়া পাহাড়ের মাথায় বসে, কত দিন এক সঙ্গে লড়াই দেখেছি। আমিও আহমের মেয়ে; মেয়ে মানুষ সব ভুল্‌তে পারে রমা—অপমান ভোলে না, বংশ-গৌরব ভোলে না; আমিও ভুলি নি, এই ত্থাখ্‌—

[ছোরা প্রদর্শন।]

রমা। ফুলের মধ্যে কাঁটা কেন ময়না?

ময়না। ফুকনের গায়ে ফুটিয়ে দেব বলে।

রমা। ময়না—ময়না———

[আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হওন।]

ময়না। (পশ্চাৎ সরিয়া) না রমা! ওই খানেই থাক্‌—বিহুর দিন আসুক।

রমা। কিছু মনে করিস্‌নে ময়না। তোর ওই নয়নে অনল, আর ওই রাঙ্গা হাতে ছুরি দেখে আমি সব ভুলে গিয়েছিলেম। কিছু মনে করিস্‌নে ময়না।

ময়না। (হাসিয়া) না-রে না। আমাদের ভেড়াগুলো ঐ টিলাটার উপর গিয়েছে, রমা, যদি নামিয়ে আনিস্‌———

রমা। তা যাচ্ছি—তুই কি এইখানেই থাক্‌বি?

[প্রস্থান।]

ময়না। হাঁ—আমি এইখানেই একটু বসি। বাঃ দিব্যি রঙিন্ ফুল। থাক্, ফুটে থাক্। আগে তোর পূজা সাঙ্গ হোক্, তারপর মালা গাঁথবো।

(গান।)

ফুল-কলি ঢলি ঢলি হাসে।
বিজন কাননে, আপনার মনে,
ফুটে উঠে ফুল, নিশি অবসানে—
চেয়ে থাকে একা, আকুল নয়নে,
দেবতার লাগি, আকাশে।
পরিমল-মাখা প্রাণটুকু নিয়ে,
প্রেম সোহাগের সদা গান গেয়ে
ধরণীর ব্যথা বিনাশে——
কঠিন পরশে ঝরিয়া পড়ে সে
দেবতার দ্বারে হতাশে।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)



তৃতীয় দৃশ্য।

বড় বড়ুয়ার মন্ত্র-কক্ষ।

(লিপি পড়িতে পড়িতে বড় বড়ুয়ার প্রবেশ।)

বড় বড়ুয়া। (স্বগত) আমার অপমান! রাজা কে? আমি-ইত রাজা। মিস্‌মি—সর্দ্দারের এতদূর সাহস যে আমার আদেশ অবহেলা করে! আমাকে মন্ত্রী বলেই মান্‌তে চায় না! বাতুল—নিতান্ত নির্ব্বোধ! সে এখনও বুঝ্‌তে পারে নাই আমার বুকের মধ্যে কিসের অনল জ্বল্‌ছে—আমার শক্তি যে কত অসীম, কত বিপুল তা' সে বুঝ্‌তে পারে নাই। (লিপি পাঠ) মনে করেছে রাজার কাছে আবেদন করলেই তার দেশ থেকে রাজকর উঠে যাবে—আমার কাছে প্রতিকার না চেয়ে, তারা রাজার কাছে বিচার চায়! কার বিচার? কিসের বিচার? আমার আদেশইত সনাতন বিধি! এ রাজ্যে আর এমন কে আছে যে আমার কথার উপর কথা বোল্‌বে? শক্তিহীন, ক্রীড়াপুত্তল রাজার কাছে

মন্ত্রীর নামে অভিযোগ! কি বিড়ম্বনা! রাজা—রাজা! শক্তি যার—সিংহাসন তার। এই শিক্ষাই ইতিহাসের শিক্ষা। আসামের ইতিহাসেও সে কাহিনী লেখা থাক্‌বে। প্রহরি—রক্ষি———

[প্রহরীর প্রবেশ।]

ছোট বড়ুয়া কোথায়?

প্রহরী। তিনি ওই পত্র দিয়ে বিশ্রাম-কক্ষে অপেক্ষা করছেন।

বড়ুয়া। প্রহরি! তুমি মিস্‌মি-রাজ্যের সিংহাসনে বস্‌তে চাও?

প্রহরী। প্রভু! আমি আপনার দাস। আমি কি——

বড়ুয়া। তা'তে কি? আমি তোমাকেই মিস্‌মি—সর্দার করে দিচ্ছি। তুমি এখনই ছোট বড়ুয়াকে সংবাদ দাও।

প্রহরী। প্রভু, আপনার অনুমতি হ'লে—মিস্‌মিদের রাজা—তা' আমি খুব হ'তে পারবো।

বড়ুয়া। পারবে বই কি। আমার কথাতেই ত সব। আমি যদি তোমাকে মিস্‌মিদের রাজা ক'রে দি', তা'হলে কার সাধ্য প্রতিবাদ করে। যাও, ছোট বড়ুয়াকে এই খানেই আস্‌তে বল।

[প্রহরীর প্রস্থান।]

মিস্‌মির আবার আত্ম-সম্মান! পার্ব্বত্য অরণ্যে যাদের বাস, পর্ণ কুটীর যা'দের প্রাসাদ—তাদের আবার সম্মান বোধ! দু'বেলা অন্ন যোটেনা যাদের, তারাও বলে 'আমরা মন্ত্রীকে জানি না—রাজাকে জানি।'

[ছোট বড়ুয়ার প্রবেশ।]

আসুন,—সমস্ত কুশলত ? পথশ্রমে আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

রামনাথ। মিস্‌মি-রাজ্যের পথ যে দুর্গম—পথশ্রমে একটু ক্লান্ত হয়েছি বটে, কিন্তু সমস্তই কুশল। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

বড়ুয়া। মিস্‌মি-সর্দ্দারের পত্র দেখেছেন ?

রামনাথ। আজ্ঞা না—পত্র খানা বন্ধ ছিল।

বড়ুয়া। সর্দ্দার কি দাম্ভিক! নূতন শুল্ক সম্বন্ধে লিখেছে—(পত্র পাঠ) "আমরা মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের মিত্র-প্রজা। তাঁহারই আদেশে একবার যে রাজ-কর উঠিয়া গিয়াছিল, আবার তাহা স্থাপন করিতেছেন কেন? আমরা সর্ব্বদা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, শৈলাশ্রয়ে কোন মতে জীবনরক্ষা করি—ফল মূল আহারেই দিন কাটাইতে হয়। এদেশের উপর বাণিজ্য-শুল্ক স্থাপন করিলে আমরা কোথায় দাঁড়াইব? আমরা তাই রাজসিংহাসন-তলে বিচার প্রার্থী হইব স্থির করিয়াছি; মন্ত্রীর আদেশে যে শুল্ক আমাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে—মহারাজের কৃপায় সে উদ্যত অস্ত্র ফিরিয়া যাইবে।" দেখুন দেখি ছোট বড়ুয়া ম'শায়! একি বিষম দম্ভ! আমার আদেশের উপর আবার রাজসিংহাসনতলে বিচার প্রার্থনা ?

রামনাথ। তারা মহারাজের মিত্র-প্রজা—যদি তাঁর কাছে বিচার প্রার্থীই হয়, এতে আর দোষ কি ?

বড়ুয়া। দোষ কি ? এই সহজ কথাটা আপনিও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না! তা'হলে আর আমার ক্ষমতা থাকে কোথায়—

আমার মান সম্ভ্রমই বা থাকে কোথায়? সকলেই যদি মন্ত্রীর আদেশ অবহেলা কোরে রাজসিংহাসনের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লে আর আমরা আছি কেন?

রামনাথ। সে কথা সত্য বটে; কিন্তু যদি তারা মনে কোরে থাকে যে আমাদের আদেশে তারা নিগৃহীতই হচ্ছে———

বড়ুয়া। সে কথা মনে করার—প্রজার কোন অধিকার আছে? যাক্, সে তর্কে এখন প্রয়োজন নাই। আপনি সে দেশের অবস্থা কেমন দেখ্লেন?

রামনাথ। মিস্‌মি সর্দ্দার যা' লিখেছেন সবই সত্য। অনাহারে মিসমিগণ মৃত্যুমুখে পতিত। শস্যক্ষেত্র শূন্য, প্রজাকুল ব্যাধিক্লিষ্ট। সে দেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। তারা ত আর আমাদের প্রজা নয়—আমাদের আদেশ তারা মান্‌বেই বা কেন?

বড়ুয়া। বটে? আপনি এখন যেতে পারেন। আজ সেই গর্ব্বিত সর্দ্দারের-উদ্ধত ঘৃণিত লিপি যেমন পদদলিত করলেম অচিরে সর্দ্দারকেও তেমনি দলিত কোর্‌বো। তারপর দেখ্‌বেন, আমার দ্বারের একজন নগণ্য প্রহরী মিস্‌মি-রাজ-সিংহাসনে বসেছে।

রামনাথ। আপনি মহাপরাক্রান্ত রাজ-সচিব, আপনার যেমন অভিরুচি তাই হয় ত হ'বে।

বড়ুয়া। 'হয় ত' কি? আমার কথায় কি আপনার সন্দেহ আছে?

রামনাথ। কিছু মাত্র নয়।

বড়ুয়া। আপনি কালই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর সীমানার বন্দোবস্ত করতে যাত্রা করুন।

রামনাথ। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।]

বড়ুয়া। (স্বগত) ছোট বড়ুয়া দেখ্‌ছি মিস্‌মিদের পক্ষ নিয়েছেন। মিস্‌মিরা আবার লখীমপুরের বন্ধু! কি ঘৃণা, কি লজ্জা! অতি ক্ষুদ্র যে, সে হ'লো আমাদের বন্ধু! ছোট বড়ুয়াকে এ বন্ধুত্বের ফল ভোগ করতেই হ'বে।

[ফুকনের প্রবেশ।]

ফুকন। মন্ত্রী ম'শায়! নহর কোড়া পলায়ন ক'রেছে।

বড়ুয়া। সে কি? তোমরা সকলেই দেখ্‌ছি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। নহর কোড়া পলায়ন করেছে?

ফুকন। যে প্রহরী তাদের পাহারা দিচ্ছিল, তাকে বিষম আঘাতে অজ্ঞান কোরে তারা পালিয়ে গেছে।

বড়ুয়া। ফুকন! এমন দুর্ব্বল শক্তিহীন রক্ষিতে আমার প্রয়োজন নাই। এখনই তাকে ধ'রে আন। তপ্ত তৈল মধ্যে সেই কাপুরুষকে নিক্ষেপ কর। যাও—এখনই যাও।

[ফুকন প্রস্থানোদ্যত।]

শোনো—শোনো! নহরকে আবার ধ'রে আন্‌তে হ'বে। অপমানের প্রতিশোধ নিতেই হ'বে। আমার শক্তির পরিচয় মাটককে দিতেই হবে। যে মাটক মাথা হেট করে না বলেছিল, তার উচ্চ শির যতদিন আমার পদতলে লুণ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন আমার শান্তি নাই। শুধু তাই নয়;—মাটকগণ বিদ্রোহী। বিদ্রোহ দমন অবিলম্বে করতে চাই। আগে দেখি সুচিংফা কি সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে।

ফুকন। আপনি যেমন উপদেশ করেন তা-ই হবে।

[প্রস্থান।]

বড়ুয়া। (স্বগত) কি করি? কেমন কোরে আত্মশক্তি প্রকাশ করি! এ জগতে শক্তিই শুধু সার। দুর্ব্বল যে, দরিদ্র যে, সে যেমন আমার দিকে কাতর নয়নে চেয়ে থাকে, —দেশের বীর-বাহু যে দিন তেমনি কোরে আমার মুখের দিকে তাকাবে, তেমনি কোরে আমার অনুগ্রহের ভিখারী হ'বে—আমি উঠ্‌তে বোল্‌লে উঠ্‌বে, বোস্‌তে বোল্‌লে বোস্‌বে—সে দিন কত সুখ—কত তৃপ্তি পাব! আজ যারা আমাকে রাজমন্ত্রী জ্ঞানে তাচ্ছিল্য করে—যে দিন তারাই আবার শতে সহস্রে এসে আমারই পাদুকা লেহন কর্‌তে ব্যগ্র হ'বে, আমি সেই শুভদিনের প্রতিষ্ঠার জন্য সাদিয়া পাহাড়ের মাথায় মর্ম্মর মন্দির নির্ম্মাণ কোরবো, আর সেই মন্দির-শিরে কনক অক্ষরে লিখে রাখ্‌বো—'আর সব মিথ্যা, শক্তিই শুধু এ জগতে সার।' দুর্ব্বল যে, সে সহজেই নত হয়; তার কাছে সম্মান লাভ কোরে তৃপ্তি কোথায়!

[সুচিংফার প্রবেশ।]

সুচিংফা, তোমার সংবাদ কি?

সুচিংফা। আপনার আদেশে ভিরাণ্ডি গ্রামে গিয়ে ছিলেম। সেখানকার দুষ্ট প্রজারা কিছুতেই বিহু থেকে ক্ষান্ত হ'তে চায় না। তারা বলে—'মহারাজের আদেশ ভিন্ন আমরা আর কা'রো আদেশ মানি না।' একজন মাটক গোস্বামী তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। গ্রামবাসীরা সেই গোস্বামীর বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিচ্ছে।

বড়ুয়া। মন্ত্র! গান! শাক্তের রাজ্যে বৈষ্ণবের গান! কে সে গোস্বামী?

সুচিংফা। মাটক জাতির গুরুদেব—অনিরুদ্ধ-ছত্রের সেবক।

বড়ুয়া। ফুকনকে বল এখনই ভিরাণ্ডি গ্রামে তিন শ' পা'ক পাঠিয়ে দিক্। যতদিন গ্রামবাসীরা বিহু-পর্ব্ব বন্ধ না কর্‌বে, ততদিন রাজ-সৈন্য সেই খানেই থাক্‌বে। অস্ত্র প্রয়োগে গোস্বামীর মুখ বন্ধ কোরে দাও। স্ত্রী-পুরুষ কা'কেও ক্ষমা কোরো না।

সুচিংফা। আমরা বিশ জন গ্রামবাসীকে ধরে এনেছি। খোল করতাল বাজিয়ে তারাই বেশী গান করছিল। কি আশ্চর্য্য কারাগারে অসংখ্য পিপীলিকা—দংশনেও তারা কাঁদ্‌ছে না; কেবলই গোস্বামীর মন্ত্র গান করছে। এমন বন্দী আমরা আর কখনও দেখি নাই।

বড়ুয়া। কারাগারে তাদের আহার বন্ধ ক'রে দাও—পেটে অন্ন না থাকলে তারা আপনা হতেই মন্ত্র ভুলে যাবে।

সুচিংফা। যে আজ্ঞা। প্রায় এক হাজার প্রজা মহারাজের কাছে আবেদন করতে এসেছে। তারা বলে বিহু আমাদের চির প্রচলিত পর্ব্ব।

বড়ুয়া। তা'তে কি? এতদিন চলে এসেছে বলেই যে আজও চল্‌বে তার কোন কারণ নাই। তারা মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের কাছে আবেদন করতে এসেছে, বল্লে না? এ রাজ্যের হীন প্রজা যারা, তাদের এতদূর সাহস! চল, আমি নিজেই যাচ্ছি। তুমি সৈন্যদের সংবাদ দাও। বিদ্রোহী প্রজার আবার আবেদন! মূর্খগুলো আমার কাছে না এসে, রাজার কাছে কেন যেতে চায়? রাজা তাদের কি কোরবেন? আমিত দেখ্‌ছি এ সমস্তই বিদ্রোহের পূর্ব্ব লক্ষণ—কি বল সুচিংফা?

সুচিংফা। আজ্ঞা হঁা—তা'র আর সন্দেহ কি ? সেনাপতিকে কি সংবাদ পাঠাব ?

বড়ুয়া। না, আবশ্যক নাই। সে বড় একগুঁয়ে লোক—কোন পরামর্শ শুনতে চায় না। মহারাজ তাকে একটু ভাল বাসেন বলে সে মনে করে তার বিবেচনাই সর্ব্বদা সাধু। তোমরাই ত আছ; আর আমি নিজেই যাচ্ছি, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।]



চতুর্থ দৃশ্য।

ফুকনের কক্ষ।

(ফুকনের প্রবেশ।)

ফুকন। না, আর পারিনে। ঘুরে ঘুরে ঘুরে আর পারিনে। এমন চাকুরীও মানুষে করে ;--গাধার বেহদ্দ খাটনি আর কুকুরের বেহদ্দ অপমান! কোথায় কার ঘরে কোন্ করুণা-ময় করুণা ক'রে দুটো একটা জিনিস হাতালেন অমনি ছুটলেম্—কোথায় কার গরু ভেড়া মলো, অমনি দৌড়—কোথায় কে কি কথা বল্লে, কে কেমন ক'রে হাস্‌লে—কেমন নজরে তাকালে, অমনি ফুকন চল্লো তার সন্ধান নিতে; আর পেটের জ্বালায় যদি কোন অভাগা একটু কালাচাঁদের মাত্রা চড়িয়ে চোখ উল্‌টায়, হিম্মুর দোকানে দু'পয়সার দড়ি বেশীই কেনে, তা হ'লে তার বাড়ী ত যেতেই হবে। সেখানে গেলেই ত দু'পয়সা লাভ বই লোক-সান নাই—গাঁয়ের লোকোরা খুনের ভয়টা বড় বেশী করে। বড় বড়ুয়ার চাকুরী টি বেশ ; মাইনেও বেশ সিন্দুক ভরা

ভেট পাচ্ছেন দেদার, পেট ভরে যাচ্ছে ; হুকুম চালাতে আর দোষটা কি ? এবার যেমন কোরেই হোক্—সিংহাসনে যদি নাও পারি বড় বড়ুয়ার গদিতে বস্‌তেই হবে। পরের হাতির চারা, ঘোড়ার দানা, হরিণের ঠ্যাং যুগিয়ে যুগিয়ে ত আর ল্যাং দুটোকে এমন ক'রে কাহিল করতে পারিনে—সাত দিনের বেশী জুতোর তলা টেকেনা! তার উপর আবার সুখ কত, সময়মত না যোগান দিতে পাল্লে, কোড়া পিঠে পড়্‌তে এক দণ্ডও সবুর সয়না।

[রামনাথ ভোরালি বড়ুয়ার প্রবেশ।]

ফুকন। [জনান্তিকে] আমার উপর দেবতার আজ আবার এ অকারণ করুণা কেন? [প্রকাশ্যে] বড়ুয়া ম'শায়! প্রণাম হই। আসুন—আস্‌তে আজ্ঞা হোক! আজ আমার গৃহ পবিত্র হলো।

রামনাথ। বড় বিপদে পড়েই আজ তোমার কাছে এসেছি; কথাটা একটু গোপনীয় বলে গৃহদ্বার বন্ধ করে এসেছি।

ফুকন। [জনান্তিকে] দয়াময়ের গতিক ভাল নয়! [প্রকাশ্যে] তা বেশ করেছেন। আমি আপনার ভৃত্য— এ গৃহ আপনারই জান্‌বেন। কিন্তু বিপদ! আপনাদের আবার বিপদ কি? সেত শুধু আমাদের জন্যই আছে।

রামনাথ। ফুকন, আমি সত্যই বড় বিপদে পড়েছি। তুমি যদি না বাঁচাও, তা হলে আর উপায় দেখ্‌ছিনে।

ফুকন। আমি দাস হয়ে প্রভুকে কেমন ক'রে রক্ষা কর্‌বো? তা যা হোক্ এর জন্য আর এতদূর কষ্ট করে এসেছেন কেন? একটা কাকের ঠোঁটে, কি একটা টিক্‌টিকির

মুখে সংবাদ পাঠাইলেই ত আমি নিজেই প্রণাম কর্‌তে যেতেম।

রামনাথ। আমি নিজেই এসেছি ফুকন, আমি নিজেই এসেছি। আমায় বাঁচাও। আমি তোমার উন্নতি করে দেব। রাজার কাছে বলে তোমাকে সেনাপতি করে দেব।

ফুকন। আজ্ঞা তাত বটেই, তা'ত বটেই! এতদিন আপনার অধীনে আছি। আপনি একটু অনুগ্রহ করেন বলেইত আমার এত গৌরব। আপনি দয়া না কর্‌লে আর কে করবে? আদেশ করুন।

রামনাথ। বড় বড়ুয়া মশায় আমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন

ফুকন। কেন?

রামনাথ। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি তখন ব্রহ্মপুত্রের উত্তর সীমানার বন্দোবস্ত কর্‌তে যাচ্ছিলেম। হাতিতে চড়েই বেরিয়েছিলেম—পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। একটু দেরি ফুকন, নাম্‌তে একটু দেরি, আর যাই কোথা—তাঁর সাক্ষাতে আমি হাতির পিঠে সওয়ার হ'য়ে রয়েছি ভেবে তিনি একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠ্‌লেন। ফিরে এসে শুন্‌লেম, আদেশ দিয়েছেন আমার আর বিজনের চোখ তুলে ফেলবেন। ফুকন, এ বিপদ থেকে তুমি না বাঁচালে আমাদের আর রক্ষা নাই—তোমার হাতেই ত কারাগার। তুমি যা চাও, আমি তাই দেব—আমায় বাঁচাও। আপাততঃ বরং আমার গলার এই মুক্তার মালা ছড়াটা নাও।

ফুকন। আজ্ঞে, সে কি কথা! সে কি কথা! কর্ত্তব্য কাজ কর্‌তে কি আমি কখন উৎকোচ নিয়ে থাকি। আপনি এ কেমন আদেশ করছেন? ওসব কথা বল্লে আমি কোন কাজে হাত দিতে পারবো না।

রামনাথ। না না না—আমি উৎকোচের কথা বল্‌ছিনে, খুসি হ'য়েই তোমাকে দিচ্ছি। এ উৎকোচ নয়,—উপহার উপহার! বুঝলে, আমার এটা প্রীতিদান।

ফুকন। [মালা লইয়া] তা'হলে নিতে পারি। আমাকে যে যা'কিছু দেয় সে প্রীতিতেই দান করে। আমি রাজার নগর রক্ষক—আপনাদের ভৃত্য, আমি কি উৎকোচ নিতে পারি। লোকে বল্‌বে কি?

[নেপথ্যে বড়বড়ুয়া—"ফুকন, ফুকন"]

রামনাথ। মা কালি রক্ষা কর। ফুকন, ফুকন সর্ব্বনাশ হয়েছে। ওই শুন, বড়বড়ুয়া হয়ত আমাকেই ধরতে লোকজন নিয়ে এখানে এসেছেন।

ফুকন। তাইত! এখন কি করি? তাঁকে ডাকি, কেমন?

রামনাথ। [ফুকনের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া] ফুকন! ফুকন! আমি তিনবার তোমাকে কারাবাস হ'তে মুক্ত করেছি। দু'বার বড় বড়ুয়ার কোপানল থেকে তোমার প্রাণরক্ষা করেছি—সে সব কি আজ ভুলে গেলে ফুকন। আমায় বাঁচাও—বল বল; আমি কোথায় লুকোবো বল।

ফুকন। তেমন ত স্থান নাই—কোথায়ইবা লুকোতে বলি।

[নেপথ্যে বড় বড়ুয়া—"ফুকন, ফুকন, আমি বড়বড়ুয়া—দরজা খোল"]

রামনাথ। বাঁচাও ফুকন, বাঁচাও—

ফুকন। আসুন—

[রামনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান—এবং একা পুনঃ প্রবেশ]

[স্বগত] কেমন ব্যাটা! এইবার কেমন! গেল বছরে যখন জামাই হতে চেয়েছিলেম, তখন নাকসিট্‌কে বলা হয়েছিল 'ফুকন কোতোয়ালের হাতে মেয়ে দেব—তার চেয়ে মেয়েকে গলায় পাথর বেঁধে, ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবিয়ে দেওয়াই ভাল।' এইবার ব্যাটাকে পেয়েছি! এবার বুড়ো ধৃতরাষ্ট্র না বানিয়ে আর তোমাকে ছাড়ছিনে। তিনবার কারাগার থেকে বাঁচিয়েছেন ত আমার মাথা কিনে রেখেছেন? আমিও অমন কত করেছি।

[নেপথ্যে বড়বড়ুয়া—"ফুকন, ফুকন"]

আঃ দুয়োরটা ভেঙ্গে ফেল্লে দেখ্‌ছি। গরজ বড় বালাই। [চীৎকার করিয়া] কেও? দাঁড়াওনা আসি, পরের বাড়ীঘর অমন করে ভাঙ্গ কেন?

[ফুকনের প্রস্থান এবং বড় বড়ুয়াকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।]

আপনি! অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি শুনতে পাই নি। আজ দাসের উপর এত অনুগ্রহ কেন?

বড়ুয়া। শুন্‌তে পাওনি! সে কি হে? তুমি যে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, আমি বেশ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছিলেম।

ফুকন। আজ্ঞে না বড় বড়ুয়া ম'শায়; আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বল্‌তে পারি, আমি কা'রো সঙ্গে কথা কইনি।

বড়ুয়া। তবে আমি যে একটা শব্দ শুন্‌ছিলেম—ঠিক কথা কওয়ার মত—সে কিসের?

ফুকন। আজ্ঞে শব্দ? হাঁ-হাঁ শব্দ বটে—শব্দ বটে, ঠিক দু'জনে গল্প করার মত শব্দ, না? একটা ভাওনা হবে, আমাকে তাতে একজন মন্ত্রীর কথা কইতে হবে; আমি তাই অভ্যাস কচ্ছিলেম।

বড়ুয়া। ভাল, ভাল! বুড়ো বয়সে আবার ভাওনা। নিজের কাজ কর্ম্ম ছেড়ে ভাওনা শিখ্‌ছিলে?

ফুকন। আজ্ঞে না।

বড়ুয়া। এই যে এখনই বল্লে!

ফুকন। রাধে মাধব! আমি কি কখনো মিছে কথা বলি? সে আমাদ্বারা কখনো হবে না জান্‌বেন—ম'লেও না। আপনার কাছে বল্‌তে আর দোষ কি? ভাওনাই শিখ্‌ছিলেম বটে—সে কি আর তামাসার জন্য? একদল ডাকাত ধরার ফন্দিতে। ডাকাতের দলই অমাবস্যায় শ্যামাপূজা ক'রে ভাওনা কর্‌বে।

বড়ুয়া। বটে! বটে! তোমাদের মত সুচতুর কর্ম্মচারী না হলে কি আর রাজ্য চলে। ভাল কি শিখ্‌ছিলে, শোনাও দেখি।

ফুকন। (স্বগত) মা কালি, এ ধূমকেতুটাকে হটাৎ এখানে এনে কি বিপদেই ফেল্লি মা। এইবার মরেছি।

বড়ুয়া। ফুকন, কি ভাব্‌ছো?

ফুকন। আজ্ঞে না—ওই ভাওনাটাই ভাবছিলেম।

বড়ুয়া। ভাওনার আবার ভাব্‌বে কি? যা' শিখেছ বলে ফেল না?

ফুকন। আজ্ঞে বলি—(গলায় নানাবিধ শব্দ করিয়া।)

শুন ওহে মহারাজ, কি বলিব আমি আজ,
কুমারের সমর কৌশল।
তরবারি ঝন্‌ঝনি, সায়কের শন্‌শনি,
মহা ভীম ভৈরব মুষল॥
আঁখি পালটিতে হায়, প্রবল গদার ঘায়,
কত সেনা পড়ে ভূমিতলে।
শোনিতের নদী ধায়, হাঙ্গর কুম্ভীর তায়,
হস্ত পদ নরের কপালে॥

এই পর্য্যন্তই মুখস্থ হয়েছে, আর এখনও হয় নি।

বড়ুয়া। বাঃ বেশ বেশ। তা ভাওনাটা কবে হবে?

ফুকন। আজ্ঞে; কাল সন্ধ্যার পর।

বড়ুয়া। তা বেশ। কিন্তু আজই তুমি প্রস্তুত হও। আমার ঘোড়া দুই প্রহর রাত্রে আস্‌বে। সেই ঘোড়ায় চড়ে তোমাকে নওগাঁ যেতে হবে।

ফুকন। নওগাঁ! তা' যা' বল্‌বেন তাই করবো। তবে ঘোড়া থেকে কাল একবার পড়ে দম বন্ধ হবার মত হয়েছিল—পিঠেও খুব ব্যথা লেগেছে।

বড়ুয়া। তুমি লখীমপুরের প্রধান নগররক্ষক—সাধারণ নগর রক্ষক সৈন্যের তুমিই সেনাপতি, তুমি ঘোড়ায় চড়্‌তে জান না? ঘোড়া থেকে প'ড়ে যাও?

ফুকন। আরে রাম! রাম! আমি কি আর ঘোড়ায় চড়্‌তে জানিনে। আমার বাবা ঘোড়া কেনা বেচা করেই মানুষ। ঘোড়া টা প'ড়ে গেল কি না! আমার ত তখন এক হাতে

লাগাম আর এক হাতে চাবুক! একটু ধর্‌বো যে এমন ত আর কিছু পেলেম না——

বড়ুয়া। তবে তুমি ঘোড়ায় যেতে পার্‌বে না?

ফুকন। কেন পার্‌বো না? ঘোড়া এলেই চড়ে বস্‌বো।

বড়ুয়া। তবে প্রস্তুত হ'য়ে থাক। কোথায় যে যেতে হবে তার এখনও ঠিক নাই—সময় মত জান্‌তে পারবে। ছোট বড়ুয়ার সন্ধানে লোক পাঠিয়েছি; তার সন্ধান পেলেই তোমায় পাঠাব।

ফুকন। ছোট বড়ুয়া ত? তাঁকে আমি খুব ধরে আন্‌তে পার্‌বো!

বড়ুয়া। যদি পার, উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

[প্রস্থান।]

ফুকন। (স্বগত) বাপ্! বাঁচা গেল! এখনি ত গর্দ্দানাটা গিয়েছিল আর কি? দেখে আসি গেল কি না। (তথা-করণ) এবার দেখ্‌ছি দোমুখো পুরস্কার! একবার ছোট বড়ুয়ার কাছ থেকে—একবার বড় বড়ুয়ার কাছ থেকে। টাকা পেলে বাবার গলায় ছুরি দিতে পারি—ছোট বড়ুয়া ত ছোট বড়ুয়া! কোতোয়াল-গিরির কিন্তু এই সুখ! কত ব্যাটা এসে পায়ে প'ড়ে—হোক্ না সে বড় বড়ুয়া কি ছোট বড়ুয়া, কি বড় সেনাপতি। খুব কলকাটি যা' হোক। যারা সৃষ্টি করেছিল, বলিহারি যাই তাদের মাথা। আরে রাজা কে? আমিই ত রাজা। রাজার কথা মানে কে? রাজা যা বলেন, মন্ত্রী ম'শায়রা তা নিয়ে কত তর্ক জুড়ে দেন। আর আমার কথা, একবারে বেদ বাক্য! আমি যদি

বলি রাজ্য রসাতলে গেল, রাজ্যের বড় বড় মাথারা তখনই বলে উঠ্‌বে—'গেল কি, গেছেই বল!' যাই, ছোট বড়-য়াকে আবার টেনে বা'র কর্‌তে হবে।

[প্রস্থান।]



পঞ্চম দৃশ্য।

মোহন্তের আশ্রম সম্মুখ।

নহর কোড়া ও রঘুনেওগী।

রঘু। নহর যা' হবার তা'ত হয়েছে, মিছে আর বিবাদ করে ফল কি?

নহর। একি মিছে বিবাদ রঘু? লখীমপুরের বড় বড়ুয়ার সম্মান চেয়ে তোমার আত্মসম্মান কিসে কম? রাজার অনুগ্রহ দৃষ্টি আছে বলে আজ তিনি বড় বড়ুয়া—কাল হয়ত আর একজন হবে।

রঘু। যে পরাক্রান্ত রাজা লখীমপুরের রাজসিংহাসনে পূর্ণ বিক্রমে অধিষ্ঠিত, আমরা তাঁর কি কর্‌তে পারি?

নহর। কি না কর্‌তে পারি রঘু? রাজার সঙ্গে আমাদের বিবাদ নাই। রাজার নামে বড় বড়ুয়া অত্যাচারের দাবানল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর সঙ্গেই আমাদের বিবাদ। সেই ভীরু কাপুরুষের আমরা কি না কর্‌তে পারি রঘু?

রঘু। সিংহাসন আপন প্রবল বিক্রমে বড় বড়ুয়াকে ঘিরে

রেখেছে—সে হ'লো রাণীর ভ্রাতা; কাজেই রাণীর স্নেহের অঞ্চল সর্ব্বদা তাঁকে আবৃত করে রাখে। তুমি তাঁর কি কর্‌বে নহর?

নহর। কাপুরুষের কথা—মাটকের কলঙ্কের কথা! রাজা অগ্নি—যে অভাগ্য অগ্নি স্পর্শ কর্‌তে চায়, সে দগ্ধ হয়। কিন্তু রাজপাদুকার ধূলি লেহন ক'রে—রাজ-প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট, ঘৃণিত কুক্কুরের মত উদরস্থ ক'রে, যে নরাধম দিন দিন স্ফীত দম্ভপূর্ণ হয়, আর মনে করে সসাগরা ধরণী তারই উপভোগের জন্য, তারই সেবার জন্য—দেবতারাই তার ধ্বংশ সাধন করেন—মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র।

রঘু। থাক্ ভাই, আমি তোমাকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। ওই যে স্বয়ং গুরুদেব আস্‌ছেন; গুরুবাক্যে তোমার সন্দেহ দূর হোক্।

নহর। দেখা যাক্।

[মোহন্তের প্রবেশ—নহর ও রঘুর প্রণাম করণ।]

মোহন্ত। দীর্ঘজীবি হও—তোমরা কতক্ষণ এসেছ?

রঘু। আমরা এই অল্পক্ষণ হ'ল এসেছি। প্রভুর চরণ দর্শন অপেক্ষায় বসেছিলেম।

মোহন্ত। নহর, তোমার সমস্ত কুশল ত?

নহর। না প্রভু, কুশল আর কই? যার সম্মানের স্তম্ভ পদাঘাতে চূর্ণ হয়ে গেছে, তার আবার কুশল কি?

মোহন্ত। কি হয়েছে নহর?

রঘু। এমন বিশেষ কিছু নয়, তবে——

নহর। থাম রঘু, থাম। তুমি মাটকবংশে জন্মগ্রহণ করেছ

বটে, কিন্তু তুমি আমার ব্যথা বুঝ্‌তে পারবে না। তোমার কাছে 'বিশেষ কিছু নয়' বটে কিন্তু আমার যে তাই সর্ব্বস্ব—তারও অধিক।

মোহন্ত। আচ্ছা তুমিই বল। তুমি মাটকজাতির মুকুটমণি। তুমি আর শঙ্করইত এ প্রদেশের বৈষ্ণবকুলের ভরসা। তোমাকে কে অপমান করেছে নহর?

নহর। ঠাকুর, নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে বড় বড়ুয়া ম'শায় আমাদের ঘোরতর অপমান ক'রেছেন! আপনার কৃপায় এই বাহু হীনশক্তি নয়, তাই কোন মতে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছি; তা' না হ'লে আজ সেই দাম্ভিক ভীরু রাজ অমাত্যের পদতলে চক্ষুরত্ন দান ক'রে, নিতান্ত ভিখারীর মত আস্‌তে হ'ত।

মোহন্ত। সে কি কথা? হিন্দু কি কখনও অতিথির অপমান কর্‌তে পারে? এ ত কখনো শুনি নি।

নহর। লখীমপুরের বড় বড়ুয়া—হিন্দু নয়! রাজদর্শন উপলক্ষে আমাদের নিমন্ত্রণ ক'রেছিল। আমরা রাজার জন্য দু'টো শ্বেতহস্তী উপঢৌকন দিয়েছিলেম। সেই সঙ্গে বড় বড়ুয়ার জন্যও দু'টো হাতি নিয়ে গিয়েছিলেম। নিজের জন্য শ্বেত হস্তী না দেখেই তিনি ক্রোধান্ধ হ'লেন; আমাদের নাসা কর্ণচ্ছেদনের আদেশ দিলেন! বিনা অপরাধে আমরা এক রাত্রি কারাগারে থাক্‌তে বাধ্য হ'লেম। সেখানে কত যে যন্ত্রণা পেয়েছি তা' আর কি নিবেদন কর্‌বো।

মোহন্ত। নহর, আমি তোমার দারুণ মনোব্যথার কারণ বুঝ্‌তে পেরেছি। কি কর্‌বে স্থির ক'রেছ?

নহর। কিছুই স্থির করি নাই। আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় আছি। যদি অনুমতি হয় তা' হ'লে সেই নীচ, উদ্ধত, গর্ব্বমত্ত বড় বড়ুয়ার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করি—তার শোণিতে অপমানের প্রতিশোধ নি।

মোহন্ত। বৎস, স্থির হও। শোণিতপাত অত সহজ নয়। তপ্ত রাঙ্গা শোণিত দেখ্‌লে শরীর রোমাঞ্চ হয়—হৃদয় অবশ হয়ে আসে। চির দিনের ধর্ম্মশিক্ষা কি এক দিনে বিসর্জ্জন দিতে চাও? ধৈর্য্য ধর।

রঘু। আমিও ত তাই বলি—আমিও ত তাই বলি।

নহর। গুরুদেব! আপনার কথায় আজ বড়ই মর্ম্মপীড়া পেলেম। বড় আশা করে এসেছিলেম আপনার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ ক'রে, একবার প্রতিহিংসা সাধনে প্রবৃত্ত হ'ব। হায় ঠাকুর! কোন্ মুখে আর বাড়ী ফিরে যাব। সেখানে যখন সকলে ইঙ্গিত ক'রে দেখাবে, 'ওই যে নহর কোড়া—বড় বড়ুয়ার পাদুকা মাথায় বয়ে যাচ্ছে—তখন কি হ'বে ঠাকুর? মাটক-প্রতিনিধি আজ এই প্রথম রাজদর্শনে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিল; সকলে কত আশা ক'রে, আছে, আমরা বোধ হয় মাটক জাতির মুখ উজ্জল ক'রে উচ্চ রাজ-সম্মান শিরে নিয়ে গৃহে ফিরে আস্‌ছি—

মোহন্ত। রাজা কি কোন অসম্মান ক'রেছেন?

নহর। রাজা কৈ প্রভু? রাজদর্শন ত ঘটেই নাই! সে দেব মন্দিরের দ্বার থেকেই ত ঘৃণিত কুক্কুরের মত বিতাড়িত হয়েছি।

রঘু। অপমানের কথা প্রকাশ না কল্লেই হবে। কে জান্‌তে পারে? তখন ত আর কেউ ছিল না।

নহর। ছি ছি! রঘু, মিথ্যা কথা বল্‌তে হবে? দুঃসংবাদ গোপন থাকে না।

মোহন্ত। নহর স্থির হও। ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে আত্মশক্তি বিস্মৃত হ'য়ো না। প্রবলের সঙ্গে বল পরীক্ষায়—

নহর। প্রবল! প্রবল কে গুরুদেব? নিতান্ত দুর্ব্বল! কিন্তু সে বোঝে না যে তার কোন তেজ নাই, সে বোঝে না যে তার কোন শক্তি নাই—শিক্ষা নাই, সে বোঝে না যে তার মত দুর্ব্বল অসহায় আর কেহ নাই। যে প্রবল রাজশক্তি তাকে সুদৃঢ় বাহু বেষ্টনে বেঁধে রেখেছে, সে জানে না যে মাটকের উন্মুক্ত শাণিত কৃপাণ-মুখে সে বন্ধন ও লূতাতন্তুর মত, মুহূর্ত্তে ছিন্ন হ'তে পারে। গুরুদেব! অন্ধকে আলোক দেখাবার জন্য, অজ্ঞানকে জ্ঞান দেবার জন্য, দাম্ভিকের দম্ভচূর্ণ করার জন্য আজ শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজন—

(শঙ্করের প্রবেশ।)

শঙ্কর। ঠিক ভাই, ঠিক। মাটকজাতির কলঙ্ক দূর করার জন্য আজ অস্ত্র ধারণ প্রয়োজন।

[গুরুদেবকে প্রণাম করণ।]

মোহন্ত। দীর্ঘজীবি হও বৎস!

নহর। শঙ্কর—শঙ্কর! শুনেছ ভাই! আমার অপমান-কাহিনী, আমি না আস্‌তেই তোমাদের কাছে এসে আত্মনিবেদন করেছে? রঘু, শোন।

শঙ্কর। শুধু তোমার অপমান নয় ভাই। তোমার—আমার—সমস্ত মাটকজাতির অপমান। মাটক সৈন্যগণ—মাটক যোদ্ধাগণ আজ শুধু তোমার প্রতীক্ষায় আছে। ইঙ্গিত

কর, তা হ'লেই তারা অপমানের প্রতিবিধানে প্রাণপাত করবে।

নহর। আজ আমি ধন্য হলেম। স্বজাতির অনুগ্রহ যার শিরে এমনি করে অযাচিত পুষ্পবৃষ্টি করে, তার তুল্য সুখী কে? গুরুদেব অনুমতি করুন—

মোহন্ত। তোমরা সাধু বৈষ্ণব—সেই ধর্ম্মের অবতার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবক তোমরা। আমি তোমাদেরই পুণ্যছত্রের মোহন্ত—ভক্ত দাসানুদাস আমি। বৎসগণ, হিংসা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নয়—রক্ত বৈষ্ণবের জন্য নয়। বৈষ্ণবের মহা অস্ত্র প্রেম—মুক্ত প্রেম—বিশ্ব প্রেম। প্রেমে জয়ী হও—হিংসায় নিম্নগামী হ'য়ো না।

রঘু। আমি ত তাই নহরকে বলছিলেম—থাক্, বিবাদ বিসম্বাদে কাজ নাই। একবারেই যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর না হয় না গেলেই হবে।

শঙ্কর। কিসের শিক্ষা রঘু? আমাদের কি ত্রুটি ছিল যে আজ তারি শিক্ষা হ'লো। রাজার আহ্বান ঈশ্বরের আহ্বান তুল্য। মৃত্যুশয্যায় থাক্‌লেও রাজ-আহ্বান শুন্‌লে উঠ্‌তে হবে।

মোহন্ত। নহর, তুমি নিরুত্তর কেন?

নহর। কি আর নিবেদন করবো গুরুদেব! প্রতি পলে পলে যার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, প্রতি পত্র-মর্ম্মরে যাকে অপমানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, সে আর কি নিবেদন করবে ঠাকুর?

শঙ্কর। প্রভু স্মরণ করে দেখুন, যখন চুটিয়া—রাজবংশের সঙ্গে

আহমজাতির সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল—তখন আমরাই কি না করেছি? আবার সেই অসি চয় ধারণ করতে আদেশ করুন। যে অসি এক দিন আহমের জন্য চুটিয়ার কণ্ঠে আঘাত করেছিল, আজ সে একবার আহম-শোণিত পান করুক।

মোহন্ত। শঙ্কর, পাপ কথা মনে স্থান দিও না। আচ্ছা আমিও আজ চিন্তা করে দেখি। ব্রহ্মপুত্র স্নানের আর বিলম্ব নাই। সেই দিন তোমাদের সঙ্গে পরামর্শ হবে। প্রতিশ্রুত হও, তার আগে আর কিছু করবে না।

নহর। তবে তাই হোক্। ব্রহ্মপুত্র স্নান পর্য্যন্ত বড় বড়ুয়াকে জীবন ভিক্ষা দিলেম।

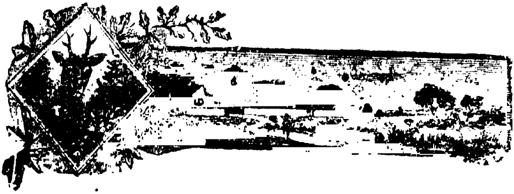
শঙ্কর। তাই হোক্ তবে। আদেশ করুন, আমরা বিদায় হই।

মোহন্ত। এস বৎস।

[নহর ও শঙ্করের প্রস্থান।]

(স্বগত) দয়াময় হরি! সোনার লখীমপুরে একি বিষম বিপ্লবের তরঙ্গ এসে উপস্থিত হয়েছে! নাম গান করি ব'লে তোমার মহিমা প্রচার করি ব'লে কত অত্যাচার উপস্থিত হয়েছে! দয়াময়, এ দুর্দ্দিন দূর কর—ভক্তদের প্রতি ফিরে চাও হরি। রাজ্য মধ্যে শান্তি আন—তোমার পুণ্য নামের অমৃত ধারায় লখীমপুরের বেদনা দূর হোক্।

[প্রস্থান।]



ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাজসভা।

রাজা, সেনাপতি, বড় বড়ুয়া ও ফুকন।

রাজা। বড় বড়ুয়া, অনেক দিন তোমাকে দেখিনি। রাজ্যের কুশল ত?

বড়ুয়া। মহারাজ লক্ষ্মী সিংহ যে রাজ্যের অধীশ্বর, আর এমন সমরকুশল অকুতোভয় সেনাপতি যাঁর, সে রাজ্যের কি আর কোন অকুশল হতে পারে?

রাজা। না না, তা নয়। তোমার মত মন্ত্রী যে রাজ্যের সে রাজ্য, চির রামরাজ্য।

বড়ুয়া। আমার উপর মহারাজের বড়ই অনুগ্রহ বলে একথা বল্লেন।

রাজা। নগর-রক্ষক।

ফুকন। মহারাজ!

রাজা। নাগরিকেরা বেশ সুখে আছে ত? চোর ডাকাতের উপদ্রব নাই?

ফুকন। না প্রভু। চুরি জনশ্রুতির মত কখনো কখনো শুনা যায় বটে, আর ডাকাতি—সেত জনশ্রুতি হতেও লুপ্ত হয়ে গেছে।

রাজা। শুনে সন্তুষ্ট হলেম। তোমাদের উপর রাজ্যের সকল ভার দিয়ে আমি বেশ নিশ্চিন্তই আছি।

ফুকন। বড় বড়ুয়া ম'শায় যতদিন আছেন ততদিন মহারাজ শুধু মৃগয়া নিয়ে থাক্‌লেও রাজ্যে বিশৃঙ্খলা হবে না।

রাজা। তা'ত বটেই, আমিও তাই জানি। রাজ্য যে প্রধান অমাত্যের সঙ্গে শোণিতের সম্বন্ধ দিয়ে বাঁধা। নগর রক্ষক?

ফুকন। প্রভু?

রাজা। অনেক দিন মৃগয়া হয় নাই; সমস্ত আয়োজন করগে।

ফুকন। যে আদেশ মহারাজ! (জনান্তিকে) উঃ রাজসিংহাসন কি উজ্জ্বল!

[প্রস্থান।]

রাজা। সেনাপতি, কিছুদিন পূর্ব্বে শুনেছিলেম, দাফ্লা পর্ব্বত-শ্রেণীর আশ্রয়ে কতকগুলো পাঠান আসাম জয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

সেনাপতি। কল্পনায় আসামবিজয়ে যে সুখ, এবারকার মত তারা শুধু তাই নিয়েই ফিরে গেছে।

রাজা। (হাসিয়া) তাই নাকি! কৈ এ সংবাদ ত দাও নি?

সেনাপতি। মহারাজ, এ অতি সামান্য কথা। তেমন একটা যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে, অবশ্যই মহারাজের কাছে নিবেদন কত্তেম।

বড় বড়ুয়া। তা ত বটেই—তা ত বটেই।

রাজা। যুদ্ধ বিগ্রহ আমার তত ভাল লাগে না। নিরীহ প্রজা—কত কষ্টে দুই বেলা উদরান্নের যোগাড় ক'রে কোন মতে রাজ কর যোগায়—একটা সমর-বিপ্লব উপস্থিত হ'লে তাদের যে কি কষ্ট হয়, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে আমরা সে কথা ভাবি না।

সেনাপতি। মহারাজ! যুদ্ধত প্রজাদেরই গৌরবের জন্য; আর যুদ্ধের সময় কষ্টও অবশ্যম্ভাবী। তাই বলে কি আর ক্ষান্ত থাকা যায়?

রাজা। নিতান্ত আবশ্যক হ'লে আমি যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে বলি না। তবে অকারণ গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ চিতা-ধূমে আচ্ছন্ন করার প্রয়োজন কি? যারা শান্তিপ্রিয়,সুধীর—রাজসিংহাসনের সর্ব্বদা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, বিনাদোষে তাদের গৃহহীন, আশ্রয়হীন, অন্নহীন ক'রে কি হবে? বৃথা তাদের কাননে, কান্তারে, শৈলে, প্রান্তরে বিতাড়িত করেই বা লাভ কি? তাদের তপ্ত নিশ্বাসত রাজসিংহাসনেই লাগে।

সেনাপতি। মহারাজের হৃদয় অতি কোমল, তাই একথা বল্লেন। অপরাধ মার্জ্জনা করবেন,—যোদ্ধারা এমন বিবেচনা করে না। উলঙ্গ কৃপাণ করে শত্রুর পশ্চাৎ ছুটে যেতে যে কি আনন্দ, কি উল্লাস যোদ্ধাই তা' জানে।

রাজা। মন্ত্রি, মিস্‌মিরা নিতান্ত দুর্ব্বল, তাদের উপর গোলাগুলি চালিয়ে খানকতক পর্ণকুটীর ভস্ম করলে কি রাজপ্রতাপ আরও প্রবল হবে?

বড় মা। মহারাজ, তা না হ'লে রাজ্যের বড়ই অনিষ্ট হবে

বলে বোধ হয়। সে দিকে অধিকার বিস্তার কর্‌তে পাল্লে, আর পাঁচ দিকে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব।

রাজা। তুমি যখন বল্‌ছ, তখন তা' হয়ত হ'তে পারে। আমি বলি যা' আছে, তাই রক্ষা কর, জলদস্যুর ভয় দূর কর—প্রজার ক্ষেত্র উর্ব্বর করে দাও—অকাতরে জলদান কর—বপন করার বীজ দাও। বাণিজ্যইত রাজ্যের কল্যাণ। বাণিজ্য তখন নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেবে।

বড়ুয়া। দস্যুভয়ত এক রকম দূরই হয়েছে—তবে—

রাজা। তবে কি?

বড়ুয়া। কয়েকজন মাটক একটু কেমন কেমন কর্‌ছে ব'লে বোধ হয়।

সেনাপতি। কি? বিদ্রোহ?

রাজা। বিদ্রোহ?

বড়ুয়া। আজ্ঞা হাঁ, একরকম বিদ্রোহ বই কি? আমাকে অপমান করা, তাচ্ছিল্য করা, আমার শাসন না মানা, এসবও যা' রাজসিংহাসনের অবজ্ঞাও কি তাই নয়?

রাজা। একই বই কি? কিন্তু মাটকরাত আমাদের বরাবর প্রবল সহায় স্বরূপ ছিল? আজ তারা এমন করে কেন?

বড়ুয়া। কি জানি? বোধ হয় চুটিয়া-বংশকে আবার সিংহাসনে বসাতে চায়!

সেনাপতি। মন্ত্রীমশায় তবে যুদ্ধঘোষণা করুন। বিদ্রোহ শৈশবেই ধ্বংস করা উচিত।

রাজা। সেনাপতি, বিদ্রোহের নামেই কি যুদ্ধঘোষণা করা উচিত? আমার জন্য যে জাতি একদিন প্রাণ পর্য্যন্ত

দিয়েছে,সে জাতি আমারই শির লক্ষ্য ক'রে আজ বিদ্রোহের খড়্গ কেন তুল্‌ছে তার বিশেষ অনুসন্ধান করা কি প্রয়োজন নয়?

সেনাপতি। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা। আমার বোধ হয় অস্ত্র চালনায় বিদ্রোহ মরে না। অল্পকালের জন্য হয়ত হীনবল হ'তে পারে। স্নেহেই বিদ্রোহ বশীভূত হয়। দুষ্ট সন্তান জননীর স্নেহবাক্যে বশীভূত হ'য়ে থাকে—তাড়নায় নয়। স্নেহ মমতার চেয়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্র আর কিছু আছে কি?

বড়ুয়া। [হাসিয়া] মহারাজ, কাব্যে, পুরাণে সে সব কথা শোনা যায় বটে। সত্য বিদ্রোহ কি ভালবাসায় মরে?

রাজা। মরে বই কি? একবার অস্ত্র ছেড়ে স্নেহ দিয়ে দেখ দেখি—প্রজার বিদ্রোহ কয় দিন থাকে। চাঁদের আলো মেখে আকাশের কালো মেঘ হাসে, দেখনি কি? বিক্ষুব্ধ সলিলরাশি স্নেহস্পর্শে শান্ত হয়, শোননি কি? রক্তরাঙ্গা ক্রোধ চোখের জলে ধুয়ে যেতে কি কখনো দেখনি? ক্ষুদ্র মান অভিমান, মিথ্যা ক্ষমতাদর্প, হীন লোভ নিয়ে মিছে রক্তপাত ভাল নয়।

বড়ুয়া। আপনার যেমন আদেশ তাই হবে। আমরাত কেবল সিংহাসনের দিকে চেয়েই আপন কর্ত্তব্য পালন করে থাকি—সে-ই আমাদের ধর্ম্ম—সে-ই আমাদের জীবনের একমাত্র পুণ্যব্রত।

রাজা। মন্ত্রি! তা কি আমি জানিনে। জানি বলেই ত রাজ্য তোমাদের হাতে সঁপে দিয়েছি। আমার কথায়

অসন্তুষ্ট হ'য়োনা মন্ত্রি। তোমারা সুদক্ষ বিশ্বাসী রাজ-অমাত্য, যা ভাল বুঝবে তাই কর্‌বে। আমিও তোমাদের মত সিংহাসনের দাস—তাই আমার নিজ অভিমত শুধু ব্যক্ত কর্‌লেম। চল সেনাপতি, অস্ত্রাগারে যাই—মৃগয়ার জন্য বেছে বেছে অস্ত্র নিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

বড়ুয়া। [চতুর্দ্দিক দেখিয়া] যত দিন অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় ততদিন যেমন করেই হোক রাজার বিশ্বাস অটুট রাখ্‌তে হবে। স্নেহেই সব হয় বটে! স্নেহেই যদি সব হবে, তবে এত অস্ত্র শস্ত্র কেন? সৈন্য সামন্ত, পাইক সেনাপতি কেন? করুণায় কি কাজ হয়? শাস্ত্রেই বলেছেন—"মূর্খস্য-লাঠৌষধঃ" অর্থাৎ কি না, মূর্খ যে প্রজা, দিনরাত ঘ্যানর ঘ্যানর কোরে মাথা ধরিয়ে দেয়, তাদের পক্ষে লাঠির মত কি আর ব্যবস্থা আছে? রাজারাজড়ার এসব কথায় কাজ কি? তা'হলে আর আমরা আছি কেন?

[বেগে ফুকনের প্রবেশ]

কিহে ফুকন! ব্যাপার কি?

ফুকন। অ্যাঁ, এই যে আপনি। সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে!

বড়ুয়া। বল কি? কি হয়েছে?

ফুকন। রামনাথ বড়ুয়া এই দিকে আস্‌ছে।

বড়ুয়া। আমার আদেশ পালন করেছ?

ফুকন। তা, আর করি নি! যেমন বলেছেন তার একটা চোখ তুলে নিতে, অমনি তার দুই চোখই তুলে নিয়েছি।

বড়ুয়া। (হাসিয়া) দুটোই নিয়েছ ?

ফুকন। একটা আর মিছে রেখে কি কর্‌বো ?

বড়ুয়া। বেশ করেছ। বড়ুয়ার স্ত্রী—

ফুকন। একেবারে গদাই হাড়ির বাড়ীতে দাখিল—গদাই ত মহা খুসি।

বড়ুয়া। ছেলে টা! ছেলে টা—সেই বিজ্‌নে ?

ফুকন। তার একটা চোখই উপ্‌ড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু সে ব্যাটা তখনই আর একটা চোখও উল্‌টালো।

বড়ুয়া। তা যাক্ গে। ব্যাটা ভারি বেয়াদব পাজি ছিল। আসলের চেয়ে সুদের জ্বালা আরও বেশী। বড়ুয়াকে কিছু-তেই এদিকে আস্‌তে দিওনা! হাত পা বেঁধে বনে ফেলে এস—বাঘ ভালুকে খেয়ে ফেল্‌বে। যাও—যাও—চল, আমিও যাচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(রক্তাক্ত দেহে অন্ধ রামনাথ বড়ুয়ার প্রবেশ।)

রামনাথ। মহারাজ—এতদিনের রাজসেবার কি এই পুরস্কার ? বিনিদ্র নয়নে দিবানিশি যে তোমার সিংহাসন পাহারা দিয়েছে, তাই কি আজ তাকে জন্মের মত অন্ধ ক'রে দিলে পিতা হ'য়ে পুত্র হত্যা কর্‌লে ? আমার স্ত্রী—উঃ বুক ফেটে যায়—পিতা তুমি, তোমার দুহিতাকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে তার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লে! মহারাজ! আশ্রিতের পিতা——

(বেগে ফুকন ও বড় বড়ুয়ার পুনঃ প্রবেশ।)

বড়ুয়া। এই যে—এই যে—বাঁধ বাঁধ—ফুকন বাঁধ—

রামনাথ। ফুকন, বেঁধ না—মেরে ফেল—একদিন ত তোমার উপকার করেছি, তার শোধ নাও।

(ফুকনের নীরবে অবস্থান।)

বড়ুয়া। কি কর ফুকন? বিদ্রোহীকে বেঁধে ফেল—তুমি রাজভক্ত নও?

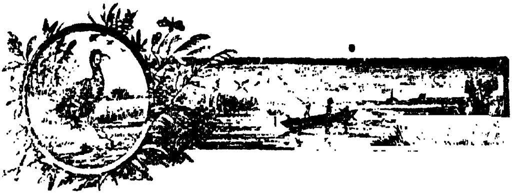
ফুকন। (জনান্তিকে) উঃ সিংহাসন—রাজসিংহাসন!

(বন্ধন।)

রামনাথ। মহারাজ—বিদায় হই—তোমার সিংহাসন অক্ষয় হোক্।

বড়ুয়া। মহারাজ! কে তোর মহারাজ? এখন বন্ধু মিসমি সর্দ্দার কৈ? নিয়ে যাও ফুকন।

(প্রস্থান।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

(ঝটিকা ইত্যাদি।)

(রাজার প্রবেশ—বিদ্যুৎ।)

রাজা। এ যে গহন বন দেখ্‌ছি—এ কোথায় এসে পড়্‌লেম। লোক জনেরাই বা সব গেল কোথায়। সেনাপতি—সেনাপতি! (বিদ্যুৎ) মুহুর্মুহু! যেমন বিদ্যুৎ নেচে বেড়াচ্ছে, এখনই বোধ হয় কোথাও বজ্রপতন হবে। শিকারের অনুসরণ ক'রে এতদূর আসাটা ভাল হয় নি। কোথায় যাই? কেও?

(ময়নার প্রবেশ।)

ময়না। আহা! এইখানে তুমি? একলা কি অন্ধকারে এত-দূর আস্‌তে আছে? আমি তোমাকে কত খুঁজ্‌ছিলেম। এস, আমার হাত ধর।

(তথা করিতে অগ্রসর হইয়া) ওমা! কে তুমি?

রাজা। আমি বড় বিপন্ন হ'য়েছি; মৃগয়ায় এসে পথ ভুলে গেছি। এই দুর্য্যোগে আর কোথায় যাব? একটু আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ময়না। তা অত তোমার ভাবনা কেন? কাছেই ওই যে গাছ টা দেখ্‌ছো—এখনি ওর একটা বড় ডাল ভেঙ্গে প'ড়েছে—ওইখানে আমাদের ঘর। তোমরা অমন ক'রে বনের হরিণ মার কেন? আমাদের বাড়ীর উপর এলে আমি তাদের কত খেতে দি'।

রাজা। মা, তুমি কে?

ময়না। আমি ময়না।

রাজা। ময়না! ময়না কে?

ময়না। ময়না আবার কে! (হাসিয়া) আমিই ময়না। এই খানেই থাকি। আমাদের, একপাল ভেড়া আছে তাই চরাই। তুমি একটু দাঁড়াও; এই দিকে আমি একজনকে খুঁজ্‌তে যাচ্ছি। সে অন্ধ, কিছু দেখ্‌তে পায় না। একা যেন কোথায় চ'লে গেছে। রমাও তাকে দেখ্‌তে বেরিয়েছে।

রাজা। মা, তুমি একা যাবে? চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এ বনে বাঘ ভালুক আছে।

ময়না। (হাসিয়া) বাঘ ভালুক! আমি বনে বনেই অমন কত বেড়াই। তাদের কিছু না বল্লে তারা কারো মন্দ করে না।

(সেনাপতি ও একজন সৈনিকের প্রবেশ।)

সেনাপতি ও সৈনিক। মহারাজের জয় হোক্।

ময়না। (সবিস্ময়ে) ম-হা-রা-জ!

সেনাপতি। মহারাজ, আপনার অনুসন্ধানে সর্ব্বস্থানে লোক পাঠিয়ে আমরা নিতান্ত হতাশ হ'য়েছিলেম। অন্ধকারে এই ভীষণ দুর্য্যোগে যে ভগবান আপনার প্রাণ রক্ষা করেছেন সে জন্য তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ।

রাজা। সেনাপতি! তোমাদের বড় কষ্টই হয়েছে।

সেনাপতি। আজ্ঞা না, কিছুই না। আপনি শিবিরে চলুন; আপনার জন্য সকলেই বড় উদ্বিগ্ন হয়েছে। (ময়নার প্রতি) কে তুমি বালিকা? এ সময় মহারাজের কাছে কি প্রার্থনা কর? সময়ান্তরে রাজপুরে যেও।

ময়না। আমি ময়না। আমি ত কিছুই চাই নি। তুমিই কি আমাদের মহারাজা! তোমার জন্যই কি রমা সুবন্সিরিতে সোণা কুড়ুতে যেত?

রাজা। আমিই মা লখীমপুরের রাজা।

ময়না। তুমি! তুমিই রাজা? রাজা, তোমার প্রাণে কি দয়া মমতা নাই! এক জনের চোখ উপ্‌ড়ে তুলে নিয়ে, তোমরা বুঝি সিংহাসনে বসে হাস? আমি বাবার কাছে কত রাজার কথা শুনেছি—এমন ত কখনও শুনি নি।

রাজা। মা, তুমি কি বোল্‌ছ? আমিত কিছুই জানিনে।

ময়না। তুমি রাজা! জান না? সে কি? ছি ছি! মিছে কথা বলো না।

সেনাপতি। বালিকা সাবধান!

ময়না। কে তুমি? তুমিও বুঝি রাজা?

রাজা। সেনাপতি চুপ কর। আচ্ছা, তোমরা শিবিরেই ফিরে যাও! কিছুক্ষণ পর এইখানে আমার সন্ধান ক'রো।

(সেনাপতি ও সৈনিকের প্রস্থান।)

রাজা। ময়না, কার চোখ্ আমি তুলে নিয়েছি?

ময়না। কেন! সে যে ব'লেছে আজন্মকাল তোমারই সে কাজ করতো।

রাজা। সে কি অপরাধ করেছিল ময়না?

ময়না। অপরাধ? কিছুই না। হাতিতে চ'ড়ে নাকি তোমার সম্মুখে গিয়েছিল। এরি জন্য কি এক জনকে একেবারে অন্ধ ক'রে দিতে হয়? তার স্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে হয়?

রাজা। হা ভগবান্ এ আবার কি! আমি ত কিছুই জানিনে। ময়না, তার নাম কি?

ময়না। নামটা আমার মনে হচ্ছে না। আহা তার কষ্ট দেখে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে কত কেঁদেছি। তুমি যদি সত্য রাজা হও, তাহ'লে তাকে দেখে তুমিও কাঁদবে। তার একটী ছেলে ছিল। তারও নাকি চোখ্ তুলে নিয়ে তাকে মেরে ফেলেছে। পিতার অপরাধে পুত্রের প্রাণবধ— পত্নীর ধর্ম্মনাশ!

রাজা। কে করেছে ময়না? আমি নিশ্চয়ই তার শাস্তি দেবো।

ময়না। তুমিই নাকি বলেছিলে, তাই তারা মেরে ফেলেছে।

ওই ফুকনের কথায় তুমি মুঙ্গলুকে জাঁতা কলে পিষে মেরেছ! মুঙ্গলু যে তোমার জন্য কত লড়াই করেছিল—সে যে তোমারই এক জন পা'ক ছিল।

রাজা। মুঙ্গলু--মুঙ্গলু কে?

ময়না। আমাদের সর্ব্বেশ্বর দাদার বেটা। আহা! বুড়ো তার পর আর তিন দিনও বাঁচ্‌লো না।

রাজা। [স্বগত] হত্যা! অত্যাচার! আমার দোহাই দিয়ে—সিংহাসনের দোহাই দিয়ে—রাজমুকুটের নামে হত্যা! অবিচার! অত্যাচার! একি পাপ! ময়না, চল সেই অন্ধকে খুঁজে আনি।

ময়না। আর ত তাকে মার্‌বে না? তোমার হাতে যে অস্ত্র দেখ্‌ছি। তাকে বাঘে খেয়ে ফেল্‌বে বলে, এই বনের মধ্যে হাত পা বেঁধে ফেলে গিয়েছিল। রমা-ই তাকে সে দিন কাঁধে ক'রে আমাদের বাড়ীতে এনেছিল—সে তখন মরার মতন অজ্ঞান! তোমরা রাজা, সে অন্ধকে বাঘে খায়নি বলে তাকে ত আজ আর মেরে ফেল্‌বে না?

রাজা। রাজা! হায় বিধি, একি শুধু রাজত্বের মিথ্যা ভাণ নয়? বালিকা, তুমি দেবী না মানবী? না ময়না, আমি তাকে মার্‌বো কেন? এই ত্থাখ, আমার অস্ত্র ফেলে দিলেম। চল———

[অস্ত্র ত্যাগ।]

[রমার প্রবেশ।]

রমা। ময়না!

ময়না। রমা, সে কৈ? এই ত্থাখ রমা, তোদের রাজা।

রমা। রাজা! (পদতলে বসিয়া) মহারাজ! বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ময়না আপনাকে চেনে না তাই——

রাজা। ওঠ—ওঠ রমা, তোমার কোন আশঙ্কা নাই। ময়না আমার মা।

ময়না। না না। আমি রাজার মা হ'ব না রমা, সে কৈ?

রাজা। তুমি রাজার মা হবে না? তবে আর আমি রাজা নই। [মুকুট ত্যাগ ও রমা কর্ত্তৃক কুড়াইয়া লওন।] রমা যার অনুসন্ধানে গিয়েছিলে তাকে কি পেয়েছ?

রমা। পেয়েছি মহারাজ! সে ম'রে গেছে। অন্ধকারে একটা পাহাড়ের কোলে থেকে পড়ে, মরে গেছে—তার সকল জ্বালা জুড়িয়েছে।

ময়না। রাজা—রাজা—সে মরে গেছে! চল্ রমা, চল্—[রোদন।]

রমা। কাঁদিস্‌নে ময়না—রাজার কাছে কাঁদ্‌তে নাই; প্রাণে যদি তোর খুব ব্যথাও থাকে, তবুও রাজার কাছে হাস্‌তে হয়। কাঁদিস্‌নে ময়না———

রাজা। ময়না, আর আমি রাজা নই মা। চল রমা, দেখে আসি, কোন্ হতভাগ্য সিংহাসনের ছায়াস্পর্শে অকালে আত্মবলি দিয়েছে। ছি! ছি! রাজার নামে হত্যা!

রমা। আয় ময়না—আয়।

[সকলের প্রস্থান]।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

[দগ্ধ গৃহের সম্মুখ।]

নহর কোড়া ও রঘু।

নহর। আর ত সহ্য হয় না ভাই। বিনা অপরাধে অপমান, তার উপর আবার সর্ব্বস্বান্ত! রাত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সব—এমন কি ঠাকুর পর্য্যন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে! আমি আজই গুরুদেবের কাছে যাব—আর ত সহ্য হয় না ভাই।

[শঙ্করের প্রবেশ]।

শঙ্কর। কি হে রঘু যে? কখন্ এলে? দ্যাখ—দ্যাখ বড়্মার কীর্ত্তি দ্যাখ।

রঘু। কে পুড়িয়ে দিয়েছে তা' তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? তুমি কি স্বচক্ষে দেখেছ?

শঙ্কর। রঘু, সব জিনিসই আপনার চোখে দেখ্‌তে হয় না। নহর কোড়ার গৃহ দাহ ক'রে আনন্দ পাবে, এমন মাটক ত এ প্রদেশে নাই?

নহর। ঠিক বলেছ শঙ্কর! এ কি আর দেখ্‌তে হয়—ওই বড় বড়ুয়ার লোক ভিন্ন এমন কাজ আর কা'রো সম্ভবে না। আমার সঙ্গে ত কা'রো শত্রুতা নাই রঘু। অন্যে কেন আমার এমন ক'রে সর্ব্বনাশ কর্ব্বে? আর শুধু কি আমার? গ্রামের কত লোকের সেই আগুনে সব পুড়ে গেছে; প্রজ্জ্বলিত পতিত গৃহতলে দু'টী রমণী, তিনটী শিশু প্রাণ দিয়েছে! রঘু, তাদের সঙ্গে কার শত্রুতা ছিল ভাই? হিন্দুর গৃহ-দেবতা, হিন্দু দগ্ধ করেছে—এর চেয়ে আর কি পাপ আছে রঘু?

শঙ্কর। নহর, আর সহ্য করা যেতে পারে না। তুমি মন স্থির কর—মাটক মাটকের রক্ষার জন্য অস্ত্র ধর্‌বে। হিন্দোলার মাঠে দেখ্‌বে চল—তিনশ' সশস্ত্র মাটক এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা শুধু তোমার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

নহর। শঙ্কর! যার দুঃখে তার স্বজাতির নয়নে জল আসে, তার মত ভাগ্যবান আর কয় জন আছে? তুমি যাও ভাই, আমার হয়ে মাটক যোদ্ধাদের বলগে—কাল প্রভাতে আমরা গুরুদেবের চরণ দর্শনে যাত্রা কর্‌বো।

শঙ্কর। তবে তাই হোক্।

[শঙ্করের প্রস্থান।]

রঘু। আচ্ছা নহর! বড় বড়ুয়া হলেন অত বড় একটা লোক—অমন বিচক্ষণ; আর তিনিই কিনা তিন প্রহর রাত্রে তোমার ঘরে আগুন দিতে এলেন! পাগলের মত কথা ব'লো না নহর!

নহর। অত বড় লোক! হীন স্বার্থের লোভে পরের পাদুকা

বয়ে যার মাথার কেশ শুক্ল হয়ে উঠেছে, সে আবার অত বড় লোক। হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব, দম্ভ যার অঙ্গের ভূষণ, সে আবার অত বড় লোক! সে কি না করছে রঘু? আহা, ছোট বড়ুয়া মশায়—অমন সদাশিব সাধুপুরুষ—তাঁকে ধনে মানে প্রাণে মেরেছে! রাক্ষসেও যে অমন পারে না—মানুষ ত দূরের কথা!

রঘু। জান না, শোন না, একটা কথা ব'লে ফেল্লেই হ'ল! রাজার আদেশ ত আর কেউ অমান্য করতে পারে না, বড় বড়ুয়া কি করবেন? আমি যে সে দিনও গৌহাটিতে সব শুনে এলেম।

নহর। কি বল্লে? মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের আদেশ!

রঘু। তা' নয়ত কি? কে আর একথা না জানে? দেশের সকল লোকেই তাই বলছে।

নহর। রাজার আদেশ! তবে ত চমৎকার—জলজ্যাট্! একে হনুমান তায় আবার শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ! আমার কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মহারাজ লক্ষ্মী সিংহ রাজ্যের শত্রু ন'ন—রাজ্যের বন্ধু, মিত্র। তিনি প্রজার সংহারক ন'ন—প্রজার রক্ষক তিনি—প্রজার পিতা তিনি।

রঘু। কি আপদ! আমি নিজে শুনে এলেম, আর তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

নহর। তুমি শুনতে পার—কিন্তু মিথ্যা কথা শুনেছ। দুষ্ট লোকে রাজার কলঙ্ক করেছে।

রঘু। কি জানি ভাই! কার এমন সাহস তাও বলতে

পারিনে। ওই ত্যাখ, ওরা আবার কে আসে ভাই?
(রঘুর চাঞ্চল্য)।

নহর। কৈ?

রঘু। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) ওই ত্যাখ। (রঘুরবিষম চাঞ্চল্য)।

নহর। তার জন্য আর অত ভয় কি? তুমি মাটক নও? যুদ্ধ করতে শেখনি?

রঘু। (ক্রন্দনের সুরে) তা' ত শিখেছি কিন্তু—এলো যে এলো যে নহর!

[ফুকন ও দুই জন সৈনিকের প্রবেশ।

নহর। কি শকুন মামা! আবার এসেছ! ঠাকুর দগ্ধ ক'রে ঘর জ্বালিয়ে, রমণী হত্যা—শিশু হত্যা ক'রে—পুত্র পরিবার সকলকে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে—আমাদের সুখের সসংসার শ্মশান ক'রেও তোমার তৃপ্তি হয় নি? আবার কি মনে করে?

রঘু। (নহরের বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ) নহর! ও নহর! নহর!

ফুকন। আমি নগর-রক্ষক! আর আমার সঙ্গে এমনি ব্যবহার!

নহর। নগর রক্ষক! তুমি পিশাচের নগর রক্ষক! যাও—যাও বলছি! আমার সম্মুখ থেকে দূর হও!

রঘু। নহর! নহর! কি কর! কি কর!

নহর। আঃ, থাম রঘু!

ফুকন। [সৈন্যদ্বয়ের প্রতি] তোরা দেখ্‌ছিস কি? বেঁধে ফ্যাল্—বেঁধে ফ্যাল্। এ দু'ব্যাটাই বিদ্রোহী। রাজার অপমান! রাজার অপমান! বিদ্রোহ ক'রে গ্রাম জ্বালিয়ে

দিয়েছ, মনে নাই? এই দ্যাখ বড় বড়ুয়া মশায়ের আদেশ।

[আদেশ পত্র প্রদর্শন।]

রঘু। নগররক্ষক ম'শায়! আমরা যদি বিদ্রোহী হইব তবে বিদ্রোহ ক'রে নিজেদের ঘরে আগুণ দেব কেন?

ফুকন। ওই ত সেয়ানা বিদ্রোহীর কাজ! ধর্ ধর্ এই ব্যাটা-কেই আগে ধর—এই ব্যাটাই ধাড়ী বিদ্রোহী! ওঃ ব্যাটা আবার তর্ক করে।

[সৈন্যগণের অগ্রসর হওন এবং নহর কর্ত্তৃক ভল্ল উত্তোলন।]

সৈন্যগণ। ও বাবা! এ আবার কে রে? মাল্লেরে—মাল্লেরে—

[পলায়ন]

নহর। দ্যাখ শকুন মামা, এখনও বোল্‌ছি, যদি ভাল চাও তবে দূর হ'য়ে যাও। তোমার মত পাষণ্ডের মুখ দেখ্‌লেও পাপ; তোমার মত লোকের স্পর্শ সারমেয় স্পর্শ তুল্য। যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে দূর হও। তোমার বড় বড়ুয়াকে ব'লো, তাঁর যদি সাহস থাকে, শক্তি থাকে তবে যেন তিনি আমাকে বিদ্রোহী ব'লে ধর্‌তে আসেন।

ফুকন। কি! বড় বড়ুয়া আস্‌বেন, আর আমি বুঝি কেউ নই? এখনও বল্‌ছি সাবধান। যদি কিছু ভেট এনে দিতে পারিস্, তবেই ছেড়ে যাব। আর তা' নইলে আবার সেই কারাগার! বিদ্রোহের শাস্তি বুঝি জাননা? তোমার সম্মুখে তোমার ছেলেকে বধ কর্‌বো—বধ ক'রে তারি শোণিত—রাঙ্গা যকৃৎ ছিঁড়ে নিয়ে তোমাকে খাওয়াবো।

রাজার সঙ্গে শত্রুতা—সিংহাসনের সঙ্গে দস্তু বিশ্বাসঘাতক! বিদ্রোহী!

নহর। রাজার সঙ্গে আমার শত্রুতা নাই। রাজার সঙ্গে কা'রো শত্রুতা থাকে না। আমি বিশ্বাসঘাতক, না তুমি বিশ্বাসঘাতক? এখনই না আমার কাছে ভেট চাইলে! ভেট দিলে ছেড়ে যাবে বল্লে? সেটা কি? সে ভেট কি উৎকোচ নয়? তুমি না রাজার নগরপাল, কেহ উৎকোচ গ্রহণ কর্‌লে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারাগারে রাখ?

রঘু। নহর—নহর—তা দাওনা কিছু দাওনা—

নহর। [রঘুকে গলা ধাকা দিয়া] যাও—যাও—ভীরু—কাপুরুষ!

রঘু। ওরে—বাবারে—[গড়াইতে গড়াইতে রঘুর প্রস্থান]

নহর। মামা, ভেট চাও? আমার এক জোড়া শতছিন্ন পাদুকা আছে, নেবে? নাও, মাথায় তুলে বয়ে নিয়ে যাও—তোমার প্রভুকে দেখিও।

ফুকন। [অসি নিষ্কোষিত করিয়া] কি বলিস্! কি বলিস! রাজসৈন্যগণ এস! এস! কোথায় গেলে তোমরা?

[সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ ও নহর কর্ত্তৃক বন্দুক বাহির করণ]

নহর। মামা—এই শোন কি বলি!

ফুকন। [পলায়নপর হইয়া] কে আছিস্ কে আছিস্ ধর্—ধর্ ধর্‌না—

সৈন্যগণ। ওরে বাবারে—বন্দুকরে—বন্দুকরে—[পলায়ন]

নহর। [ফুকনের গলা ধরিয়া] যাও দূর হও। তুমি যার

দূত, সেই বড়বড়ুয়ার জন্য এই অমৃত রেখেছি। [বন্দুক প্রদর্শন] যাও নরাধম—পশু! তাকে সংবাদ দাওগে।

[ফুকনকে ধাক্কা দেওন।]

ফুকন। বটে! বটে! বটে! [প্রস্থান]

[নহর পাদচারণ নিরত। রঘুর ধীরে ধীরে প্রবেশ]

রঘু। নহর!

[নহর নিরুত্তর]

রঘু। নহর!

নহর। কি বল?

রঘু। কাজটা কি ভাল হ'লো? হাজার হলেও রাজার নগর পাল।

নহর। [রঘুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] হ'তে পারে রাজার নগরপাল—রাজা ত নয়?

রঘু। এখনই সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলে তুমি কি কর্‌বে?

নহর। রাজার বিচার আছে—মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন।

রঘু। ওসব কথা ছেড়ে দাও।

নহর। তবে কি কর্‌তে বল?

রঘু। আমি বলি কোতোয়াল মশায়কে আবার ডেকে আনি। কিছু ভেট দিলেই সব মিটে যাবে।

নহর। রঘু! সাধ ক'রে কেন বার বার নিজের অপমান কর! তোমার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে ভেট দাওগে—ভয় হয়ে থাকে নগরপালের পদধূলি লেহন করগে। আমি মাটক—যা' করেছি, তা' করেছি। গুরুর নিষেধ বলে আজ এই অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করি নাই—নতুবা দেখ্‌তে মিথ্যাবাদী,

উৎকোচগ্রাহী, হিংস্র নগরপালের তপ্ত শোণিতে রাঙ্গা হ'য়ে ফাগুয়া খেল্‌তে যেতেম। মিটে যাবার কথা বল্‌ছো? কি মিটে যাবে রঘু? বুকের মধ্যে যার শ্মশানের আগুণ জ্বল্‌ছে, তার আবার মিট্‌বে কি? তোমার যা' খুসি তাই করগে। আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না। তুমিত অনেক দিন থেকেই ভিরমি গ্রাম ছেড়েছ—তোমার আবার ভয় কি?

রঘু। গ্রাম ছাড়্‌লে কি হয়, রাজার মুলুক ত আর ছাড়্‌তে পারিনি। আমরা গরীব—বড়লোকের সঙ্গে কি আর বিবাদ চলে? আমিই না হয় যাই।

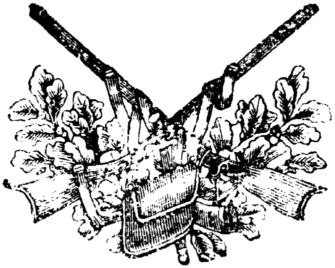
নহর। একবার কেন, একশ'বার যাও। যদি তৃপ্তি না পাও—বাড়ী থেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—তা হ'লে আরও ভাল হবে। বড়লোক বড়লোক থাকুন—আমরা মশা বলে' কি একটা কামড় দিতেও পারবো না? না হয় বড়লোকের এক চপেটাঘাতেই মরে যাব! তা'তে কি? একবার যদি কাম্‌ড়াতে পারি তবে অনেকক্ষণ জ্বল্‌বে!

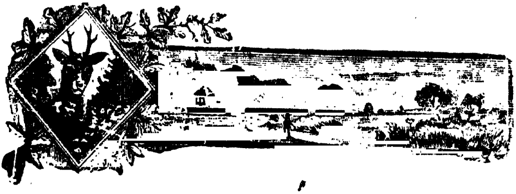
(প্রস্থান।)

রঘু। (চিন্তা করিয়া) নাঃ—কাজটা নিতান্তই ভাল হলো না। আমি বরাবর জানি, নহর বড়ই বেয়াড়া গোঁয়ার! খোঁড়ার পা যে ছাই খাদেই পড়ে, তার করি কি? পাছে কোন গোলযোগে পড়তে হয়—তাই ভিরমিগ্রাম ছেড়ে, পৈতৃক ভদ্রাসন ছেড়ে—সেই কতদূর চলে গেছি! আজ পাওনার কড়িটে আদায় করতে এসে—এ ত দেখ্‌ছি কাজ ভাল

হ'লো না। (চিন্তা করিয়া) নাঃ ফুকন মশায়ের হাতে পায়ে ধরাই স্থির। আরে নহর কোড়াত এক টিপ্‌নির ভর সইবে না! শাস্ত্রেই বলেছে "আত্মানং সততং রক্ষং" তাই বল্‌ছিলেম, কাজটা—ভাল হ'লো না—!

(প্রস্থান।)





তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

[রাজার প্রবেশ।]

রাজা। [স্বগত] একি বিড়ম্বনা! ক্ষুদ্র সিংহাসনে ব'সে—বিপুল সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে অন্ধকারে বাস ক'রে রাজত্বের অভিনয় করা কি বিষম বিড়ম্বনা। সহস্র দরিদ্র প্রজা যার মুখের দিকে সর্ব্বদা চেয়ে থাকে—সহস্র আর্ত্তকণ্ঠে যার নাম প্রতিদিন ধ্বনিত হয়, হায়! তার আপন শক্তি কতটুকু? সরলা বালিকা—রাজত্বের, সিংহাসনের, ক্ষমতাদর্পের, সংসারের কিছুই জানে না যে, সেও বল্লে 'আমি রাজার মা হ'ব না।' সে দেবী না মানবী! দেবী হোক্, মানবী হোক্—সে করুণাময়ী, সে আমার অদৃষ্টলক্ষ্মী—আমার জ্ঞান-চক্ষু সে আজ খুলে দিয়েছে। হায় রাজা! তোমার নামে আজ গৃহে গৃহে শত ধিক্কার উঠ্‌ছে—তোমার নামে আজ এত অত্যাচার! আর তুমি? তার বিন্দুমাত্র প্রতিকারেও অক্ষম! হায় বিড়ম্বনা! কি করি! কেমন ক'রে

আমার পীড়িত সন্তানদের বুঝিয়ে বলি—তোদের যদি আর কেউ না থাকে তবুও আমি আছি।

[রাণীর প্রবেশ।]

রাণী। মহারাজ! আজ তোমাকে এত ম্লান দেখ্‌ছি কেন? রাজ্যের কি কোন অমঙ্গল ঘটেছে? তুমি অন্তঃপুরে যতক্ষণ থাক, ততক্ষণ সিংহাসন বাহিরে পড়ে কাঁদুক। আমার রাজত্বের মধ্যে তার অধিকার নাই।

রাজা। রাণি! সত্য সত্যই আজ সিংহাসন কাঁদ্‌তে আরম্ভ করেছে।

রাণী। সে কি মহারাজ?

রাজা। বেদনা-কাতর প্রজাদের তপ্ত নিঃশ্বাসে আজ সুপ্ত সিংহাসন কেঁদে উঠেছে—কেঁদে জেগে উঠেছে! অটল বিশ্বাসের যে সুবর্ণ-সেতু গ'ড়ে মনে করেছিলেম প্রজা আর সিংহাসন সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধা পড়েছে—হায় মহারাণি! সে স্বর্ণ-সেতু ভঙ্গ-প্রবণ হয়েছে।

রাণী। রাজার বিশ্বাস হারায় এত বড় দুরদৃষ্ট কা'র?

রাজা। দুরদৃষ্ট কি না জানি না; তবে রাজ-অমাত্যদের উপর আজ সন্দেহ জন্মেছে। ভগবান্ করুণ, সে সন্দেহ যেন মিথ্যা হয়।

রাণী। অমাত্যদের উপর অবিশ্বাস! এ কি অসম্ভব কথা মহা-রাজ! বিশ্বাসের উপরই বিশ্ব চল্‌ছে। সে বিশ্বাস একবার হারালে তুমি কোথায় দাঁড়াবে? সন্দেহের মত পাপ নাই; সন্দেহ অন্ধকারে জন্মে, অন্ধকারে বৃদ্ধি পায়, অন্ধকারেই তার শক্তি। আলোর সম্মুখে সন্দেহ দাঁড়াতে পারে না।

রাজা। সে আলোও আমি পেয়েছি মহারাণি! স্বয়ং জগদ্ধাত্রী, বালিকার বেশে নির্জ্জন কানন মধ্যে আমায় সে আলো দেখিয়ে দিয়েছেন। সে কথা ত তোমায় সে দিন বলেছি।

রাণী। কে? সেই ময়না? মহারাজ, তোমার মতিভ্রংশ হয়েছে। তা' না হ'লে অশিক্ষিতা মেষপালিকার কথায় রাজ্যের বিজ্ঞ অমাত্যদের উপর সন্দেহ কর্‌ছো? একখানা পর্ণকুটীর ভিন্ন যার মাথা লুকাবার স্থান নাই, এক পাল মেষ ভিন্ন যার সংসার নাই—নিবিড় বনশ্রেণী ভিন্ন যার জগৎ নাই—মহারাজ, তারই কথায় রাজ্যের শক্তির উপর অবিশ্বাস!

রাজা। সে অমাত্য কে তা' জান?

রাণী। কে সে?

রাজা। তোমারই ভ্রাতা বড়বড়ুয়া, আর——

রাণী। আমার দাদা! যিনি দুই বৎসর বয়স থেকে আমায় লালন পালন করেছেন—রাজ্যের প্রধান অমাত্য যিনি—তাঁরই উপর অবিশ্বাস! এতদিন যিনি প্রাণপণে তোমার রাজ্য রক্ষা করেছেন—সিংহাসনের সর্ব্বকর্ত্তব্য, আপন শিরে তুলে নিয়ে, যিনি দিবানিশি রাজ-সেবা কর্‌ছেন—একটা বন্য বালিকার কথায় তাঁরই উপর অবিশ্বাস!

রাজা। মহারাণি! ময়না মেষপালিকা, আরণ্য-কন্যা—কিন্তু ময়না, দেবী। আমি আগেই জানি এ সকল কথায় তোমার হৃদয়ে ব্যথা লাগ্‌বে।

রাণী। তা বুঝেছি! আমি সন্তানহীনা বলেই আজ আমার ভাইয়ের উপরেও তোমার অবিশ্বাস!

রাজা। মহারাণি! এই নারীঅভিমান তোমার শোভা পায় না। রাজমুকুটে এত কণ্টক আছে জান্‌লে কে সাধ ক'রে পর্‌তো? রাজার কি হৃদয় নাই—রাজার কি একবিন্দু স্নেহ-পাবারও অধিকার নাই? মন্ত্রগৃহের বাহিরে—যেখানে এই বিরাট বিশ্ব আপনার চির-অনাবৃত নগ্নদেহ নিয়ে প্রতিদিন হাস্‌ছে—সেখানেও কি রাজার হৃদয়-ভার গ্রহণ কর্‌তে কেউ নাই?

রাণী। [করযোড়ে] মহারাজ! রাগ ক'রনা! ভ্রাতৃনিন্দা শুনে মনে বড় আঘাত লেগেছিল।

রাজা। ভ্রাতৃনিন্দা শুনে তোমার মনে আঘাত লেগেছে, আর পিতৃপিতামহদের সিংহাসনের অপবাদ শুনে আমার শির যে অবনত হয়েছে, আমার বংশগৌরব যে কলঙ্ক-মলিন হয়েছে—সে কথা কি বুঝেছ মহারাণি!

রাণী। কে সে নিন্দুক মহারাজ? এক দেহে কত মুণ্ড তার।

রাজা। মহারাণি! যে রাজার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ অমাত্য আছে, যে রাজার অমাত্য নৃপতির নামে শত অত্যাচারে দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে—সে অভাগ্য রাজার রাজদণ্ড নিন্দুক দমনে অক্ষম! যারা ব্যথা পায়—ব্যথা পেয়ে রাজার মুখের দিকে চেয়ে—রাজসিংহাসনতলে প'ড়ে কাঁদে ব'লে, আরও ব্যথা পায়—তাদের আর্ত্তকণ্ঠ রুদ্ধ কর্‌তে পারে এমন শাসনদণ্ড আজও জগতে নাই। তারা নিন্দুক নয় মহারাণি! রাজ্যের বেদনাপিষ্ট অসহায় সন্তান তারা।

রাণী। মহারাজ! রাজকার্য্যে যদিও আমার অধিকার নাই, তবুও জিজ্ঞাসা করি, তোমার অমাত্যগণ কিসে তোমার বিশ্বাস হারাতে বসেছে।

রাজা। অথবা অত্যাচারে।

রাণী। কিসের অত্যাচার? প্রজারাত বেশ সুখে আছে। দেশে দুর্ভিক্ষ নাই, মড়ক নাই, যুদ্ধ বিগ্রহ নাই। তবে অত্যাচার কিসের? প্রজারা ত সকলেই হৃষ্টচিত্ত বলে জানি। তাদের এত রোদনই বা তুমি শুনলে কোথায়?

রাজা। প্রজাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে রাজপুরে ক্রন্দন কোলাহল প্রবেশ করতে পায় না। এখানে শুধু হাসি, শুধু খেলা—এখানে শুধু ভাণ! তাই রমা এক দিন ময়নাকে বলে ছিল "রাজার কাছে কাঁদতে নাই।" মহারাণি, যে অভাগিনী পক্ষকাল ধ'রে তার রুগ্ন সন্তানের মৃত্যুশয্যায় ব'সে, কাল তাকে বালুময় শ্মশানসৈকতে ভস্মরাশি ক'রে এসেছে—সেও কি আজ তার কোলের ছেলের মুখচুম্বন ক'রে, তার অকারণ অর্থহীন হাসির সঙ্গে একবার হাসেনা? প্রজাদের হৃদয়ে ব্যথা আছে বলে কি কোন কারণেই তাদের হাসতে নাই?

রাণী। মহারাজ! আর বলোনা—আর বলোনা। আমি শুধু রমণী—জননী নই, তাই তোমার এত কথা! হায়, হায়! যে অভাগিনী নিঃসন্তান তার মরণ হয়না কেন?

রাজা। মহারাণি! ব্যাথার উপর তুমি আরও ব্যথা দিলে। যদি একজন নিরপরাধীর চক্ষু উৎপাটিত করতে দেখতে—যদি পিতার সাক্ষাতে পুত্রকে পেষণযন্ত্রে নিষ্পিষ্ট করতে দেখতে—যদি হস্তপদবদ্ধ হতভাগ্য পতির চক্ষের উপর তার অভাগিনী পত্নীর শেষ অপমান দেখতে—তা হ'লে বুঝতে তোমার রাজসিংহাসন শাপগ্রস্ত হয়েছে কি না।

রাণী। মহারাজ! আমি রমণীমাত্র। রাজার কর্ত্তব্য আমার দেখার প্রয়োজন হয়নি। আমি এই জানি, যারা রাজ্যের চির-সেবক, তাদের উপর সন্দেহ কর্‌তে বিশেষ বিচার করাই সঙ্গত। তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর্‌বে। অন্তঃপুরের বাহিরে আমার অধিকার কোথায়?

(প্রস্থান।)

রাজা। হায়! নারী, তোমাদের যদি অভিমান না থাক্‌তো!

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

[বড়বড়ুয়া ও সুচিংফা।]

সুচিং। মন্ত্রী মশায়, আমি কি করবো বলুন। আমি হলেম ছোট নগরপাল, আর উনি হলেন বড়। ফুকন মশায় যা' বলেন, আমাকে তাই-ই কর্‌তে হয়।

বড়ুয়া। দেখ্‌ছি ফুকনকে দিয়ে কোন কাজ হবার যো নাই। তার কেবল কথা—কথা--কথা!

সুচিং। আপনি অতি বিচক্ষণ—আপনি ত সবই দেখ্‌ছেন। এখনকার কালে কথারই জয়—কাজ করে মরুক আর এক-জন! আমি যদি বড় নগরপাল মশায়ের মত অত কথা জান্‌তেম—

বড়ুয়া। তা'ত বটেই—তা'ত বটেই; তুমি ছোক্‌রা খুব কার্য্য-দক্ষ; তা' আমি জানি। শীঘ্রই আমি তোমাকে বড় নগরপাল ক'রে দেব।

সুচিং। আপনি-ই হলেন আমাদের মা বাপ। ফুকন ম'শায় কি আর কাজ কর্ম্ম কর্‌তে পারেন? নহর কোড়ার ভল্ল দেখেই ভয়ে পালিয়ে এলেন ! আমি যদি থাক্‌তেম, তা'হলে কি আর অমন ক'রে পালিয়ে আস্‌তে পারতেম ! কিছু-তেই না——

বড়ুয়া। সেটা আমি বড় ভুলই করেছি সুচিংফা, বড় ভুলই করেছি। তোমাদের হ'লো নূতন বয়স, তোমরা এখন বাঘের মুখে যেতেও ডরাও না; আমি এমন লোকই চাই। ফুকনকে আর বেশী দিন রাখ্‌ছিনে।

সুচিং। লোকে ত কত কথাই বলে;—এই সে দিনও বল্‌ছিল যে কারাগার থেকে নাকি দু'জন লোক বড় নগরপাল মশা-য়ের চোখের উপর দিয়ে পালিয়ে গেল। তারা দু'জনেই শুনেছি মাটক—আর দু'জনেই বিদ্রোহী।

বড়ুয়া। অ্যাঁ! বল কি? বিদ্রোহী? বিদ্রোহী প্রজা পালিয়ে গেল? ফুকনকে তবে নিশ্চয়ই জাঁতায় ফেল্‌তে হচ্ছে।

সুচিং। আমি হলেম ক্ষুদ্র ভৃত্য, আমার সে সব কথায় কাজ কি আছে। তবে পাঁচ জনের মুখে ত আর হাত দেওয়া যায় না——

বড়ুয়া। কেন? কেন? হয়েছি কি?

সুচিং। কার মনে কি আছে তা কে জানে। কেউ কেউ বলে, হয় ত বা ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়ে থাক্‌বেন—মাটক্‌রা যে ওঁর কুটুম্ব সে কথা ত আর নূতন নয়।

বড়ুয়া। মাটক জাতের সঙ্গে আহমের সম্বন্ধ! তুমি বল কি সুচিংফা?

সুচিং। আজ্ঞা হাঁ, সম্বন্ধইত। ফুকন মহাশয়ের ভগ্নীপতির শালির ছেলে নাকি একজন মাটক।

বড়ুয়া। তাইত! তাহলে ফুকন দেখছি ভয়ানক লোক! ফুকনও তাহলে গোপনে গোপনে রাজবিদ্রোহী হয়ে উঠছে! আজ থেকে তুমি সর্ব্বদা তার উপর দৃষ্টি রাখবে। ফুকন যদি বিদ্রোহীই না হবে তাহলে কি কারাগার থেকে একজন বন্দী বিদ্রোহী পালিয়ে যেতে পারে! আর সেও৹ বল্‌ছো মাটক! আচ্ছা, তারা যে বিদ্রোহী তা' তুমি জান্‌লে কি করে?

সুচিং। আজ্ঞে, আপনারই চরণতলে পড়ে আছি, আপনারই উপদেশ নিয়ে সকল কাজ করছি। কে বিদ্রোহী, কে ভাল তা' কি আমি জানিনে? অমন গ্যাঁটা গোঁটা শরীর—দেখতেই যেন এক একটা বিদ্রোহী বলে মনে হয়। ওরা বিদ্রোহী নয় তো কি? কারাগারে বন্দী ক'রে রাখলে কাঁদেনা যারা, তারাও বিদ্রোহী নয়?

বড়ুয়া। সুচিংফা, তুমি খুব সুচতুর। একথা আমার মনে থাক্‌বে। ফুকন যেন এ সবের ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে না পায়। আমি এখন কিছু বল্‌ছিনে, সময় এলে ফুকন বুঝতে পারবে।

(ফুকনের প্রবেশ।)

ফুকন! দু'জন বিদ্রোহী নাকি কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে?

ফুকন। কে বলেছে মন্ত্রী মশায়? এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে দলের এখনও কেউ ধরাই পড়ে নাই।

বড়ুয়া। লোকে বল্‌ছে তারা নাকি দু'জনেই ঠিক চুয়াড়ের মত—দিব্যি ষণ্ডা! তারা বিদ্রোহী নয় ত কে বিদ্রোহী?

ফুকন। চুয়াড়ের মত চেহারা? কে বলেছে সে কথা? যে বলেছে সে কথনো কারাগারই দেখে নি। এই ত সুচিংফাই আছে। কেমন হে সুচিংফা, তুমিও ত তখন ছিলে। তারা কি আর গ্যাঁটা গোঁটা! রাম! রাম! সল্‌তে—সল্‌তে সল্‌তে! আর তারা পালাবেই বা কেন? তাদের মুক্তির সময় হয়েছিল, ছেড়ে দিয়েছি। বল না হে সুচিংফা, বল না।

সুচিং। আজ্ঞে হাঁ! ওই সেই দু'জন ত? তারা—সল্‌তেই বোধ হয়।

ফুকন। এই ত দেখুন! দুষ্ট লোকে কত কথাই বলে।

বড়ুয়া। আচ্ছা যাক্ যাক্। সাবধান হ'য়ে কাজ কর্ম্ম ক'রো। তোমাদের হাতেই ত রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল।

ফুকন। আজ্ঞে তা আর নয়?

বড়ুয়া এ দিকের সংবাদ কি?

ফুকন। নহর কোড়া ঘাড় বেঁকিয়েই আছে। রঘু নেওগী পথে এসেছে। সে লোকটা ভাল। আমাদের সঙ্গে থাকলে, ওকে দিয়ে কাজ পাওয়া যেতে পারে।

বড়ুয়া। তা' বেশত। ওকে না হয় কিছু দাও। কিছু দিয়ে তোমাদের গুপ্তচর ক'রে ফেল।

ফুকন। গরীব লোক, দু'পয়সা পেলেই খুসী হবে। রঘু এই খানেই আছে—আমি ডেকে আনি।

[প্রস্থান।]

বড়ুয়া। সুচিংফা, দেখ্‌লে? ফুকনের মুখে আর কিছু আট্‌কায় না। যারা মিথ্যা কথা বলে আমি তাদের বড় ঘৃণা

করি। যা'হোক্ আজ থেকে তুমি ফুকনের উপর দৃষ্টি রাখ।

[ফুকন ও রঘুর প্রবেশ।]

বড়ুয়া। রঘু, রাজ বিদ্রোহীর অপরাধ কি গুরুতর তা' কি বুঝেছ ?

রঘু। আজ্ঞা হাঁ, তা বুঝেছি। আমি স্বইচ্ছায় কিছুই করি নাই। ওই নহর কোড়াই আপনার অপমান করেছে। আমি তাকে কতবার নিষেধ ক'রে ছিলেম। শেষে আমার কথা যখন কিছুতেই শুন্‌লে না, তখন আমি তাদের ভির্‌মি গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে গেলেম।

বড়ুয়া। আমি সব শুনেছি। নহর কোড়াকে সোজা করতে মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের বেশী দিন লাগ্‌বে না। এবার তোমাকে মার্জ্জনা কর্‌লেম ; কিন্তু নহরের সঙ্গ ছাড়।

রঘু। আমি নিতান্ত গরীব। আমার যা'ছিল, তা'ও সে দিন চোরে নিয়েছে ; নহর কোড়াই হয় ত তার মূল—

বড়ুয়া। বটে! বটে! সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। মহারাজ তোমাকে জমী দেবেন, ঘর বাড়ী দেবেন। তোমাদের মত ভক্ত প্রজাদের প্রতিপালন করতে রাজ-ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। আজ থেকে তুমি লক্ষ্মীপুরে গুপ্তচরের উচ্চপদ প্রাপ্ত হলে। ভরসা করি রাজঅনুগ্রহের অপমান কর্‌বে না। জমী জমা দানের আদেশ আমি অন্য সময় দেব।

রঘু। পরমেশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুণ। কে বলে দুঃখীর প্রতি আপনাদের দয়া নাই ?

বড়ুয়া। লোকে সব মিছে কথা বলে—বুঝ্‌লে, মিছে কথা বলে।

রঘু। আজ্ঞা হাঁ, তা ত ঠিক-ই——

ফুকন। রঘু, এখনকার মত তুমি আমার বাড়ীতেই যাও। আমি একটু পরেই এসে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

[রঘুর প্রস্থান।]

বড়ুয়া। ফুকন, নহর জোড়াকে কি কিছুতেই বশে আনা যাবে না?

ফুকন। কেন যাবে না? ঘর-দুয়ার পুড়িয়েছি, ওর ঠাকুর পর্য্যন্ত ছাই করেছি! এইবার ছেলেটাকে চুরি ক'রে এনে তামারঘরে মার কাছে বলি দেব। শুনছি ওরা নাকি ওদের মোহন্তের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছে।

বড়ুয়া। বাসা ভেঙ্গে দাও—বাসা ভেঙ্গে দাও। ঢ্যাঁট্রা দিয়ে দাও ভিরুমি গ্রামের দশ ক্রোশের মধ্যে যেন তিন জন পুরুষ এক সঙ্গে না বসে না হাঁটে। আর নহরের ছেলের কথা যা' বল্লে—হলেত ভালই হয়। দীপান্বিতার দিন পূজা হবে—আমারই যে মানত আছে। কিন্তু সাবধান রাজা যেন জান্‌তে না পান। (জনান্তিকে) বিদ্রোহের আগুন ত মাটকদের মধ্যে জ্বলেই উঠ্‌লো দেখ্‌ছি। এত দিনে বুঝি আমার সুসময় এসেছে! সেনাপতিকে তাড়াতে পার্‌লেই সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক হয়। ফুকন, তুমি অবিলম্বে বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত হও—তাদের সুখের বাসা ভেঙ্গে দাও। চল সুচিংফা, একবার সেনাপতির কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ফুকন। ভেঙ্গে দেব বই কি! ভেঙ্গে দেব না? তারা যে স্নেহ দিয়ে সিংহাসন ঢেকে রেখেছে, তারা যে নৃপতির নামে

নব শক্তি পায়। তাদের বাসা ভাঙ্গবো না? কিন্তু বড় বড়ুয়া, রাজ সিংহাসন তোমার নয়—আমারই হ'বে! সৌভাগ্যের সেই স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করতে তুমিই এক-মাত্র সোপান! তারপর সে সোপানও ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দেবো! অঞ্চল ছায়ায় ঢেকে রাজ মহিষী আর রক্ষা করতে পারবে না!

[প্রস্থান।]



পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বত পার্শ্ব।

(ময়না ও রমা।)

ময়না। নারে রমা, এবার তুই একাই যা।

রমা। ময়না, যাবিনে ?

ময়না। আর না রমা। আমরা দুঃখী, রাজপুরীতে আমাদের কি কাজ ?

রমা। তুই না গেলে রাজা বড় কষ্ট পাবেন।

ময়না। (হাসিয়া) রমা, রাজাদের কি আবার কষ্ট হয় ? আমি ত জানি যারা গরীব দুঃখী—আমাদের মত গাছের ছায়ায়, পাহাড়ের তলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তাদেরই প্রাণে ব্যথা বাজে ; দুঃখীরাই ত মমতা জানে রমা——

রমা। ময়না, তুই বালিকা—কি যে বলিস্ !

ময়না। নারে রমা, আমি ঠিক বলেছি। আমার প্রাণে কেমন সব কথা বলে দেয়। বুড়ো সর্দ্দারের কাছে আমি কত দিন

কত রাজবাড়ীর কথা শুনেছি। সেখানে নাকি সকল সময়েই আনন্দ—সকলের মুখেই হাসি। আচ্ছা, তারা মমতার কি জানে বল্ দেখি! যে যা' না চেয়েই পায়, সে কি তার জন্য ব্যস্ত হয়? আমরা দুঃখী, একটু মমতার কাঙ্গাল, একটু হাসি পেলে কত খুসী হই—

রমা। ময়না, তুই কে? তুই কি রে ময়না? আমি কিছুতেই তোকে চিন্‌তে পারলেম না!

ময়না। রমা যেন কি! সব ভুলে গেলি? আমি ত সেই ময়না। বাবা মরে গেলে পর বুড়ো সর্দ্দারের কোলে পিঠে উঠে এত বড় হয়েছি। তোর সঙ্গে শালবনে, নারাঙ্গির ঝোপে, ওই হল্‌দি পাহাড়ের মাথায় কত খেলেছি—আমার বুল্‌বুলিটা উড়ে গিয়ে ওই চাঁপা গাছের ডালে বস্‌লে, তুই একদিন ধর্‌তে গিয়ে পড়ে গেলি, বুড়ো সর্দ্দার কি বল্‌বে বলে আমি ভয়ে ভয়ে কত কাঁদ্‌লেম। আহা, তোর সে-দিন বড় লেগেছিল, না?

রমা। কি জানি! কত দিনের কথা, সে কি আজও মনে আছে!

ময়না। আছে বই কি! আমার সব মনে আছে। তুই এরই মধ্যে সব ভুলে গেলি? তোরা বুঝি এমনি ভুলিস্।

রমা। নারে ময়না, আমার ও সব মনে আছে। সেই কালী-পুকুরে সাঁতার কেটে তোর জন্যে একটা লাল পদ্ম আন্‌তে গিয়ে পদ্মের নালে পা জড়িয়ে গেল; কত কষ্টে ফুলটা নিয়ে আসি—

ময়না। কালীপুকুরে আর তেমন রাঙ্গাফুল ফোটে না।

রমা। মনে আছে ময়না? তুই নদীর ধারে একলাটী বালুর ঘর গড়ে' পুতুলের বিয়ে দিতিস্, আর আমি তোর ঘর ভেঙ্গে দিতেম। তুই অমনি রাগ করে, সেই ভেজা বালু আর জল তুলে আমার গায়ে ছিটিয়ে দিতিস্। আমারও সব মনে আছে। সব মনে আছে বলেই ত বল্‌ছি, তুই কে ময়না? তোকে আজও চিন্‌তে পারলেম না।

ময়না। কাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম যেন চারিদিক থেকে রক্তনদী ছুটে আস্‌ছে—তুই আর আমি সেই নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছি! সেই অবধি বুকের মধ্যে কেমন হু হু কর্‌ছে। এখানে থেকে কোথাও যেতে আমার ভাল লাগে না। এই গাছ, ওই পাথর, সেই ভাঙ্গা কুটীর—যেখানে বুড়ো সর্দ্দার আর বাবা বসে গল্প কর্‌তেন—এসব ছেড়ে গেলে, মনে হয় যেন যে আমি আছি, সে আর থাক্‌বো না। তুই যা রমা—আমি এবার নাই-ই বা গেলেম।

রমা। রাজার কথা ঠেল্‌তে হয় না ময়না।

ময়না। রাজা! রাজা আমার কে? আমিই বা রাজার কে? যে রাজা মানুষের চোখ কেটে নিয়ে রঙ্গ করে, তার সাধ্য নাই যে আমাকে নিয়ে যায়। ওই যে লতাটা দেখ্‌ছিস্—বেশ রাঙ্গা রাঙ্গা ফুল দেয়, ওই গাছটাকে কেমন জড়িয়ে ধরে আছে—জোর ক'রে খুলে নিয়ে যা দেখি! গাছের গোড়ায় ছিঁড়ে মরে পড়ে থাক্‌বে। কাছে যেয়ে একটু সোহাগ কর্—পাতা নেড়ে নেড়ে তোকে কত আদর কর্‌বে—তোর নাকে মুখে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে দেবে।

রমা। তুই বনদেবী, তাই তোর বন ভাল লাগে। তাই

তুই ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের সাজে—ফুলের মধ্যে হেসে বেড়াতে চাস্! কিন্তু ময়না, সে রাজা আর নাই। —রাজা যেন কেমন এক রকম হয়েছেন। আমি ত সর্ব্বদাই তাঁর কাছে কাছে থাকি—সে রাজা যেন আর নাই। তুই মায়াবিনী—যদি মরু-ভূমিতেও যাস্—সেখানেও নদী বয়, পাখী গায়, ফুল হাসে, লতা নাচে। কি ভাব্ছিস্ ময়না?

ময়না। ভাব্ছি যাব কি যাব না।

রমা। চল্ যাই। আমি বড় মুখ ক'রে বলে এসেছি—তোকে নিয়েই যাব।

ময়না। আচ্ছা, তুই বল্ছিস্—চল্ যাই। আমি কিন্তু বেশী দিন থাক্তে পারবো না। এই বন, ওই পাহাড়—ওই নীল আকাশের জন্য আমার বড় কষ্ট হবে।

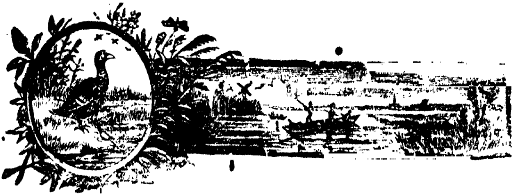
রমা। ময়না———

ময়না। কিরে রমা——

রমা। তুই কখনও মানুষ ন'স্—তুই দেবী, তুই দেবী।

ময়না। [হাসিয়া] রমা বলে কি! আমি আবার দেবী! চল্, যেতেই যদি হয় ত আর দেরী করিস্নে।

[উভয়ের প্রস্থান।]



ষষ্ঠ দৃশ্য।

—◆◆◆—

মাটক ছত্রের প্রাঙ্গণ।

[মোহন্ত, সুস্মন্, রুদ্রনাথ, অনিরুদ্ধ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মাটকগণ উপবিষ্ট।]

সুস্মন্। গুরুদেব, আর কত দিন এ অত্যাচার সহ্য কোর্‌বো?

মোহন্ত। বৈষ্ণব যদি ব্যথা সহ্য না কোর্‌বে, তবে আর কে কোরবে সুস্মন্।

রুদ্রনাথ। প্রভু, প্রতিদিন নূতন প্রভাতে নূতন নূতন অত্যাচারের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—প্রতি প্রভাতে নূতন নূতন বিধি ব্যবস্থা লখীমপুরকে অস্থির কোরে তুলেছে।

অনিরুদ্ধ। রাজা নিদ্রিত। রাজকর্ণে দুঃখীর রোদন কিছুতেই প্রবেশ করতে পাচ্ছে না। সে দিন আমরা দশ গ্রামের প্রজা মিলে কাতর কণ্ঠে ব্যথা জানাতে গিয়েছিলেম; রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া দূরে থাক্—তাঁরই আদেশে রাজ-সৈন্যগণ আমাদের প্রহার কোরে, নিরপরাধীকে হত্যা

কোরে, নিরীহ ভক্তসন্তান-শোণিতে ধরণীপৃষ্ঠ রঞ্জিত কোরে—তাড়িয়ে দিয়েছে! গুরুদেব, সে কাহিনীত আপনার অবিদিত নাই। আজও আপনার বিংশ সন্তান রাজকারাগারে কত না যন্ত্রণা পাচ্ছে।

রুদ্রনাথ। লখীমপুরে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেখা দিয়েছে—সংক্রামক পীড়ায় প্রতিদিন কত প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, কে তার নির্ণয় করে! কিন্তু সে দিকে রাজসচিবের দৃষ্টি নাই। রাজা কেমন জানি না, তবে রাজ অনুচরেরা বিষম বৈষ্ণব বিদ্বেষী। গুরুদেব, ধর্ম্মও যে লুপ্ত হয়ে যেতে বোস্‌লো। মহাপ্রভুর নাম এ প্রদেশে কে রক্ষা কোর্‌বে প্রভু, তাঁর অমূল্য ধর্ম্ম কে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে।

মোহন্ত। ব্যস্ত হ'য়ো না রুদ্রনাথ, সে জন্য ভেব না। মহাপ্রভুই তাঁর নিজের নাম রক্ষা কোর্‌বেন—তাঁর ধর্ম্ম তিনিই দেখ্‌বেন। যদি সে ধর্ম্ম যেতেই বোসে থাকে, তোমার আমার সাধ্য কি যে তাকে বেঁধে রাখি! প্রেমের উপর যার প্রতিষ্ঠা, ভক্তির উপর যার আসন, শান্তি যার নির্ভর দণ্ড সে ধর্ম্ম লুপ্ত হয় না।

রুদ্রনাথ। আহমগণ শাক্ত, আমরা বৈষ্ণব। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের চিরশত্রুতা। শাক্ত যদি—

মোহন্ত। কে বলে শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের চিরশত্রুতা! সংকীর্ণতা ত্যাগ কর বৎস। স্বয়ং মহাপ্রভুই এক দিন শিখিয়েছিলেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥

ধর্ম্মের তত্ত্ব গিরি-কন্দরে নিহিত। কে তার মর্ম্ম বোঝে বৎস, কে তার স্বরূপ জানে। শাক্তের শক্তির ধ্যান কর। সাথ তাঁর এক হস্তে সুশাণিত কৃপাণ, অপর হস্তে চির-অভয় চির-আশীর্ব্বাদ—চির-কল্যাণ। তাঁর হস্তে নর মুণ্ড নয়, রক্ত পুষ্প—রুধির-খর্পর নয়, বিরাট বিশ্বের অনন্ত উদার প্রেম ওই মহাপাত্রে সঞ্চিত রয়েছে! তাঁর মহামেঘ বর্ণ কেশরাশি সংসারের সকল ব্যাথা আবৃত করে রেখেছে। ওই যে খড়্গ ও কেবল পাপ বিনাশের জন্য—সাধুর পরিত্রাণের জন্য। সন্তানকে রক্ষা করার জন্য মা কৃপাণ-ধারণ করেছেন। দেখ দেখ, বৎসগণ দেখ,—মৌন স্তব্ধ মহাকাল তাঁর চরণতলে পতিত হ'য়ে মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত, চিরসমাহিত! সর্ব্বদেশ, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদর্শন সেই চরণপদ্মে লুপ্ত হ'য়ে গেছে। সেখানে ক্রোধ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই। মা আমার সর্ব্বদেশ-কাল-অধিষ্ঠাত্রী—ভক্তিপিপাসিনী—রক্তপিপাসিনী নয়। বিশ্বের অনন্ত শক্তি ওই ত্রিনয়নে বহ্নিরূপে প্রকাশিত—মধুর বদনে মাতৃমূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ। বৎসগণ, একবার অন্তরে অন্তরে সেই মাতৃমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কর, দেখ্‌বে—তাঁর কণ্ঠে মুণ্ডমালা নয়, বিপুল মাতৃস্নেহ পুষ্পমাল্য হ'য়ে জননীর কণ্ঠে দোদুল্যমান—প্রতি পুষ্পদল মাতৃস্নেহে সিক্ত হ'য়ে মধুক্ষরণ কোর্‌ছে—সে ধারা রুধিরের নয়, সে মূর্ত্তি সংহারের নয়! শাসনের সঙ্গে সংযম, ভক্তির সঙ্গে প্রেম যেন নবীন বিশ্বরচনায় ব্যস্ত হ'য়েছে। বৎসগণ,

বিশ্বের মহাচক্র যে চরণতলে স্তব্ধ, সেই চরণে হৃদয়ের ভক্তি-চন্দন উপহার দাও—সংকীর্ণতা দূর কর।

রুদ্রনাথ। গুরুদেব আপনার কৃপায় আজ হৃদয়ের অন্ধকার দূর হ'লো—কিন্তু মাটক জাতির কি উপায় হবে প্রভু!

মোহন্ত। সবই জানি বৎসগণ, সবই বুঝি। কিন্তু কি উপদেশ দেবো! এক দিকে চলিষ্ণু দেবতা রাজা, অন্যদিকে তোমরা—এক দিকে আমাদের জননী জন্মভূমি, অন্যদিকে অনাথ রোদন, অত্যাচার! সহ্য কর—যত দিন পার সহ্য কর। মনে রেখো বৎসগণ, কপিলদেব বলেছিলেন—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্ব দেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥

সুশ্বন্। যদি এ অত্যাচার শেষে আর সহ্য না হয়?

মোহন্ত। যদি অসহ্য হয়, অত্যাচারের তীব্র অনলস্পর্শে ভস্মরাশি হ'য়ে যেও—তবুও অস্ত্র গ্রহণ কোরো না। মহাপ্রভু প্রেমের অবতার—প্রেম বিলাও, স্নেহ বিলাও—কল্যাণী জন্মভূমির মন্দিরতলে আত্মবলি দিয়ে স্বর্গগামী হও।

রুদ্রনাথ। এই দেখুন—বৈষ্ণবশিরোমণি, মাটক শিরোমণি নহর কোড়ার সে দিন সর্ব্বস্ব দগ্ধ করে দিয়েছে—বিগ্রহমূর্ত্তি পর্য্যন্ত সে অনলে ভস্মরাশি হয়ে গেছে!

মোহন্ত। সে দুঃসংবাদ কি আমি শুনি নাই!

অনিরুদ্ধ। নহর কোড়া কেন? ভিরুমি গ্রামে আর কিছু নাই—কেবল ভস্মরাশি। মাটকের আর হরি নাম কীর্ত্তনেরও অধিকার নাই। হায়, কোন্ ছিদ্রে যে রাজার শরীরে পাপ প্রবেশ করেছে, তা' কে জানে।

মোহন্ত। রাজার নামে কলঙ্ক কোরো না অনিরুদ্ধ—রাজা নিষ্ক্রিয়—কোন কালেই কিছু করেন না, রাজসিংহাসন অপরাধ কোরতে জানে না।

[নেপথ্যে কীর্ত্তন।]

চল ভক্তদের প্রত্যুদ্গমন করি।

[সকলের অগ্রসর হওন।]

[কীর্ত্তন করিতে করিতে এক দল লোকের প্রবেশ।]

(কীর্ত্তন।)

ও মন হরি বল না।
হরি নামের গুণে যায় রে ব্যথা
(ওরে ডাকলে পরে হৃদয় ভ'রে,)
(দীন দয়াল বলে ডাকলে পরে,)
সেই নামের গুণে সবার প্রাণে—
জেগে ওঠে চেতনা,
যায়রে দূরে কামনা,
মনরে হরি বল না।
ভাই, কেন কর ভয় মৃত্যু বলে—
(ওভাই, ভাইরে)
শমন সে যে শেষের সুহৃদ্
অমন আপন আর পাব না।
মনরে হরি বল না!
ওভাই কর্ম্ম কর দিবা রাতি,
অলসেতে আর থেক না—

(শুধু আপন স্বার্থ নিয়ে)
কর্ম্ম-ফলে মন দিও না,
(সে যে শমন-দমন রাঙ্গা চরণ)
মরণ বলে ভয় পেও না।
প্রাণ যদি যায়, যাক্‌নারে ভাই—
ইষ্ট-মন্ত্র সার কর না।
মনরে হরি বল না।

সকলে। জয় গুরুর জয়—জয় ভক্তের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়।

[সকলের প্রণাম।]

মোহন্ত। বৎসগণ, দীর্ঘজীবি হও, আসন গ্রহণ কর।

[সকলের উপবেশন।]

নবাগত মধ্যে কএকজন। গুরুদেব, আমরা চিত্তস্থির করেছি—আর মৃত্যুকেও ভয় করিনে। অনুমতি করুণ, রাজকারাগার থেকে ভক্তদের উদ্ধার করি।

মোহন্ত। বৈষ্ণবগণ শোন, আজ আর এক শিক্ষা দি। এই সংসার মহা কারাগার। সেই কারা থেকে আত্মার উদ্ধারের পথ দেখ। রাজকারা কি সংসার-কারা হ'তে বেশী ভয়াবহ ?

সকলে। প্রভু, আমরা নিতান্ত মূর্খ; শাস্ত্রের কুট অর্থ বুঝি না।

সুন্দর। আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু আমরা মাটক। নহর কোড়ার অপমান আমাদের বুকের মধ্যে জ্বলছে। শৃঙ্খলাবদ্ধ কারারুদ্ধ মাটক ভাইদের জন্য আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। গুরুদেব, আদেশ করুণ——

মোহন্ত। বৎসগণ, আমিত পূর্ব্বেই বলেছি প্রেম ভিন্ন আমি

আর অন্য আদেশ জানি না; যে অস্ত্রে মহাপ্রভু বিশ্ববিজয় করেছিলেন, সে অস্ত্র ভিন্ন আমি আর অন্য অস্ত্র জানি না। কারাগারে এত ভয় কি? যাটক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লে, রাজ-কারাগারে স্থান সংকুলান হবে না—তা'ও আমি জানি। বৎসগণ, অপেক্ষা কর—কর্ত্তব্য সম্পাদনে মন দাও—লোহার কারাগার আপনা হতেই ভেঙ্গে যাবে; কঠিন হিমাচলও খসে পড়ে দেখনি কি? স্বজাতির শোণিতের উপর যার প্রতিষ্ঠা—তার ধ্বংশ হ'তে অধিক কাল লাগে না।

সকলে। তাই হোক্, আহা তাই যেন হয়।

মোহন্ত। ভক্তগণ, ব্রহ্মকুণ্ড মহাস্নানের দিন নহর ও শঙ্করের সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা হবে। সেই দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে থাক। এস নাম গান করি।

[মৃদঙ্গ বাদ্য।]

[ফুকনের প্রবেশ।]

সকলে। শকুন মামা! রাজার চর—রাজার চর!

ফুকন। এঃ শকুন মামা! কি সাহসে আবার তোমরা এখানে দল পাকাচ্ছ? যদি ভাল চাও, তবে দূর হও।

[একজন ভক্তকে পদাঘাত।]

সকলে। মার্—মার্—মার্—

[প্রহার করিতে উদ্যত।]

গোস্বামী। শান্ত হও বৈষ্ণবগণ!

রুদ্রনাথ। প্রভু, আর শান্ত হ'তে আদেশ দেবেন না। বৈষ্ণবের অপমান—আমাদের ছত্রের অপমান—

গোস্বামী। যদি আপনাকে ধরার ধূলির চেয়ে হীন মনে করতে না পার, তবে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেছিলে কেন?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

এ কথা কি ভুলে গিয়েছ রুদ্রনাথ! আমি কি তবে বৃথাই তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি? (ফুকনের প্রতি) ম'শায়! আপনি কে?

ফুকন। কি আশ্চর্য্য! আমায় চেনে না এ রাজ্যে এমন মূর্খও আছে!

সকলে। সাবধান শকুন মামা!

ফুকন। আমি লখীমপুরের শাসন কর্ত্তা—এ দেশের নগর পাল আমি! বুঝ্‌লে, এক কথায় বল্‌তে গেলে, এ দেশের রাজাই আমি!

গোস্বামী। আপনার নাম ফুকন? এখানে আপনার প্রয়োজন?

ফুকন। তোমার তাতে কাজ কি? আমার ইচ্ছা, আমি এখানে এসেছি। তুমিই না বিদ্রোহীদের সর্দ্দার?

গোস্বামী। বিদ্রোহীর সর্দ্দার কে তা' জানি না; আমি বৈষ্ণবের দাস।

ফুকন। আমরা সংবাদ পেয়েছি এইখানেই বিদ্রোহী মাটকদের আড্ডা। রাজার আদেশ অমান্য ক'রে, আবার তোমরা কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করেছ? যাও—এখনই ছত্র ত্যাগ ক'রে চলে যাও।

সকলে। কখনও যাব না—কখনও যাব না। দেখি তুমি কি করতে পার।

ফুকন। কি! যাবে না? এই শাক্তের রাজ্যে বৈষ্ণবের স্থান আর হবে না। তোমাদের সকলকেই আজ বেঁধে নিয়ে যাব —এই ছত্র ভেঙ্গে চূর্ণ করে দেব!

মোহন্ত। নগরপাল ম'শায়, রাজার ত কোন নিষেধ—আজ্ঞা আমরা জানি না। আমরা বৈষ্ণব, এখানে কেবল মহাপ্রভুর নাম গান করি—মহারাজ লক্ষ্মীসিংহ পরম ধার্ম্মিক,—তিনি কেন তা'তে বাধা দেবেন?

ফুকন। আমার মুখের কথাই রাজার আদেশ! রাজা কে? আমরাই ত রাজা!

মোহন্ত। ছি ছি! অমন কথা বল্‌বেন না। রাজা যদি আদেশ করেন তাঁর রাজ্যে বৈষ্ণবের স্থান হবে না, আমরা এখনই এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাব।

ফুকন। তবে রে ভণ্ড—বিদ্রোহী, আমি কি মিছে কথা বল্‌ছি!

[মোহন্তকে আঘাত।]

মোহন্ত। (বসিয়া পড়িয়া) হরি দয়াময়——

[মোহন্তের মস্তক ফাটিয়া রক্ত পতন।]

সকলে। মার্—মার্—বৈষ্ণবের শত্রু—মাটকের শত্রুকে মার্—

[সকলে ফুকনকে আক্রমণ।]

ফুকন। খুন কর্‌লে—মেরে ফেল্লে—সৈন্যগণ এস এস—

[ফুকনের পলায়ন। তিন জন রাজসৈন্যের প্রবেশ ও আক্রমণকারীদিগের সহিত যুদ্ধ।]

গোস্বামী। ভক্তগণ! একদিন যাকে গুরু বলে স্বীকার করেছ—যার কাছে মহামন্ত্র গ্রহণ করেছ, তার কথা হেলন ক'রো না; কলহ ত্যাগ কর।

সুমন্। গুরুদেব, আপনি এখনও বল্‌ছেন "কলহ ত্যাগ কর"। ওই যে রুধির ধারা আপনার মস্তক বয়ে পড়্‌ছে, তা' দেখেও আপনি আদেশ কর্‌ছেন, "কলহ ত্যাগ কর!"

গোস্বামী। আমার মন্ত্র বিশ্ব-প্রেম। রাজসৈন্যগণ, তোমরাও যে রাজার প্রজা, আমরাও তাঁরই দাস! তোমরা কি ভ্রাতৃহত্যা করার জন্য বীরহস্তে অস্ত্র ধরেছিলে!

[ফুকন ও সুচিংফার প্রবেশ।]

ফুকন। সুচিংফা, এরা সকলেই বিদ্রোহী। বাঁধ—বাঁধ—সকলকেই বেঁধে নিয়ে যাও।

১ সৈন্য। আজ্ঞা না প্রভু, এরাত বিদ্রোহী নয়।

ফুকন। কিরে ব্যাটা! বিদ্রোহী নয়?

[সৈন্যকে প্রহার।]

(অপর সৈনিকদ্বয়ের দূরে অবস্থান)

১ সৈন্য। আজ্ঞা হাঁ—বিদ্রোহী--বিদ্রোহী—সকলেই বিদ্রোহী!

গোস্বামী। নগরপাল ম'শায়, আপনি রাজসৈন্যদের নায়ক; বিনা অপরাধে কেন আশ্রিতদের নিগৃহীত কর্‌ছেন?

ফুকন। যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমাকে উপদেশ!

[প্রহার করিতে উদ্যত।]

সকলে। মার্—শকুনকে মার্— [ফুকনকে প্রহার]

গোস্বামী। বৎসগণ! গুরুদ্রোহী হ'য়ো না।

[সকলের তটস্থ হইয়া নীরবে অবস্থান।]

সুচিংফা। সৈন্যগণ, বাঁধ বাঁধ—সব ব্যাটাকে বেঁধে নিয়ে চল। আগে এই সর্দ্দারকে বাঁধ।

(গোস্বামীর হস্ত ধারণ।)

রুদ্রনাথ। গুরুদেব—গুরুদেব—

গোস্বামী। স্থির হও।

ফুকন। আবার যদি গান কর্‌বি, তবে শূলে দেব! সব ব্যাটাকে বাঁধ, সব ব্যাটাকে বাঁধ! (গোস্বামীকে আঘাত করিয়া) কি সর্দ্দার! আর কীর্ত্তন টীর্ত্তণ হবে?

গোস্বামী। যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ নাম গান কর্‌বো। লখীম্‌পুরে এমন নগরপাল নাই, এমন শক্তি নাই, এমন কারাগার নাই, যে ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি কেড়ে নিতে পারে! বৎসগণ, আজ মহানন্দে নাম গান কর। ভক্তদেহের পবিত্র শোণিতে আজ লখীম্‌পুরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহাপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। চল,আজ হাস্‌তে হাস্‌তে কারাগারে যাই—সেখানেও বৈষ্ণব মন্ত্র প্রচার কর্‌বো—সেই মন্ত্র-শক্তিতে আসামের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌বে।

(কীর্ত্তন।)

সকলে। ভাইরে এমন দয়াল হরির নাম
কেন বল না?

ফুকন ও সুচিংফা। আবার গান—আবার গান!

(সকলকে প্রহার)

গোস্বামী। সন্তানগণ, ভক্তগণ, আজ মহাপরীক্ষার দিন। আত্ম-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ো না—আত্মপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হ'য়ো না—মাটকের উন্নত শির অবনত করো না। বল, "জয় মহাপ্রভুর জয়—জয় ভক্তের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়।"

সকলে। জয় মহাপ্রভুর জয়—জয় ভক্তের জয়—জয় ধর্ম্মের জয়।

ফুকন। সুচিংফা, আরও কয়েকজন সৈন্য ডাক—যাও—যাও।

(সুচিংফার প্রস্থান।)

গোস্বামী। গাও—প্রাণভরে আজ আবার গাও—

(কীর্ত্তন।)

সকলে। ভাইরে এমন দয়াল হরির নাম
কেন বল না।
মধুর নাম নিলে পাপ পলায় দূরে,
আর যে কোন ভয় থাকে না—
কেন বল না।
(ভাই, ভাইরে) ভুলে যারে দলাদলি,
(আয়) ভা'য়ে ভা'য়ে গলাগলি,
ওরে আজ মহামিলন, প্রেমের বাঁধন,
মহাপ্রভুর নাম লহনা।

(সকলের সঙ্গে রাজসৈন্যত্রয়ের নৃত্য)

ফুকন। সৈন্যগণ! তোমরা কর কি? বিদ্রোহীদের নিয়ে চল—নিয়ে চল। সুচিংফা—সুচিংফা—

সৈন্যগণ। আমরা আজ চাকুরি পরিত্যাগ করলেম। বৈষ্ণবের গায়ে আমরা হাত দিতে পারবো না।

(অস্ত্র ত্যাগ।)

ফুকন। বিদ্রোহীদের বাতাস লেগে এরাও বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌লো নাকি! দাঁড়া ব্যাটারা! দাঁড়া ব্যাটারা—তোদের—তোদের আজ শূলে দেবো! সুচিংফা—সুচিংফা—

(বন্ধন করিতে অগ্রসর হওন।)

সৈন্যগণ। সাবধান নগরপাল ম'শায়! আমাদের গায়ে হাত দেবেন না, তাহ'লে ভাল হবে না। চোর ধর্‌তে হ'বে বলে আমাদের ডেকে এনে—এ সব কি?

ফুকন। কি! এতদূর সাহস!

(অসি লইয়া অগ্রসর হওন।)

সৈন্যগণ। মার্—মার্—দে মাথা ভেঙ্গে—দে মাথা ভেঙ্গে—

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রমণ; সুচিংফার প্রবেশ ও দেখিয়াই পলায়ন। সঙ্গে সঙ্গে ফুকনের পলায়ন; সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবন।)

[বৈষ্ণবগণের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।]

(কীর্ত্তন।)

সকলে। ওরে ভাই, কর্ম্মপথে বিঘ্ন নানা
চির দিন ত আছে জানা!
তাই বলে কি রইবি ভুলে,
দিন যাবে তোর অবহেলে,
ও সেই কমল-চরণ স্মরণ করে
আপন কাজে চল না।
ভাই রে, এমন দয়াল হরির নাম
কেন বল না।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন পথ।

রঘু নেওগীর প্রবেশ।

রঘু। (স্বগত) আছি বেশ;—জমী পেয়েছি, বাড়ী ঘর পেয়েছি, হাল লাঙ্গল পেয়েছি—টাকাও দিচ্ছে, আবার চাই কি? নহর কোড়ার ফন্দীতে যে পড়িনি, গুরু রক্ষা করেছেন। সেটা হ'লো আস্ত চুয়াড়, গোঁয়ারের একশেষ। আর ওই শঙ্করটাত কথায় কথায় তলোয়ার চালাতে চায়। যেমন তার দেহখানি—বুদ্ধিও তেম্‌নি! ব্যাটা কাট্‌ গোঁয়ার—কাট্‌ গোঁয়ার! নহরের মতলবে ফির্‌লে ত এতদিন দেখ্‌ছি দাঁত কপাটী লেগে, কোন্‌ ডহরে পড়ে থাক্‌তে হ'তো। বড় বড়ুয়া পর্য্যন্ত সম্মান কর্‌ছেন, আর চাই কি? নহরকে

কত বুঝালেম "জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বাদ করিস্‌নে।" গোঁয়ার গোবিন্দ কি না, তাই কথাটা বুঝ্‌লে না; এর ফলটা টের পাবে—টের পাবে! মাটক মাটক বলেই অস্থির! আরে মাটক কি তোর স্বর্গের সিঁড়ি বেঁধে দেবে? বাপ্‌! নিজে বাঁচ্‌লে বাপ দাদার নাম।

[ফুকনের প্রবেশ।]

ফুকন। এই যে—আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম। তুমি যে এখনই এখানে আস্‌বে, তা মনে করি নি।

রঘু। দেরি হ'বে কেন? আপনি যেমন বলে দিয়েছেন ঠিক তেমনি এসেছি।

ফুকন। তোমার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারী পেলে, আমি দেশের সমস্ত বিদ্রোহ, লুট তরাজ এক দিন থামিয়ে দিতে পারি।

রঘু। কি জন্য আমায় ডেকেছেন, অনুমতি করুন।

ফুকন। একটা বিশেষ গোপনীয় কাজ আজ তোমায় কর্‌তে হবে। রাজা বেছে বেছে তোমাকেই সে কাজের উপযুক্ত বলে স্থির করেছেন। এ বড় সামান্য সম্মান মনে ক'রো না।

রঘু। তা'ত বটেই—সে কথা কি আর আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। আমি সামান্য ভৃত্য মাত্র—আমার উপর আপনাদের বড়ই দয়া। তা' কি কর্‌তে হবে আজ্ঞা করুন।

ফুকন। রাজার যা'তে মঙ্গল হয়, সে জন্য ত তুমি সমস্তই কর্‌তে প্রস্তুত, কেমন কি না?

রঘু। আজ্ঞা হাঁ, তার আর সন্দেহ কি?

ফুকন। গুপ্ত চরের কাজ বড়ই কঠিন; কিন্তু রাজার বিশ্বাস তুমিই তার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। তাই তিনি বলেছেন

একবার—(মাথা চুল্‌কাইয়া) একবার নহরকোড়ার বুঝ্‌লে, তোমাদের সেই নহর কোড়ার——

রঘু। আজ্ঞা না, ওর সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই। বড় বড়ুয়া মশায়ের কাছে শুনেছি, সে নাকি রাজবিদ্রোহী। তার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধই নাই।

ফুকন। সে কি আর আমি জানিনে। তা' দেখ, সেই কোড়ার একবার খবরটা নিয়ে এস।

রঘু। কখন্ যাব?

ফুকন। আজই যাও। তাকে যেখানেই পাও—বেশ মিশে কুশে সব শুলুক সন্ধান জেনে আস্‌বে।

রঘু। যে আজ্ঞা আমি বিদায় হই। কর্ত্তব্য পালনে আমার ত্রুটী পাবেন না। তবে লোকটা কিছু ক্রোধী—

ফুকন। আরে তা হোক্ না। তুমি অত ভীরু কেন? অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই না হয় যাও। আমার মত সাহসী না হলে কি রাজ কাৰ্য্য করতে পারবে?

রঘু। যেমন আদেশ করেন তাই কর্‌বো। অস্ত্র শস্ত্র নিয়েই যাব।

ফুকন। যদি ঠিকঠাক খবর আন্‌তে পার তবে এবার তোমাকেই ছোট বড়ুয়া ক'রে দেব। খেতাবও পাবে—টাকাও পাবে। বুঝ্‌লে?

রঘু। খুব বুঝেছি। টাকা আর খেতাব—এ কথা আর কে না বুঝে?

ফুকন। তবে তুমি এখনই যাও, এই দিকে আমার একটু কাজ আছে, নইলে আমিও কিছু দূর তোমার সঙ্গেই না হয় যেতেম। [প্রস্থান।]

রঘু। (স্বগত) একেই ত বলে মুনিব! বেতনের উপর আবার টাকা! আবার খেতাব! তার উপর আবার ছোট বড়ুয়ার পদ! এমন প্রভুর আদেশ মান্‌বো না ত কি মান্‌বো সেই গোঁয়ার গোবিন্দ নহর কোড়ার? যা'র কথায় কথায় কোড়া খাওয়ার ভয়। এবার যদি সুযোগ হয় ত নহর কোড়াকে পর্য্যন্ত বেঁধে আন্‌বো। আন্‌তে পাল্লেই ত আমি ছোট বড়ুয়া হ'য়ে যাব। তখন আমারই হাতে পায়ে ধ'রে নহর প্রাণ ভিক্ষা চা'বে। তা' দেব বৈ কি—দেব। অনেক দিন এক সঙ্গে ছিলেম; ধরে এনে, আমার ক্ষমতাটা একবার দেখিয়ে, তারপর ছেড়ে দেব। বল্‌বো 'কেমন হে নহর কোড়া, বড় মাটক মাটক-কর্‌ছিলে না? এখন কি হয়! আগেই ত বলেছিলেম কানুর বেণুতে প্রাণ দিও না দিও না—এখন ঘরের ছেলে ঘরে চলে যাও।' আঃ সে দিন যদি আসে, তবে আমার গদার মাকে এক ছড়া মুক্তার মালা দেবোই দেব। বল্‌বো মাগী এখন ত্থাখ্—তুইও যে বলেছিলি নহরকোড়ার বুদ্ধি নিতে —আপনার দেশ—আপন জন বলে তুইও না ক্ষেপে উঠেছিলি!

[প্রস্থান।]

[ফুকনের পুনঃ প্রবেশ।]

ফুকন। চলে গেল নাকি? (দেখিয়া) একটা কথা আবার বল্‌তে ভুলে গেলেম। কি করি! কত দিকে তাল জোগাই! বড় বড়ুয়ার ত দেখাই পাবার যো নাই; রাণীর সঙ্গে এত কি পরামর্শ বাপ্‌! এই যে আমার সুচিংফা আস্‌-

ছেন। রঘুর পেছনেও লোক রাখা ভাল। কি জানি? মাটককে বিশ্বাস নাই। ব্যাটা কিন্তু নিরেট গাধা। ঝাঁ করে যে রাজি হলে এমন ত আমার বিশ্বাস ছিল না। বাবা দাঁওমত চাঁদির জুতো লাগাতে পার্‌লে, ছনিয়ার কে না পায়ের ধূলো চেটে খায়!

[সুচিংফার প্রবেশ।]

সুচিং। আমি আপনারই অনুসন্ধান করছিলেম। বড় বড়ুয়া মশায় আপনাকে স্মরণ করেছেন।

ফুকন। স্মরণ করেছেন! আমার সৌভাগ্য! স্মরণ মাত্রেই দেখা দিচ্ছি গে। দেখ সুচিংফা, রঘু মাটক নহরকোড়ার খবর আনতে গেছে। তাকে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তুমিও যাও, নিজের লোক না হলে কি কাজ হয়? তোমরা হ'লে বিশ্বাসী, জানা কর্ম্মচারী। তুমি এখনই যাও।

সুচিং। আপনার যা অভিরুচি। তবে দাসের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

ফুকন। (হাসিয়া) বল কি—বল কি? তা' আর রাখিনে কি? খুব দৃষ্টি আছে। এই দেখ না, তোমাকেই ছোট বড়ুয়া করে দিচ্ছি!

[সুচিংফার প্রস্থান।]

থাক্ বাবা, এইবার এক দফা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন বড় বড়ুয়ার পেছনে একজন লোক লাগাতে পার্‌লেই সব ঠিক হয়। জালটা বুনিয়েছি নিতান্ত মন্দ নয় কিন্তু চারিদিক এঁটে উঠ্‌তে পারছিনে!

[প্রস্থান।]

[সুচিংফার পুনঃ প্রবেশ।]

সুচিং। (দেখিয়া) গেছে গেছে—বাপ্! প্রাণটা বাঁচলো। আমি যাচ্ছি এখন ময়না বেটীর তল্লাসে, আমি ওঁর নহর কোড়ার খবর আনিগে। এমুল্লুকে সকলেই দেখ্‌ছি এক একটা চাল্ চাল্‌ছে। আমিও এক চাল্ দিয়ে এসেছি। যাও ফুকন মামা, যাও। এবার গেলেই তোমায় জয়ন্তী পাহাড়ে ঠেল্‌বে। তোমায় না তাড়াতে পার্‌লে আমার ময়নার সন্ধান হবে না। বিদ্রোহের ধুয়াটা কি চমৎকার ওষুধ! কোথাও কিছু নাই একবার ধুয়াটা তুলে দিলে হয়—অম্‌নি এত কালকার সিংহাসন টলমল্ ক'রে উঠে! কথাটায় লাখো ভেল্কী আছে বটে!

[নেপথ্যে গান।]

এত কিরে সহা যায়।
বেদনা কাঁদিয়া ফিরি নয়ন ভিজায়।
নিশি দিন এত ব্যথা, কেন এত কুটিলতা,
কি জানি কি নাহি হেথা—
সব ঢাকা কুয়াসায়।

ওই যে—ওই যে আস্‌ছে! অমন মোমের ফুল ত আর কখন দেখিনি! ওকে পেলে কে আর আসামের বুনো সিংহাসন চায়! কৈ! আর ত শোনা যাচ্ছে না। কোন্ দিকে আবার গেল! মাগীর যে ডাগর ডাগর চোখ—মুখের দিকে চাইতে সাহস হয় না; চোখ দু'টো দিয়ে যেন আগুনের ফিন্‌কি ছুটছে।

[নেপথ্যে গান।]

তরল তরঙ্গে কত, নেচে গেয়ে অবিরত,
অসীমের পানে সেথা
তরঙ্গিনী ছুটে ধায়।

সুচিং। আস্‌ছে—আস্‌ছে! এই দিকেই আস্‌ছে। একটু আড়াল হই।

[আড়ালে প্রস্থান।]

[গান গাহিতে গাহিতে ময়নার প্রবেশ।]

[গান।]

এত কিরে সহা যায়।
বেদনা কাঁদিয়া ফিরি' নয়ন তিতায়।
নিশি দিন এত ব্যথা, কেন এত কুটিলতা,
কি জানি কি নাহি হেথা—
সব ঢাকা কুয়াসায়।
তরল তরঙ্গে কত, নেচে গেয়ে অবিরত
অসীমের পানে সেথা
তরঙ্গিনী ছুটে ধায় ;
উদার গগনতলে, পাখী গায় চাঁদ খেলে
বনদেবী জেগে ওঠে
বিশ্ব-প্রেম-মহিমায় ;—
বন্দনার উপহার, পড়ে ঝরি' অনিবার,
আকুল বকুল কত
শেফালি' শিথিলকায়।
চাঁদিমা মোহিত হ'য়ে পুলকে ঘুমায়।

ময়না। একটু জুড়িয়ে বাঁচি। রাজপুরী কি আমার সয়? এ বনে সে সব গাছ নাই—এ সব গাছে আমার গাঁয়ের পাখী ডাকে না; এখানে কি আমার ভাল লাগে? এদের আকাশে মেঘ লেগেই আছে—ঝড় লেগেই আছে! আর আমাদের আকাশ কেমন নীল, কেমন সুন্দর, কেমন স্থির। রমা যে আমার কথা শোনে না! কাঙ্গালের কি এত সয়?

[সুচিংফার পুনঃ প্রবেশ।]

সুচিং। ময়না!

ময়না। কে তুমি?

সুচিং। ময়না!

ময়না। তুমিও ময়না! তা' এখানে কেন?

সুচিং। ম য় না—

ময়না। আহা, পাগল বুঝি।

[প্রস্থান।]

সুচিং। অ্যাঁ! বেশ চলে গেল? কিছুই বল্লে না! এ যে কেমন কেমন হ'লো দেখ্‌ছি। ছাড়্‌বো না—সঙ্গে সঙ্গে যাব। এবার পায়ের তলায় আছাড় খেয়ে পড়বো! বলবো ময়না—পাগ্‌লী—আমার বুকের উপর পা দিয়ে তুই চলে যা—আমি কেবল তোর মুখের দিকে চেয়ে থাকি! ছাড়বো না—ছাড়া হবে না—

[বেগে প্রস্থান।]

[ভিন্ন পথে বড় বড়ুয়া এবং সুবাহু, সুদাস ও ঝুম্মন্ সৈনিক ত্রয়ের প্রবেশ।]

বড়ুয়া। তোরা সব কর্‌লি কি! কর্‌লি কি! এমন সুযোগও ছাড়তে আছে?

সুদাস। ছোট নগরপাল মশায়কে দেখে ময়নাকে ধরতে সাহস হ'লো না; আপনি বলেছিলেন গোপনে ধরে আন্‌তে—

বড়ুয়া। (পদাঘাত করিয়া) গোপনে ধরে আন্‌তে! যত ভীরু—কাপুরুষ, তারাই সব হয়েছে আমার আসাম-রাজ্যের রাজসৈন্য! শুধু মিথ্যা ছল খুঁজে আপন কর্ত্তব্য কাজে অবহেলা! তোদের হাতে আবার অত বড় বড় লাঠি কেন রে?

সকলে। নগরপাল মশায়ের আদেশ।

সুবাহু। এখন থেকে লাঠি ছাড়া আর কোথাও যাবার আদেশ নাই।

বড়ুয়া। রাজ্যের সয়তানীকে তাড়াতে পারে না, লাঠি হাতে! দেখ্‌ছিস্‌নে ময়না রাক্ষসী দিন দিন রাজাকে উন্মাদ ক'রে তুল্‌ছে!

সুদাস। আজ্ঞে সে ত দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

ঝুম্মন্‌। আমি আর সুদাস ত তাই কয়েকদিন ধরে' পুংসুংএর বনে কালী মন্দিরের কাছে কাছেই আছি। মাগী রোজ পূজা দিতে যায়; একা পেলেই ধরে' আন্‌বো।

বড়ুয়া। আমি সে সব কথা শুন্‌তে চাইনে; আজই তোদের শূলে দেব! আমার আদেশ অমান্য করার ফল আজই দেখাব!

সুবাহু। (বড়ুয়ার পদতলে) দয়া ক'রে আর সাত দিন সময় ভিক্ষা দিন। যদি রাজাও ময়নার কাছে থাকেন, ময়না তবুও আমাদের হাতে পড়বেই পড়্‌বে। আর সাতদিন সময় দিন।

বড়ুয়া। আরও সাত দিন! আচ্ছা, দিলেম। সাত দিনের মধ্যে ময়নাকে চাইই চাই। তোমরা প্রতিজ্ঞা ভোলনি ত?

সকলে। না, প্রভু।

বড়ুয়া। সাবধান।

সুদাস। ধরে আন্‌তে যদি আঘাত কর্‌তে হয়—যদি অন্য কারও সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হয়, যদি একটা—

বড়ুয়া। আর অত 'যদি'তে কাজ নাই; যা' কর্‌তে হয় সব কর্‌বে কেবল কোন কথা প্রকাশ কর্‌বে না, বুঝেছ?

সুবাহু। স্ত্রীলোকের গায়ে অস্ত্রাঘাত ক'রবো?

বড়ুয়া। কেন ক'রবে না? রাজ্যের শত্রুকে, যেমন করেই হোক্ দূর করবে। জীবন্ত আন্‌তে না পার্‌লে তাকে বধ করবে।

[প্রস্থান।]

সুবাহু। ভাই, আমিত এ কাজ পারবো না। আমাকে কেন তোমরা আজ নিয়ে এলে? এতকাল কি এই জন্য যুদ্ধ করতে শিখ্‌লেম! শেষে স্ত্রীলোকের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্‌তে হবে?

সুদাস ও ঝুম্মন্‌। নে নে, অত বড়াই আর কাজ নাই।

ঝুম্মন্‌। আমরাত যেমন আদেশ পাব, তেমনিই কর্‌বো। তার স্ত্রীলোকই বা কে জানে, আর পুরুষই বা কে জানে?

সুবাহু। তোরা যদি পারিস্‌ ত যা'—আমি পার্‌বো না।

সুদাস। তাহ'লে তোর জন্য শূলও খাড়া আছে। চল্‌ ঝুম্মন্‌।

[সুদাস ও ঝুম্মনের প্রস্থান।]

সুবাহু। তা হোক্‌। এমন কাজ, আমি কখনও করবো না! ওদেরও কর্‌তে দেব না। এযে বীরব্রতের কলঙ্কের কথা।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রহ্ম কুণ্ড।

নহর কোড়া, শঙ্কর কোড়া, মোহন্ত।

নহর। ঠাকুর! আর বল্‌বেন না। ধৈর্য্যেরও ত একটা সীমা আছে। তারা নাটক ছত্রের অপমান করেছে, বৈষ্ণবের অপমান করেছে—শেষে আপনাকে আঘাত পর্য্যন্ত করেছে! প্রভু, আর অন্যমত কর্‌বেন না। আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে অধিক বলা আমাদের সাজে না। জানি প্রভু, অসীম সাগর হৃদয় মধ্যে বাড়বানল ধ'রে রাখে, দেবতার বজ্র অনায়াসে বুক পেতে গ্রহণ করে; কিন্তু বায়ুতাড়িত হলে ভৈরব গর্জ্জনে বেলা ভূমি ছাপিয়ে উঠে।

মোহন্ত। বৎস! আমার শোণিপাতের কথা বিস্মৃত হও;— সর্ব্বংসহা ধরণীর দিকে চেয়ে দেখ। মানুষই দেবতা হয় যদি তার ক্ষমা গুণ থাকে। স্নেহে বিশ্বরাজ্য জয় কর— অস্ত্র ত্যাগ কর।

শঙ্কর। গুরুদেব, ধরণী সর্ব্বংসহা বটে, কিন্তু তপ্ত অগ্নিরাশি

যখন তার বুকের মধ্যে গর্জ্জন কর্‌তে থাকে তখন ধরিত্রীও ঘোর কম্পনে কেঁপে উঠে; তরল অনলরাশি, তখন বিপুল বিক্রমে তার বুক ফেটে বাহির হয়—সে অনলে গ্রাম, জনপদ, সমস্তই ভস্ম হ'য়ে যায়।

মোহন্ত। শঙ্কর, সেটা প্রকৃতির বিপ্লব। সে বিপ্লবে শুধু ধ্বংস, শুধু মৃত্যু। সুখের সাধের সোহাগের নন্দন কানন সে বিপ্লবে শ্মশান হয়ে যায়। সে ঘোর বিদ্রোহের ফলে যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত যত্ন পরিশ্রম অধ্যবসায় শিল্পকৌশল মুহূর্ত্তে লুপ্ত হয়ে যায়—বিধাতার রচনা-কৌশল নিমেষে কলঙ্কমলিন হ'য়ে উঠে—অনাথরোদনে বিশ্ব আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে।

শঙ্কর। সব সত্য গুরুদেব! কিন্তু তার পর কি আর শান্তি আসে না, জগৎ হাসে না, কুসুম ফোটে না? যে বারিপ্রবাহ দেশে বন্যা আনে, কৃষকের শস্যক্ষেত্র ও শস্য ডুবিয়ে দেয়—যার প্রতাপে রাজপ্রাসাদও বিলুপ্ত হয়—সেই বারিই ত জীবের কল্যাণদায়িনী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী জগদ্ধাত্রী। গুরুদেব! শান্তি, সুখ বিপ্লবের চির অনুগামী। আপনি অনুমতি করুন আমরা সেই শান্তির বারি বয়ে নিয়ে আসি—সেই জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রীকে আমরা মাথায় করে নিয়ে আসি—গুরুদেব, প্রসন্ন হউন, আপনি তাঁর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করুন।

মোহন্ত। শোণিতপাতে যে শান্তি, সে কি প্রকৃত শান্তি? বৎস! বিপদে যদি সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে তবে ক্ষুদ্রে আর মহতে প্রভেদ কি?

শঙ্কর। আপনি তবে কি আদেশ করেন?

মোহন্ত। আমি বলি, হিমাচলের মত অটল হ'য়ে থাক। ঝঞ্ঝা আসুক, বজ্রপতন হোক্, কখনও উন্নত শির অবনত ক'রো না। মহতের মত—শ্রেষ্ঠের মত সমস্তই সহ্য কর; যদি তা'তে কোন অঙ্গহানি হয় হোক্। কিন্তু সত্যের জয় এক দিন অবশ্যই হবে। সেই দিনের জন্য বুক বেঁধে অপেক্ষা কর। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন—ধর্ম্মের বিচারে অধর্ম্ম দাঁড়াতে পারবে না। বিদ্রোহ প্রকৃতির নিয়ম নয়—বিপ্লব ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়—বিশ্বরাজ্য ধ্বংসের নয়—রচনার। চির সূর্য্য, চির আলোকই বিশ্ব-নিয়ন্তার বিধি। মেঘ—অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য আসে, থাকে কি?

শঙ্কর। না—না ঠাকুর! এজগতে কেবল ধ্বংস, কেবল মৃত্যু, কেবল অন্ধকার! এখানে শুধুই বিরহ, শুধুই বিপ্লব।

নন্দর। সংসারের দিকে চেয়ে দেখুন, এখানে কেবল বিদ্রোহ, মিলন নাই। ভাই ভা'য়ের গলায় ছুরি দেয়—বুভুক্ষা পীড়িতা জননী পুত্রের কণ্ঠ রোধ ক'রে আপন প্রাণ বাঁচায়—পত্নী পতির মৃত্যুর পথ সহজ করে—বন্ধু বন্ধুর সর্ব্বনাশ ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। এ বিদ্রোহের জগতে মৃত্যুই নিয়ম—ধ্বংসই বিধি। জীব এখানে প্রতি পলে পলে সংগ্রাম নিরত। সংগ্রাম ভিন্ন জীবন নাই। গুরুদেব, দেখুন—ওই যে অগাধ সলিলরাশি বীচিবিক্ষোভশূন্য, শান্ত, স্থির, এখন আলোকপাতে সমুজ্জল হ'য়ে সুপ্তি মগ্ন—একটু নিশ্বাসেই জেগে উঠে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করবে; প্রতি তরঙ্গ আপনার ছোট ভাইটীকে বিনাশ করে, তারই অস্থি, মজ্জা, রক্ত নিয়ে শেষে নিজে বর্দ্ধিত কলেবর হবে।

মোহন্ত। বৎস, স্থির হও। আজ যে মহাতীর্থের তীরে এসে দাঁড়িয়েছ সেখানে আর হিংসার কথা বলো না—শোণিতের কথা বলো না। এই ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র সলিলে একদিন রুধিররঞ্জিত পরশুরামের প্রজ্জ্বলিত হিংসানল নির্ব্বাপিত হয়েছিল—তাঁর শোণিতসিক্ত তীক্ষ্ণ কুঠার একদিন ওই বারিস্পর্শে তৃষ্ণামুক্ত হয়েছিল। ব্রাহ্মণের ক্রোধ, পরশুরামের প্রতিজ্ঞা একদিন এইখানে এসে লয়প্রাপ্ত হয়েছিল—তাই আজ ব্রহ্মকুণ্ড হিন্দুর মহাতীর্থ। সেই মহাতীর্থের তীরে বৎসগণ, ভক্তগণ, বৈষ্ণবগণ, চিত্ত সমাহিত কর—হিংসা ত্যাগ কর—প্রতিহিংসা সাধন কামনার এইখানে চির বিসর্জ্জন হোক্। এই মহাতীর্থ প্রবৃত্তির নয়, নিবৃত্তির। এস বৎস, চল, আজ ওই মহাকুণ্ডে অবগাহন করে, পবিত্র হই।

শঙ্কর। গুরুদেব যেখানে লয়—সেই খানেই আবার উৎপত্তি; এই ত বিধির নিয়ম। আপনার চরণতলে বসে, এই জ্ঞানইত অর্জ্জন করেছি। যেখানে পরশুরামের প্রতিজ্ঞা লয় প্রাপ্ত হয়েছিল—সেই খানেই আবার মাটক জাতির গৌরব সূর্য্য উদিত হোক্; যেখানে তাঁর তৃষাতীক্ষ্ণ কুঠার শান্ত হয়েছিল—সেই খানেই আবার মাটকের শুষ্ক কণ্ঠ অলস তরবারী নবজীবন লাভ করুক। সংগ্রামই ত জীবন গুরুদেব—সংগ্রামই ধর্ম্ম; সংগ্রামই ত হিন্দুর মহাশাস্ত্রের মহা শিক্ষা।

[রঘু নেওগীর প্রবেশ।]

[illegible], সংগ্রামই জীবন, সংগ্রামই ধর্ম্ম—

[illegible] মহাশাস্ত্রের মহাশিক্ষা।

নহর। কে—রঘু? ঠিক বলেছ। সংগ্রামই মহাশাস্ত্রের মহা বিধি—লয়ই হিন্দুর মহা শিক্ষা। ঠাকুর! ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে একদিন শ্রীভগবান শঙ্কিত পার্থকে দেখিয়ে ছিলেন নদী প্রবাহ যেমন সাগর সঙ্গমে ছুটে গিয়ে সাগরেই মিশে যায়—তেমনি নরলোকে যুদ্ধার্থিগণ তাঁরই প্রদীপ্ত বদন মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে; পতঙ্গগণ যেমন বিনাশের জন্যই দীপ্ত হুতাশনে ঝম্প প্রদান করে, তেমনি সমৃদ্ধবেগশালী মানুষ তাঁরই মুখে প্রবেশ করছে। আর স্বয়ং ভগবান নিজেই প্রদীপ্ত বদন বিস্তার ক'রে বিশ্ব সংসার গ্রাস কর্‌ছেন।

মোহন্ত। ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার শাস্ত্রশিক্ষাকে! হায়, এমন মূর্খকেও উপদেশ দিয়েছিলেম! মূঢ় শোন! ধ্বংশ প্রকৃতির বিপ্লব, প্রকৃতির নিয়ম নয়। একদিন যেমন স্বয়ং ভগবান তাঁর বিরাট বিশ্বরূপে দেখিয়ে ছিলেন তিনিই জগৎ, জগতই তিনি;—তাঁর পদতলে রসাতল, পাদদ্বয়ে ধরণী, জঙ্ঘায় পর্ব্বত, তাঁর জানুতে পক্ষি, উরুদ্বয়ে মরুদ্‌গণ, শোভমান—তাঁর বসনে সন্ধ্যা, গুহ্যে প্রজাপতি, নাভিতে আকাশ, কুক্ষি দেশে সপ্ত সমুদ্র গর্জ্জন কর্‌ছে; মুগ্ধ বলিরাজকে বামনাবতারে একদিন যেমন তিনি দেখিয়ে ছিলেন—তাঁর বক্ষে নক্ষত্রনিচয় হৃদয়ে ধর্ম্ম, স্তনে ঋত সত্য—তাঁর মনে চন্দ্র, উরঃস্থলে পদ্মহস্তা কমলা, তাঁর কণ্ঠে মেঘমন্দ্রে সামগান ধ্বনিত হচ্ছে——

নহর! গুরুদেব, আর না—আর না—

মোহন্ত। একদিন যেমন দম্ভ চূর্ণ করার জন্য তিনি দেখিয়ে

ছিলেন তাঁর চারি ভুজে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, নাসায় বায়ু প্রবাহিত—তাঁর নয়ন দ্বয়ে সূর্য্য, বদন মণ্ডলে অগ্নি, বচনে বেদ, ললাটে ক্রোধ ভীম বেগে জ্বলে উঠ্ছে——

শঙ্কর। গুরুদেব, আর বল্‌বেন না—আর বল্‌বেন না। হিন্দুর শাস্ত্র অনন্ত, ব্যাখ্যা অনন্ত, মর্ম্ম অনন্ত——

মোহন্ত। তাঁর স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, অধরে লোভ—তাঁর ছায়ায় মৃত্যু ঘুমিয়ে রয়েছে—নরাধম! এও ঠিক তেমনি, বিশ্বরূপের মূর্ত্তি ভেদ মাত্র। মূর্খ! পাষণ্ড! শাস্ত্রদ্রোহী! তার ব্যাখ্যায় আর প্রয়োজন নাই।

শঙ্কর। গুরুদেব, আমরা সত্যই মূর্খ! তাই শুধু ব্যথা বুঝি। শাস্ত্র ব্যাখ্যায় বেদনার নিবৃত্তি হবে না। যে ব্যাধি অস্ত্র চিকিৎসা চায়—সরল মুষ্টিযোগে তার কি হবে প্রভু। হিন্দুর অনন্ত শাস্ত্র আপনার মুখে থাক্।

মোহন্ত। তবে তোমরা শুধু রাজদ্রোহী শাস্ত্রদ্রোহী নও তোমরা গুরুদ্রোহী?

[নহর ও শঙ্করের গুরু পদতলে পতন।]

নহর। **গুরুদেব** মার্জ্জনা করুন। আমরা আপনার পদাশ্রিত। **আমরা রাজ**দ্রোহী নই, শাস্ত্রদ্রোহী নই, গুরুদ্রোহী নই।

মোহন্ত। **তবে** অস্ত্র ত্যাগ কর—পুষ্প গ্রহণ কর।

নহর। **প্রভু,** এমন আদেশ করবেন না। আজ সমস্ত মাটক জাতি আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছে। আজ মাটকের গৌরব-লক্ষ্মী আমাদের পূজা নেবেন বলে ব্রহ্মকুণ্ড-তীরে উপস্থিত হয়েছেন। তিন শত মাটক আজ মাতৃ

মন্দিরে আত্মবলি দিতে অগ্রসর হয়েছে। গুরুদেব, কঠিন আদেশ প্রত্যাহার করুন—দাসের প্রতি করুণা করুণ।

[রঘুর প্রস্থান।]

মোহন্ত। ছাড়—পদত্যাগ কর। তোমাদের স্পর্শে পাপ আছে। তোমাদের যা' ইচ্ছা কর। তবে জেনো—বিদ্রোহে সুখ নাই, শান্তি নাই, সমৃদ্ধি নাই; জেনো—বিপ্লবে বিনাশ আছে, সৃষ্টি নাই; হিংসা আছে—ত্যাগ নাই—স্নেহ নাই—প্রেম নাই; শোণিত আছে, শান্তি নাই। জেনো, বিদ্রোহ অধর্ম্ম, বিদ্রোহ পাপ, বিদ্রোহ রাক্ষস। যদি গুরুবাক্য লঙ্ঘন ক'রে বিদ্রোহে মত্ত হও, কখনও সুফল ফল্‌বে না—বিষবৃক্ষ অমৃত ফল দেয় না। যদি আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল হ'তে পার—যদি স্বার্থ—দ্বেষ, হিংসা,—জন্মভূমির, জাতির, সমাজের কল্যাণমন্দিরে বলি দিয়ে কর্ম্ম পথে অগ্রসর হও তোমাদের শ্মশানে সুরভি কুসুম ফুটে উঠ্‌বে, আকাশে পুর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হাস্‌বে—মন্দাকিনী কুলপ্লাবিনী হ'য়ে কল্যাণ বিতরণ কর্‌তে কর্‌তে সাগরসঙ্গমে ধেয়ে চল্‌বে। মহাগ্রন্থ গীতার দোহাই দিয়েছ—গীতার শিক্ষা মহা শিক্ষা। সেই শিক্ষাই অবলম্বন ক'রো। মনে রেখো তিনিই শ্রেষ্ঠ যাঁর——

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে।

[প্রস্থান।]

শঙ্কর। শঙ্কর! একি হ'লো ভাই। আজ গুরুদেবও আমাদের ত্যাগ কর্‌লেন?

শঙ্কর। আমাদের অদৃষ্ট—মাটক জাতির অদৃষ্ট। নহর, বুক বাঁধ। কর্ম্ম পথে অগ্রসর হও। মানুষ অভ্রান্ত নয়—গুরু-দেবেরও ভ্রম হতে পারে।

নহর। এমন কথা ব'লো না শঙ্কর! গুরুদেব অভ্রান্ত। কিন্তু মাটক জাতির রোদনধ্বনি একদিকে, আর গুরুবাক্য অন্য দিকে। চল, রঘু কৈ?

শঙ্কর। কি জানি।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

রাণী ও বড়বড়ুয়া।

বড়ুয়া। আমি কি করবো বল? রাজাকে কত রকম ক'রে বুঝালেম, তিনি কিছুতেই শুন্‌বেন না। সমর সজ্জা ক'রে সেনাপতিকে বিদ্রোহ দমনে পাঠাতে তিনি নিতান্তই নারাজ। যদি বলি দেশে বিদ্রোহ জ্বলে উঠেছে, তিনি সে কথাই কাণে তোলেন না। কেবলই বলেন—স্নেহ দাও, ভালবাসা দাও—বিদ্রোহ নিজেই মরে যাবে। তাই যদি হ'বে, তা'হলে শাস্ত্রে শস্ত্রবিস্তার স্থান হ'তোনা—যুদ্ধ নীতি, কুট রাজনীতি বলে কোন কথা থাকৃতোনা।

রাণী। কি জানি, রাজা যেন কেমন এক রকম হয়েছেন। বিশ্বাসের বন্ধন যেন তাঁর দিন দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

বড়ুয়া। তোমাদেরই মুখ চেয়ে আমি এতদিন কষ্টকে কষ্ট মনে করিনি—প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করছি। রাজাত

আর দেশের কোন সংবাদ রাখেন না। যারা দিন রাত দেখ্‌ছে, তারাই বুঝ্‌তে পার্‌ছে। রাজা মনে কচ্ছেন বিদ্রোহ একটা রচা কথা। কিন্তু তিনি ত আর সংবাদ রাখেন না যে চারি দিক থেকে আগুণ জ্বলে উঠেছে। মুসলমানেরা এতদিন ঘুমিয়ে ছিল, সুবিধা বুঝে একটু একটু ক'রে সাড়া দিচ্ছে; মিস্‌মিরাত আছেই। সে দিন জয়ন্তী পাহাড়ের সংবাদ পেয়েছি, তা'ও ত ভাল ঠেক্‌ছে না।

রাণী। আমি স্ত্রীলোক, আমি অত কি বুঝি! যা'তে ভাল হয়, আপনারা তা'ই করুন। রাজা যদি যুদ্ধ কর্‌তে না চান, আপনারাই যুদ্ধ করুন—বিদ্রোহ দমন করুন—সিংহাসন রক্ষা করুন।

বড়ুয়া। শৈল, তুমি বালিকা। আমরা কি কর্‌তে পারি শৈল! রাজাই শক্তি—রাজাই বাহু। রাজার অনুমতি না হ'লে আমরা কি কর্‌তে পারি?

রাণী। দাদা, তবে কি উপায় হবে?

বড়ুয়া। তা' কেমন ক'রে বল্‌বো রাণি! তোমার রাজ্যে কি জানি কোন্ ছিদ্রপথে শনি প্রবেশ করেছে। ময়না সয়তানী—মন্ত্র কুহকে রাজার চৈতন্য লুপ্ত করেছে।

রাণী। তাই যদি হয়, সয়তানীকে দুর ক'রে দেব।

বড়ুয়া। তাই কর, তাই কর! তা'হলে সয়তানীর সহচর রমাও দুর হবে। হায়! দুরদৃষ্ট, আজ আমার চেয়ে রমাই রাজার অধিক বিশ্বাসের পাত্র হয়েছে। মহারাজের অজ্ঞাতে ময়নাকে দূর ক'রে দাও—তা'হলে রাজ্যের অকল্যাণ দূর হ'বে।

রাণী। তাই দেব। আপনি এ রাজ্যের অতি বিজ্ঞ অমাত্য; এক মাতৃস্তনে আমরা দু'জনে পালিত হয়েছি; আমার মুখ চেয়ে এ বিপদে রাজাকে রক্ষা করুন।

বড়ুয়া। শৈল, কেন তুমি বার বার এমন কথা বল্‌ছো? কার জন্য আজ আমি এই বিপুল রাজ্যের বিরক্তি ভাজন হয়েছি,—কার জন্য প্রজার অভিশাপ নিত্য মাথায় করে নিচ্ছি—কার জন্য—আহার নাই নিদ্রা নাই, দিবানিশি শত্রুদমনে ব্যস্ত আছি! আমার কি শৈল? তুমিই বা আমার কে শৈল? বিবাহ-বাসরে রাজার হস্তে যে দিন তোমাকে অর্পণ করেছি, সেই দিনই ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করেছি। তোমার রাজ্যের চিন্তায় যেমন ক'রে আমার দিন যাচ্ছে, যদি তেমন ক'রে ভগবানকে ডাকৃতেম, তা হ'লে কাজ হতো। কিন্তু মায়া! মায়ায় আবদ্ধ হয়েই আজ নিজের কাজ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, তোমাদেরই মঙ্গল বিধানে ব্যস্ত হয়েছি। কেন জান? আমাদের পুণ্যবতী জননীর মুখ মনে ক'রে—তাঁর মৃত্যু শয্যার শেষ অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে হবে বলে,—তোমার মুখে তাঁরই মুখের ছায়া আছে বলে।

রাণী। দাদা, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি আপনাকে ব্যথা দিতে চাই নি। মনের আবেগে হৃদয় আপনা হতেই ব্যক্ত হয়েছে। দাদা, আপনিই রাজ্যভার গ্রহণ করুন—রাজার অনুমতির অপেক্ষায় প্রয়োজন কি?

বড়ুয়া। তুমি রাজরাণী বটে, তথাপি বালিকা। আমরা কে? হীন ছায়া বৈ ত নয়? আলোকই যদি না থাকে তবে ছায়া

কি কখনো বাঁচে শৈল? রাজার অনুমতি না হ'লে, রাজ ভৃত্যের সাধ্য কি যে একটী অঙ্গুলী হেলনেও সমর্থ হয়!

রাণী। মনে করুন, আজ যদি রাজা না থাকতেন, যদি—

বড়ুয়া। যদি না থাকতেন তবে তোমার আদেশ নিতেম। তোমার নামে সেনাপতি সৈন্যদের আহ্বান করতেন।

রাণী। আমার নামে কেন? সিংহাসনের নামে কি রাজকার্য্য চলেনা? আমি কে?

বড়ুয়া। সাধে কি বলি বালিকা! সিংহাসন কি একটা মানুষ যে তার নামে রাজকার্য্য চল্‌বে? যতক্ষণ রাজা, ততক্ষণ সিংহাসন। রাজা হীন, রাণী হীন, দেশে রাজ-সিংহাসন শক্তি হীন—মৃত—শুধু একখণ্ড প্রস্তর মাত্র!

রাণী। আমি নিতান্ত মন্দভাগিনী, তাই রাজার এমন মতিভ্রম দেখ্‌তে হচ্ছে। আমি অল্পবুদ্ধি নারী আমি কি কর্‌তে পারি!

বড়ুয়া। তুমি সব পার। তুমিত সামান্যা নারী নও। রাজার অর্দ্ধাঙ্গিনী তুমি। লখীমপুরের এই দুর্দ্দিনে সিংহাসন শুধু তোমার মুখ চেয়ে রয়েছে। তুমি যদি এখন রক্ষা কর, রাজ্য রক্ষা হবে, প্রজা রক্ষা পাবে—দুষ্টের দমন হবে।

রাণী। আর একবার রাজার কাছে বলে দেখুন। আমিও বল্‌বো। তিনি কি সকলের অনুরোধ ঠেলে ফেল্‌বেন? তাঁর রাজ্য—তাঁরই সিংহাসন—তিনি কি ভাসিয়ে দেবেন?

বড়ুয়া। কি জানি, আজ কাল মন্ত্রভবন রুদ্ধ। রাজার সঙ্গে কা'রো সাক্ষাৎ হয়না। এদিকে যেমন বিপদ উপস্থিত, তা'তে সেনাপতিকে ত্বরাং পাঠাতে হচ্ছে।

রাণী। দাদা, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। রাজা যদি রাজকার্য্য না দেখেন, তাঁর দাসী আছে; রাজ্য রক্ষা তারও কর্ত্তব্য। রাজকার্য্যে শ্রান্ত হয়ে রাজা যদি নিদ্রা যান, আমি তা'হলে বিনিদ্র নয়নে বসে থাক্‌ব। আপনারা রাজ্যের স্তম্ভ, রাজ্যের শক্তি, রাজ্যের জীবন। যতদিন সে শক্তি অটুট থাক্‌বে ততদিন রাজসিংহাসন কলঙ্ক-মলিন হবে না।

বড়ুয়া। তুমিই রাজ্যের লক্ষ্মী। একথা তোমার মুখেই শোভা পায়। এখন আমি বিদায় হই। মন্ত্রভবন যদি আজও রুদ্ধই দেখতে পাই তবে এখনকার মত তোমার আদেশেই সেনাপতিকে স্মরাং পাঠাব। আজ বিদায় হই শৈল, এক দণ্ডেরও আর অবসর নাই।

[প্রস্থান।]

রাণী। [বসিয়া যুক্ত করে] মা অসুরনাশিনি—শত্রুবারিণি—সতী-সীমন্তিনি—দয়াময়ি—রক্ষাকর্—রাজাকে রক্ষা কর্, রাজ্য রক্ষা কর্। রাজার মতি ফিরিয়ে দে মা। রাজসিংহাসনে আবার শক্তি দেমা, শক্তিময়ি! আমি ষোড়শোপচারে তোর পূজা দেব।

[অলক্ষিতে রাজার প্রবেশ]

রাজা। রাণি!

[রাণীর যুক্ত করে অবস্থান।]

রাজা। রাণি! শৈল?

রাণী। মহারাজ! মহারাজ!

রাজা। একি তুমি কাঁদ্‌ছো? কাঁদ্‌ছো কেন শৈল!

রাণী। তুমিই না বলেছিলে সিংহাসন কেঁদে উঠেছে। আমি এ রাজ্যের রাণী, তাই কাঁদছি।

রাজা। রাণি! সিংহাসন যে এতদিন পর কেঁদেছে এত সুখের কথা। হাস রাণী, হাস। তোমার অন্ধ রাজা এতদিন পর যে আবার নয়ন ফিরে পেয়েছে সে জন্য আনন্দ কর। রাজ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে এত দিন কি অন্ধ কারেই ঘু'রে বেড়াচ্ছিলেম! পথ দেখাবার কেহ ছিলনা—আলো দেখাবার কেহ ছিলনা। এতদিন অন্ধ আর এক জন অন্ধের হাত ধ'রে, কেবল অন্ধকারেই যাচ্ছিল। আজ নয়ন পেয়েছি, আলোক দেখেছি, পথ চিনেছি। সেই সরল সহজ পথ—সেই স্নেহের প্রেমের পথ সম্মুখে পড়ে আছে। রাণি! চল রাণি! সেই পথ ধ'রে আজ রাজ্যের বোঝা মাথায় ক'রে দুইজনে যাই; প্রজা সুখী হবে—রাজ্যের লুণ্ঠিত অপহৃত শক্তি আবার ফিরে আস্‌বে। কল্যাণী আবার আশীর্ব্বাদপূর্ণ স্বর্ণপাত্র হাতে নিয়ে তাঁর মন্দির-দ্বারে এসে দাঁড়াবেন। ওকি রাণি! কথা কচ্ছনা যে?

রাণী। কি বল্‌ব মহারাজ?

রাজা। এমন আনন্দের দিনে কি বল্‌বে তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ?

রাণী। আনন্দ নয় মহারাজ, ঘোর বিষাদের সময় এসেছে। যে প্রবল রাজশক্তি বজ্রমুষ্টিতে রাজদণ্ড ধ'রে থাক্‌ত সে শক্তি আজ মন্ত্রকুহকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দাও মহারাজ। যে রাজভৃত্যগণ সহস্র শিরে রাজসিংহাসন বহন কচ্ছিল, রাজশক্তিকে সুপ্ত দেখে তারাও ভয়ে শিথিল হয়েছে! তোমার সিংহাসন বুঝি আর থাকে না। মহা-

রাজ একবার জাগো, একবার ওঠো—বিশ্ব একবার পূর্ণ-তপন-তেজ অনুভব করুক—অন্ধকার দূর হোক্—দুষ্কৃতের দমন হোক্।

রাজা। মহারাণি! অন্তঃপুরেও দেখছি বিদ্রোহ এসে কলরব কর্‌তে সাহস পেয়েছে। বিদ্রোহ এমনি বটে! কার দমন করবো মহারাণি! শান্ত শিষ্ট প্রজা— যারা রাজা আছে বিশ্বাসে সুখে সুপ্তিমগ্ন—তুমি কি বল আকস্মিক বজ্রের মত, তাদের সুখের সংসারে আগুণ জ্বেলে দিলে তোমার শিথিল রাজশক্তি আবার নব বল পাবে? মিছে কথা রাণি—ঘোর আত্মপ্রবঞ্চণা! বিদ্রোহ কোথায় যে তার দমন কর্ত্তে হবে?

রাণী। কেন? যারা সহস্রচক্ষু হ'য়ে সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল দেখছে, তারা বল্‌ছে রাজদ্রোহ সর্ব্বত্র মাথা তুলেছে; এখন দমন না কর্‌লে হয়ত সিংহাসন পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে যাবে!

রাজা। মহারাণি! তুমি স্নেহময়ী—লক্ষ্মীমপুরের লক্ষ্মী তুমি—তুমি সরলা। প্রবঞ্চনার নগ্ন বিকৃতিমূর্ত্তি তুমি দেখ্‌তে পাবে না। তোমার স্নেহের পুণ্য-আবরণে সে মূর্ত্তি সমাবৃত। রাজদ্রোহ নাই মহারাণি! বিদ্রোহ শুধু জেগেছে। রাজ্যের বাহিরেও সে বিদ্রোহ নাই! বিদ্রোহ আছে সিংহাসনের নির্ভরস্তম্ভে—বিদ্রোহ রাজপুরে—বিদ্রোহ রাজসভায়—বিদ্রোহ মন্ত্রভবনে! যদি দমন কর্‌তে চাও—স্নেহ মমতা আত্মীয়তা বিসর্জ্জন দাও। রমণীর হৃদয় নিয়ে—ভগ্নীর হৃদয় নিয়ে এ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হ'ওনা। তোমার

ভ্রাতাকে—রাজ্যের মন্ত্রীকে খসিয়া পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত কর—তার শ্যেন দৃষ্টি থেকে সিংহাসনকে রক্ষা কর। আর যদি না পার তবে চল—রাজপুরী, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন মন্ত্রীর চরণতলে ত্যাগ ক'রে আমরাই বনে চলে যাই। সেখানে স্নেহের রাজত্ব—প্রেমের রাজত্ব স্থাপন করিগে চল। রাজদ্রোহ সেখানে যেতে সাহস কর্‌বে না।

রাণী। ছি ছি! মহারাজ! একি পাপ কথা? অন্ধ অবিশ্বাস আজ তোমাকে এতদূর অন্ধ করেছে? আমার ভ্রাতার উপর অবিশ্বাস! মহারাজ, যে শোণিত আজ আমার হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে—তোমার মন্ত্রীর শিরায় শিরায় কি সে শোণিত নাই? অবিশ্বাস দূর কর মহারাজ! অন্ধকার বিনাশ কর। বিদ্রোহ দমন ক'রে, বিপুল বিক্রমে সগৌরবে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও। আমার ভাইকে অবিশ্বাস ক'রে তোমার রাণীর উপর অবিশ্বাস এনো না।

রাজা। মহারাণি! ক্ষমা কর। বিদ্রোহের কথা ছেড়ে দাও। রাজদ্রোহ যদি থাকে—থাকুক। দু'দণ্ডের শান্তির জন্য, একটুখানি হাসির জন্য তোমার কাছে এসেছি। অন্তঃপুরে ত আজও দুষ্ট রাজদ্রোহ আসে নাই। দু'দণ্ডের জন্য সুখের কথা বল—আশার কথা বল—আনন্দের কথা বল; রাজকার্য্য দু'দণ্ডের অবসর গ্রহণ করুক—রাজা দু'দণ্ডের জন্য আবার মানুষ হোক্—মুকুট আপনার দম্ভ উচ্চ সিংহাসনে দু'দণ্ডের জন্য সুপ্তি-মগ্ন হোক্।

রাণী। তবে তাই হোক্—আর আমি কিছু বল্‌তে চাইনে।

রাজা। মহারাণি! প্রেমময়ী তুমি, সুধাপাত্র পূর্ণ করে স্নেহ

আন, প্রেম আন, শান্তি আন। কুটিল রাজনীতি সে সুধার ধারায় ভেসে যা'ক। তোমার উপর যে দিন অবিশ্বাস আস্‌বে তার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। দেবী তুমি—দেবী থাক। সামান্যা নারীর সংকীর্ণ হৃদয় দিয়ে তোমার নারী-মহিমা আচ্ছন্ন ক'রো না।

রাণী। মহারাজ। আমি পুত্রহীনা, তাই তোমার এত অবহেলা! আমি দেবী হই—দানবী হই—এ রাজ্যের রাজার রমণী। আহত লাঞ্ছিত রাজ-শক্তি যদি তোমার কাছে আশ্রয় না পায়, আমি তাকে কোলে তুলে নেব।

[প্রস্থান।]

রাজা। সেই ভাল—তবে সেই ভাল! হায় মিথ্যা বিদ্রোহ, কেন তুই আমার সুখের সংসারে এমন অভিশাপ এনেছিস্?

[প্রস্থান]





চতুর্থ দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান।

ময়নার প্রবেশ।

ময়না। কেমন থরে থরে ফুল ফুটেছে, যেন হাস্‌ছে। আচ্ছা এত ফুল কেন ফোটে, আবার কেনই বা শুকিয়ে যায়? সাজানো বাগানে সবই সাজানো। এখানে গাছটী ধ'রে, ডালটী বেড়ে আপন মনে লতাটী উঠে না। আহা! হল্‌দি পাহাড়ের গায়ে, পাতার আড়ালে কেমন চাঁপা ফুল ফুটে থাকে। সাঁঝের তারা আড়াল থেকে উঁকি দেয়—গাছের ডালে লুকিয়ে লুকিয়ে দোয়েল ডাকে। সেখানে কত সুখ—কত আরাম। শাম্‌লা ঘাসের উপর আঁচল পেতে বসে, জল ছুট্‌ছে—মেঘ ছুট্‌ছে, চাঁদ ছুট্‌ছে দেখতে কত সুখ। কত দিনেই যে আবার যেতে পাব। রাণী বলে যাও—রাজা বলে থাক—রমা কথাই বলে না; যাব বল্লে, ডাগর ডাগর চোখ তুলে মুখের দিকে চেয়ে থাকে! আমরা গরীব দুঃখী আমাদের কি এত সয়? হরিণের

পেছনে ছুটে বেড়াব—ধবলী গাইয়ের শিং ধ'রে নাড়া দেবো —গলা ডুবিয়ে নদীর জলে ভেসে যাবো। এত বাঁধাবাঁধি—এত অলস দিন একি আমার ভাল লাগে।

[রমার প্রবেশ।]

রমা। ময়না!

ময়না। রমা, আমি আর থাক্‌বো না রমা।

রমা। না থাক্‌লে কে তোকে বেঁধে রাখ্‌তে পারে ময়না!

ময়না। রাগ কর্‌লি?

রমা। না রে ময়না—রাগ নয়। সারাদিন কত কাজে ছুটে বেড়াই—মাঝে মাঝে তোকে যে দু'দণ্ড দেখ্‌তে পাই, তা'ও তোর সইল না।

ময়না। বলে কি? আমি কি তাই বল্‌ছি? এমন ধরাবাঁধা আমার ভাল লাগে না। আচ্ছা রমা, তুই সারাদিন এত কি করিস্?

রমা। রাজ-সেবা।

ময়না। সে আবার কি?

রমা। তুই মেয়ে মানুষ, সে কথায় তোর কাজ নাই ময়না।

ময়না। কেন? মেয়ে মানুষের কি সব কথা শুন্‌তে নাই? তবে রাণীর সঙ্গে মন্ত্রীর অত কথা হয় কেন?

রমা। ময়না, রাজা রাণীর সবই শোভা পায়। রাজা যা' বলেন আমি তা'ই করি।

ময়না। রাজা কি বলেন?

রমা। (হাসিয়া) ময়না, ওই টা জিজ্ঞাসা করিস্‌নে-- বল্‌তে গেলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হবে।

ময়না। তবে আমিও শুন্‌বো না। রমা, তুই সরে যা ওই ছাথ্‌ রাণী আস্‌ছেন।

রমা। ময়না—

ময়না। কি রে রমা !

রমা। তুই যাস্‌ নে——

ময়না। আচ্ছা, আচ্ছা। ওই ছাথ্‌ রাণী এলেন——

[রমার প্রস্থান ও রাণীর প্রবেশ।]

রাণী। ময়না, একা কি কর্‌ছিস ?

ময়না। ফুল দেখ্‌ছি। তোমাদের সাজানো ফুলে প্রাণ নাই।

রাণী। ফুলের আবার প্রাণ কি ?

ময়না। তুমি রাণী—তুমি রমণী—বল কি ? ফুলের প্রাণ নাই ? যদি তুমি দেখ্‌তে—বিকেল বেলা হল্‌দি পাহাড়ের মাথা যেখানে ঠেকে, আমি সেই খানে দু'টো লতা বুনেছি। রোজ নিজেই জল দি'—আর চাঁদ উঠ্‌লে তীর ধনুক নিয়ে কতক্ষণ ব'সে থাকি—হরিণ তাড়াই। মারিনে—শুধু ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দি। সে লতা যদি দেখ্‌তে, তা'হলে বুঝ্‌তে ফুলের প্রাণ আছে কি না।

রাণী। তুই যে এখানে আজও আছিস্‌! তোর লতা যদি হরিণে মুড়িয়ে দিয়ে থাকে।

ময়না। তা' কি কর্‌বো বল ; তোমার ফুল গাছ যদি পোকায় কাটে—রোদে শুকিয়ে যায় ?

রাণী। তা' যায় যাবে। আমি ত আর অত ফুল ভাল বাসিনে।

ময়না। বল কি ! দেবতায় ফুল চায়—তুমি ফুল চাও না ?

রাণী। কি এ বালিকা ! এত দিনেও বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

আচ্ছা ময়না, আজ যদি তুই রাজরাণী হ'স্, তা'হ'লে কি করিস্?

ময়না। (হাসিয়া) রাজরাণী! আমি হ'তেই পারিনে।

রাণী। কেন পারিস্ নে?

ময়না। তা' জানিনে। আমার বোধ হয় ভাল লাগে না।

রাণী। তবে তুই যা——আজই চলে' যা।

ময়না। গেলে ত আমি বাঁচি—যেতে যে পারিনে।

রাণী। তুই রাক্ষসী—মায়াবিনী! তুই চলে যা ময়না। তুই থাক্‌লে আমার সুখ নাই—তৃপ্তি নাই—শান্তি নাই।

ময়না। তুমিও রমণী, আমিও রমণী। তুমি রাজরাণী, আমি ভিখারিণী। আমার কি সাধ্য যে আমি তোমার সুখের বিঘ্ন করি। তুমি বল যেতে—রাজা বলেন থাক্‌তে!

রাণী। তা তিনি বলুন। অন্তঃপুরে রাজার আদেশ চলে না। রাজা এখন আত্মবিস্মৃত, তাঁর মাথার ঠিক নাই। এ রাজ্যের এখন রাজা নাই—শুধু রাজার দাসী আছে—রাণী আছে!

ময়না। তবে ত আমার যাওয়া হবে না।

রাণী। কেন?

ময়না। আমি যে তাঁর মা।

রাণী। কি? রাজার জননী তুই?

ময়না। রাজার নয়—রাজার নয়। যে আমাকে মা বলে ডেকেছে তার।

[প্রস্থান।]

রাণী। বালিকা প্রহেলিকাময়ী—স্বপ্নময়ী—কিন্তু সয়তানী!

[প্রস্থান।]

[রাজার প্রবেশ।]

রাজা। বালিকা কল্যাণময়ী, স্নেহময়ী—বালিকা জগদ্ধাত্রী। ময়নাও রমণী—রাণীও রমণী! প্রধান অমাত্যকে অবিশ্বাস করেছি ব'লে, আজ রাণীও মনে করেছে আমি পাগল। হায় রাণি! যদি জান্‌তে রাজত্বের ভাণ চেয়ে সত্য রাজত্ব কত কঠিন—যদি বুঝ্‌তে বিশ্বাসেই গ্রহ নক্ষত্র চলে বটে, কিন্তু বিশ্বাস হারা'লে দীপ্ত উল্কাপিণ্ড শীতল বায়ু রাশি দগ্ধ ক'রে, অন্ধকারে পতিত হয়! সে পতন কি ভীষণ—কত উচ্চ হ'তে কত নিম্নে! রাজার বোঝা নিজে মাথায় তুলে নিয়েছ। বেশ! দ্যাখ, তা'তে কত সুখ—কত শান্তি আছে! আমি দু'দিনের জন্য বিশ্রাম লাভ করি।

[প্রস্থান।]



পঞ্চম দৃশ্য।

—◆◆◆—

মহাবন।

[নহর কোড়ার প্রবেশ।]

নহর। সব বিসর্জ্জন দিয়েছি! শক্তিময়ী, জ্বালাময়ী, অগ্নিময়ী প্রতিহিংসা, তোমার মন্দিরে গুরু পর্য্যন্ত বলি দিয়েছি! আর কেন? এস, এই বাহুমূলে বল দাও—হৃদয়ে সাহস দাও—অপমানের রক্তরাঙ্গা প্রতিশোধ নিয়ে তৃপ্ত হই—মাটক জাতির কলঙ্ক দূর করি!

[শঙ্করের প্রবেশ।]

শঙ্কর! সংবাদ কি?

শঙ্কর। সংবাদ শুভ। সেনাপতি নাই—মন্ত্রীর আদেশে স্থারাং চলে গেছে।

নহর। মন্ত্রীর আদেশে! রাজা কোথায়?

শঙ্কর। রাজা রাজকার্য্য দেখেন না। মন্ত্রীই এখন রাজা।

নহর। শঙ্কর! তবে ত এই সুসময়। সেনাপতি নাই—রাজ্য

অরক্ষিত—এই ত সুযোগ। বড় বড়ুয়ার গর্ব্বিত শির ধূলি লুণ্ঠিত করার এই ত সুযোগ শঙ্কর। আর সকলে কতক্ষণে আস্‌বে ?

শঙ্কর। ঠিক দুই প্রহর রাত্রে! রঘু কোথায় ?

নহর। কি জানি ? সে কখন্ আসে, কখন্ যায়, কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। রঘুর ভাবগতিক বড় ভাল ঠেকে না।

শঙ্কর। নহর, যে কার্য্যে হাত দিয়েছি, তা'তে এক জন মাটককে অত শীঘ্র সন্দেহ করাটা ঠিক নয়।

নহর। রঘু ভীরু—রঘু লোভী তাই সন্দেহ হয়। শঙ্কর! আজ কেন যেন মনে হচ্ছে গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করাটা বোধ হয় ভাল হ'লো না। কিন্তু আরত ফিরিবার উপায় নাই।

শঙ্কর। ভবিষ্যৎ কে জানে ভাই! এ সময়ে যদি ডুবি, তাতেই বা ক্ষতি কি ? আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যদি প্রাণপাত হয় তাতে অধর্ম্ম নাই, বরং পুণ্য আছে। সে মরণ মৃত্যু নয় নহর, তা' চির-অমরত্ব। মৃত্যু যে কি কৌশলে অমরত্ব দান করে সে কাহিনী কেবল স্বদেশের পদতলে আত্মবলির ইতিহাসেই লেখা আছে। ঘৃণিত কুক্কুরের মত লাঞ্ছিত জীবন বহন করার চেয়ে মৃত্যু কি শত গুণে শ্রেয়ঃ নয় ? যে নিজে নিজের মানরক্ষা করতে অসমর্থ—স্বজাতিগৌরব রক্ষা করতে শক্তি-হীন—তার বেঁচে থেকে পরের পাদুকা বহনে লাভ কি ? আজ যদি তুমি পশ্চাৎপদ হও, কাল দেখ্‌বে মাটকের নাম পৃথিবীর মহাপত্র থেকে উঠে গেছে। বড় বড়ুয়া কে ? তার কাছে অপমানিত হয়ে, বেঁচে থাকা, একি মাটকের প্রাণে সহ্য হয় ?

নহর। যা বলেছ, সবই ঠিক। কিন্তু রাজার সঙ্গে আমাদের বিবাদ কি ভাই?

শঙ্কর। কিছুই না। আমরা রাজদ্রোহী নই। রাজা যখন স্বহস্তে অত্যাচারী অমাত্যদের বিচার ভার গ্রহণ কর্‌লেন না—যখন শত চেষ্টাতেও বড় বড়ুয়ার কুচক্রে রাজকর্ণে কাতর কণ্ঠ প্রবেশ লাভে অসমর্থ হ'লো—তখন প্রতিকার ভার নিজে না নিলে আর কে নেবে ভাই?

নহর। তা' বটে; কিন্তু গুরুদেব এক দিন বলেছিলেন, দুষ্ট-দলন পরমেশ্বর কর্‌বেন—মানুষের তা'তে কোন অধিকার নাই।

শঙ্কর। তবে রাজার হস্তে, রাজ-দণ্ড কেন?

নহর। রাজা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অংশ—রাজা দেবতা।

শঙ্কর। নহর, তবে যে পিশাচকুল রাজসিংহাসন ঘিরে রেখেছে আমরা তাদের দূর ক'রে দিয়ে রাজপদে পুষ্পমালা অর্পণ কর্‌বো—রাজাকে নিতান্ত আপনার ক'রে নেবো—রাজার মহামহিম গৌরবান্বিত সিংহাসনে তাঁকে আবার বিজয়-নিনাদে স্থাপন কর্‌বো—

নহর। সেই ভালো শঙ্কর! সেই ভালো! তবে বল জয় মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের জয়!

শঙ্কর। জয় মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের জয়।

[রঘুর প্রবেশ।]

রঘু। জয় মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের জয়।

নহর। }
শঙ্কর। } —জয় মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের জয়।

নহর। রঘু, তোমার এত বিলম্ব হ'ল কেন?

রঘু। বিলম্ব! অঁ্যা—এই—ইয়ে—অন্ধকারে পথ চিনতে পারি নাই।

নহর। অন্ধকার! আজ যে পূর্ণিমা!

রঘু। তাই নাকি? বনের মধ্যে বড়ই অন্ধকার।

নহর। [ছুরি বাহির করিয়া] শঙ্কর! আর বিলম্ব কেন? মন্ত্র-দীক্ষা হোক্।

শঙ্কর। তুমিই গুরু—তুমিই পুরোহিত। বল—মন্ত্র বল।

[নহর কর্ত্তৃক স্ববক্ষে ছুরিকাঘাত এবং
ক্ষত হইতে রক্ত পতন।]

রঘু। একি! একি! এ যে রক্ত!

নহর। ভয় নাই রঘু! চক্ষুকে অভ্যস্ত ক'রে নাও। হৃদয়-শোণিত না দিতে পারলে মহাযজ্ঞের সাধনা হয় না। শঙ্কর! এই স্তাখ হস্তি দন্তে খোদিত রাজ-প্রতিকৃতি। এই দেবতার সম্মুখে মাটক হৃদয়ের তপ্ত শোণিত স্পর্শ কর—

[শঙ্কর কর্ত্তৃক তথাকরণ।]

বল—'যত দিন প্রাণ তত দিন মান—রাজাই দেবতা,

শঙ্কর। যত দিন প্রাণ তত দিন মান—রাজাই দেবতা।

নহর। রঘু, এস। মাটক শোণিত—তোমার আত্ম-শোণিত তোমার বন্ধুর শোণিত স্পর্শ কর, আর এই প্রত্যক্ষ দেবতার সাক্ষাতে বল—

"যত দিন প্রাণ তত দিন মান—রাজাই দেবতা।"

রঘু। (তথা করিয়া) যত দিন প্রাণ ততদিন মান—রাজাই দেবতা।

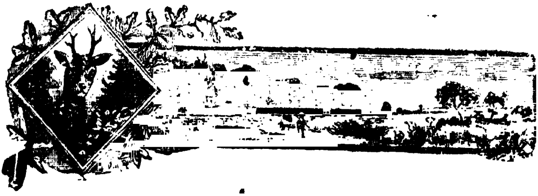
নহর। বল, জয় নৃপতির জয়—জয় দেবতার জয়।

রঘু
শঙ্কর } জয় নৃপতির জয়—জয় দেবতার জয়।

[দূরে বংশীধ্বনি।]

নহর। শঙ্কর। ওই শুন বংশীধ্বনি। আর বিলম্ব করা হবে না। আজ মাটক বীরদের মন্ত্রদীক্ষা দিতে হবে—সুপ্রভাতে যজ্ঞারম্ভ!

[সকলের প্রস্থান।]



ষষ্ঠ দৃশ্য।

পর্ব্বত পার্শ্বে বন।

[গান গাহিতে গাহিতে ময়নার প্রবেশ।]

(গান।)

হেথা কেন এত কথা, ছলনা!
এরা আপন চরণে কাটিয়া কৃপাণে
কাঁদে, বাজে বলি বেদনা।
আপনারে এরা বুঝে ত দেখে না,
মিছে কাজে শুধু করে আনাগোনা,
ছায়া নিয়ে হায়, দিন বয়ে যায়—
কান্না তরে নাহি সাধনা।

প্রাণ কাঁদে যবে করি' হায় হায়,
কে হাসে তখন, কেবা গান গায়—
কে করে স্বপনে কামনা;

তিমির মাঝারে চিরকাল যার—
গেলরে ফুরায়ে জীবনের সার,

সে কেমনে হায়, করিবে ধরায়
তরুণ অরুণে ধারণা!—
শুধু দিবা রাতি কথা, ছলনা।

[সুবাহুর বেগে প্রবেশ।]

সুবাহু। ময়না, তুমি পলাও।

ময়না। কেন? কে তুমি?

সুবাহু। আমি একজন নগর-রক্ষক-সৈন্য। আমি মিনতি করে' বল্‌ছি, পলাও।

ময়না। পলাব! কোথায়? কেন?

সুবাহু। যেখানে তোমার ইচ্ছা; এ রাজ্য ছেড়ে যেখানে খুসী সেখানে যাও।

ময়না। যদি না যাই?

সুবাহু। যদি না যাও তবে তোমার বড় বিপদ হবে।

ময়না। বিপদ! আমার আবার বিপদ কি? আমি রমণী—কারো সঙ্গেত আমার শত্রুতা নাই।

সুবাহু। সেই জন্যই ত তোমার বিপদ হবে। আমার কথা রাখ ময়না, পলাও। চল, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসি।

ময়না। আমার বিপদ হবে বল্লে না?

সুবাহু। তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।

ময়না। ধরে নিয়ে যাবে! কে?

সুবাহু। সে কথা প্রকাশ করার অধিকার আমার নাই।

ময়না। আমারও যে পলাবার অধিকার নাই।

সুবাহু। তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পারছিনে ময়না।

ময়না। সে কি? বুঝ্‌তে পারছ না?

সুবাহু। না।

ময়না। তোমার মা আছে?

সুবাহু। মা আছে; তা'তে তোমার কি?

ময়না। তোমার বিপদের সময়, তোমার মা কি তোমায় ফেলে পলাতে পারে?

সুবাহু। তা, জানি না—বোধ হয় পলায় না।

ময়না। আমারও তাই পলাবার উপায় নাই।

সুবাহু। তোমার ছেলে আছে? তবে তাকেও সঙ্গে নিয়ে চল। চল ময়না, আর বিলম্ব করো না।

ময়না। আমার ছেলে যে যেতে চায় না!

সুবাহু। কে তোমার ছেলে ময়না?

ময়না। কেন? তুমি কি নও?

সুবাহু। ময়না——

ময়না। আমি ময়না নই—আমি তোমার মা।

সুবাহু। মা, চল, এখনই হয়ত তারা আস্‌বে।

ময়না। কে তারা? তাদের কি মা নাই?

সুবাহু। তবে তুমি যাবে না?

ময়না। না।

সুবাহু। কি উপায় হবে মা?

ময়না। কিসের উপায়?

সুবাহু। তোমাকে কেমন করে রক্ষা করবো?

ময়না। সে জন্য তুমি ভেব না।

সুবাহু। মা—মা—ওই দেখ তারা আস্‌ছে। এখনও পলাও মা।

ময়না। (হাসিয়া) তুমি বুঝি জান না যে আমি একজন আহম-ছুহিতা! কৈ তারা, দেখি——

[অগ্রসর হওন।]

[সুদাস ও ঝুম্মনের প্রবেশ।]

সুদাস। এই যে—এই যে——

ঝুম্মন্। কি সুবাহু, ডুব দিয়ে জল খাওয়া না কি? মনে করেছ নিজেই ময়নাকে নিয়ে গিয়ে বাহাদুরী নেবে? সে দিন যে বড় বড়াই করা হচ্ছিল!

ময়না। তোমরা কি আমায় ধরে নিয়ে যাবে?

সুদাস। তাই মনে করেই ত আসা।

ময়না। কে তোমরা?

ঝুম্মন্। অত কথার দরকার নাই; চল, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল।

[হস্ত ধরিতে অগ্রসর হওন।]

সুবাহু। সাবধান ঝুম্মন্! এক লাঠিতে তোর মাথা ভেঙ্গে দেব।

ঝুম্মন্। ও বাবা! রেখে দে তোর ভাঙ্গা লাঠি! কখনও লাঠি ধর্‌তে শিখেছিস্! আমি ঢের ঢের লাঠি দেখেছি!

[ময়নার হস্ত ধারণ।]

ময়না। ছাড়—ছাড়—আমাকে স্পর্শ ক'রোনা!

সুবাহু। নরাধম! কাপুরুষ! রমণীর উপর অত্যাচার!

[আক্রমণ।]

ঝুম্মন্। তবে রে সুবাহু! ঝুম্মনের লাঠির গুতো জানিস্‌নে—

[পরস্পর আক্রমণ।]

ময়না। কেন তোমরা অনর্থক বিবাদ কর। ছি ছি! ভা'য়ে ভা'য়ে কি কলহ করে?

সুবাহু। পলাও মা—এখনও পলাও। আমার প্রাণ থাকৃতে তোমার ভয় নাই।

ময়না। আমি আহমের মা। ভয় কাকে বলে জানিনে। কে তোমরা? কেন আমাকে ধর্‌তে চাও?

ঝুম্মন্। তোর সঙ্গে আজ থারুমণি পিন্ধা হবে—তাই।

[পুনঃরায় হস্ত ধরিতে অগ্রসর হওন।]

ময়না। (সরিয়া গিয়া) ভীরু! মাতৃদ্রোহী——

[গুপ্ত অস্ত্র বাহির করণ।]

সুদাস। ওরে এযে দেখ্‌ছি বাঘিনী। ময়না, যদি ভাল চাস্ তবে আমাদের সঙ্গে আয়।

ময়না। দূর হও তোমরা।

[প্রস্থানোদ্যত।]

সুদাস। বটে——

[যষ্টিদ্বারা ময়নাকে আঘাত।]

ময়না। মা গো——

[ভূমিতলে পতন।]

সুবাহু। পিশাচ! মাতৃহত্যা করলি!

[সুবাহু কর্ত্তৃক আহত হইয়া সুদাসের পতন।]

ঝুম্মন্। মার্—মার্—

[সুবাহুকে আক্রমণ; আঘাত প্রাপ্ত হইয়া সুবাহুর পতন। ময়নার উত্থানের চেষ্টা।]

ঝুম্মন্। (ময়নাকে ধরিয়া) এখন ময়না—এখন—

[ঝুম্মনের ময়নাকে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা।]

ময়না। রক্ষা কর—রক্ষা কর—এ রাজ্যে কি এমন সন্তান একজনও নাই যে তার জননীর মান রাখ্‌তে পারে—

সুবাহু। (উঠিয়া) আছে—আছে—

[ঝুম্মন্‌কে আক্রমণ; ময়নাকে ত্যাগ করিয়া ঝুম্মনের পলায়ন। সুবাহু কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবন।]

ময়না। একি! এ রাজসৈন্য কি অচেতন!

[নিকটে বসিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন এবং শুশ্রুষা।]

সুদাস। মা—মা—মরি যে—উঃ—

ময়না। ভয় নাই বাছা। আহা, তোমার বড় আঘাত লেগেছে দেখ্‌ছি। [শুশ্রুষা।]

সুদাস। একটু জল মা— [উত্থানের চেষ্টা।]

ময়না। তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি ওই ঝরণা থেকে জল এনে দিচ্ছি।

[অঞ্জলিপূর্ণ জল আনয়ন। জল পান করিয়া সুদাসের ধীরে ধীরে উঠিবার চেষ্টা।]

ময়না। তুমিত নিজে উঠ্‌তে পারবে না। আমার হাত ধর।

সুদাস। (ময়নার পদ ধারণ করিয়া) আমায় ক্ষমা কর মা।

ময়না। তুমি কি জান না যে পাগল ছেলে তার মার বড় আদরের ধন। তার উপর কি রাগ থাকে? ওঠ—আমার হাত ধর।

সুদাস। (পদত্যাগ না করিয়া) বল মা, আমাকে মার্জ্জনা করলে।

ময়না। মার্জ্জনা ত করেছি সুদাস। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর আর রমণীর দেহে আঘাত করবে না, রমণীর উপর অত্যাচার করবে না। যে রমণী বিশ্বের জননী, সে শক্তি-হীনা নয় সুদাস। স্বয়ং ভগবতী আপন অনন্ত শক্তি দিয়ে তাকে ঢেকে রাখেন।

সুদাস। আর না মা—আর না। আজ থেকে এই বাহু জননীর চরণ সেবায় নিযুক্ত হলো। ওই অস্ত্র আজ থেকে রমণীর রক্ষার জন্য জেগে থাকবে। আমায় মার্জ্জনা কর মা—আশীর্ব্বাদ কর।

ময়না। তোমার শক্তি অক্ষয় হোক্।

[সুদাসের উত্থানের চেষ্টা ও পতন।]

ময়না। (সুদাসকে ধৃত করিয়া) আহা হা! অমন ক'রে কি উঠ্‌তে পার—তোমার যে আরও ব্যথা লাগ্‌বে। আমার হাত ধরে ওঠো। চল, তোমার বাড়ীতে রেখে আসি।

[ময়নার হস্ত ধরিয়া সুদাসের উত্থান।]

সুদাস। আমি লাঠিতে ভর করেই যেতে পারবো মা।

ময়না। না না—তা' তুমি পারবে না। আমার কাঁধে ভর করে' চল। চল্‌তে পারছো না? আহা, এমন কঠিন আঘাতই লেগেছে! চল, খুব ধীরে ধীরে হেঁটে যাই। কিছু দূর যেয়ে না হয় আবার বিশ্রাম করবে চল।

[ধীরে ধীরে অগ্রসর হওন।]

সুদাস। দয়াময়ি! তুই কে মা!

ময়না। আমি আহমের মা—আমি তোমার মা।

[ধীরে ধীরে সুদাসকে লইয়া প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন পথ।

(ছদ্মবেশে রাজা।)

রাজা। এখানে কত তৃপ্তি, কত আরাম। রাজ্যের কোলাহল এ বনপ্রান্তে প্রবেশ করে না। এই বৃক্ষ, ওই লতা ওই সব কলকণ্ঠ বিহগকুল—এখানে প্রকৃতি রাণীর অবাধ স্বাধীন রাজত্ব। এ রাজত্বে বিদ্রোহ নাই—মন্ত্রী নাই—নগর রক্ষক নাই। এখানে মিথ্যা সত্যের ভাণ করে না—এখানে দম্ভ গর্ব্বস্ফীত হ'য়ে সিংহাসনের দিকে কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। এ রাজত্বে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই—শুধু প্রেম, মুক্ত প্রেম—শুধু শোভা, শুধু হাসি। হায় বিধি, পৃথিবীর রাজার অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য লেখনি কেন?

[রমার প্রবেশ।]

রমা। মহারাজ——

রাজা। রমা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী রমণীর মুক্ত স্বাধীন রাজত্ব দেখ। কি উদার—কি বিপুল—কি সুন্দর! দেখ দেখ, অণাঘ্রাত, প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল কুসুম পরিমল ছড়িয়ে রাণীর তুষ্টি সাধন করছে, বিহগকুজনে বিজয়-গীতি ধ্বনিত হচ্ছে—লতা বিতানে ফুল-রাণীর সিংহাসন।

রমা। মহারাজ——

রাজা। কি রমাপতি! আজ আবার রাজার জন্য কি সংবাদ এনেছ?

রমা। নগর-প্রান্তে যে সকল গ্রাম ছিল, মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশে সব ভস্ম হয়ে গেছে! বিদ্রোহীদের ভয়ে বৃহৎ জনপদ জনশূন্য—রাজধানী শ্মশানের মত নীরব।

রাজা। যে অনলে দরিদ্র গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে অনলে মন্ত্রী দগ্ধ হয় নাই! চল, আজ আবার তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে তাদেরই সঙ্গে কাঁদিগে।

রমা। বিদ্রোহীরা খাদ্যের অভাবে, সাহায্যের অভাবে যা'তে এদিকে আর আস্‌তে না পারে—মন্ত্রী মশায় তাই এরূপ আদেশ দিয়েছেন।

রাজা। বেশ—ভাল! সেনাপতি কোথায়?

রমা। মন্ত্রীর আদেশে স্যারাং-এ বিদ্রোহ দমন কর্‌তে গিয়েছেন।

রাজা। প্রতি নিশীথে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিদ্রোহ কোথায় রমা, যে তার একান্ত দমন প্রয়োজন? বিদ্রোহ যদি রাজপুরীর এত নিকটেই এসে থাকে, তবে এ সময়

সেনাপতিকে দূরে পাঠাবারই বা প্রয়োজন কি? রমা, আজই সেনাপতিকে ফিরে আস্‌তে সংবাদ দাও। গোপনে লোক পাঠাও।

রমা। যে আদেশ মহারাজ। আজই পাঠাব।

রাজা। শুন্‌তে পাই কয়েকজন মাটক প্রজা নাকি ক্ষেপে উঠেছে। তারা কি চায়?

রমা। রাজ-সিংহাসন-তলে অপমানের বিচার চায়।

রাজা। সেও কি বিদ্রোহ! ছি ছি! হৃদয়মধ্যে ক্রূর স্বার্থ নিয়ে মন্ত্রীত্বের ভাণ করা কি বিড়ম্বনা নয়? হায় রমা! হীন ক্ষমতাদর্প আজ রাজশ্রীকে নিতান্ত অনাথিনীর বেশে রাজপুরী হতে তাড়িয়ে দিয়েছে!

রমা। মহারাজ! দাসকে অনুমতি করুন আপনার ছদ্মবেশ খুলে নি; উলঙ্গ কৃপাণ করে আপনি আদেশ করুন, আমি পদাঘাতে সেই হীন ক্ষমতাদর্প ধূলি পরিণত করি—ছলনার নগ্নমূর্ত্তি বিশ্ববাসীর চক্ষের সম্মুখে এনে ধরি।

রাজা। রমা, তুমি পার্‌বে না। যতদিন তারা রমণীর অঞ্চল-ছায়ে থাক্‌তে পাবে, ততদিন পার্‌বে না। এখন শুধু স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, অর্থ দিয়ে প্রজাদের দুঃখ দূর কর্‌তে চেষ্টা কর। প্রতি রজনীর মঙ্গল-ব্রত প্রতি রজনীতে উদ্‌যাপিত হোক্‌।

রমা। তবে তাই হোক্‌। যে রমণীর অঞ্চল—ছায়ে খল সর্প প্রতিদিন বর্দ্ধিত হচ্ছে, সে রমণী কে মহারাজ?

রাজা। আর কেহ নয়—আমার জীবন-সহচরী, আমার দুঃখের সঙ্গিনী, সুখের অংশ ভাগিনী—কাতর প্রজাদের জননী সে রমণী—তোমাদের রাণী।

রমা। মহারাণী! তবে উপায় কি মহারাজ?

রাজা। উপায়? উপায় নিজেই সময়মত এসে দেখা দেবে। মিথ্যা কত দিন বাঁচে রমা—ভ্রান্তি কতদিন থাকে?

রমা। শান্ত, সুশীল প্রজারা যে অকারণে নিপীড়িত হচ্ছে। তা'দের কে রাখ্‌বে?

রাজা। আমার দুরদৃষ্ট! তাদেরও দুরদৃষ্ট যে তারা এতদিনও রাজা ছেড়ে বনবাসে যায় নাই। তাদের কে রক্ষা কর্‌বে? কি জানি, কেমন করে বল্‌বো তাদের কে রক্ষা কর্‌বে!

[ময়নার প্রবেশ।]

ময়না। আমি তাদের রক্ষা করবো।

রাজা। একি! এ কি বেশ মা! কমলার মত ওই রাঙ্গা হাতে একবার শতদল নিয়ে দাঁড়া মা! ওই শাণিত তরবারি ফেলে দে—ওই শোণিত-পিপাসু ত্রিশূল ত্যাগ কর্। নে মা—ফুল নে মা—নিবিড় কাননে ফুলের মত ফুলের সাথে ফুটেছিলি—ফুল নে—ফুল নে। তোর পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ কেন? বক্ষে কবচ কেন? অসুর-দলনি, আজ কি অসুর নাশ কর্‌তে দশ প্রহরণ নিয়ে, ওই মেঘলোক থেকে নেমে এলি? এ কি বেশ মা?

ময়না। 'রাজা, রমণীর বাহুতে কি বল নাই? রমণী-হৃদয়ে কি শক্তি নাই? আমি আহমদুহিতা। আমার রাজা—রাজার সিংহাসন, আজ দুষ্টতাড়নায় শঙ্কিত। আমি যদি ওই ফুলের মত পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকি, তা'হলে কেন মিছে তরবারি ধর্‌তে শিখেছিলেম।

রমা। ময়না—ময়না——

ময়না। রমা, তোর সঙ্গে ছেলে বেলায় লক্ষ্যবেধ কর্‌তে শিখ্‌তেম—বুড়ো সর্দার কত যত্ন ক'রে অস্ত্র ধর্‌তে শিখিয়ে ছিলেন। আয়, রমা আয়! আজ দেশের জন্য, আমার রাজার জন্য, আমার রাজার সিংহাসনের জন্য—না, না রমা! আমার ছেলের জন্য, আয়, রমা আয়! আজ অস্ত্র ধরি। রমা, চুপ ক'রে রৈলি যে? তোর সাহস হচ্ছে না? তোর বিশ্বাস হচ্ছে না?

রাজা। ময়না—ময়না—তুমি কি? সত্যই কি মা তুই জগদ্ধাত্রী?

ময়না। আমি দেবী নই,—আমি জগদ্ধাত্রীও নই—ক্ষুদ্র মেষ-পালিকা। আমি আমার রাজার মা—আমি তোমার মা—আমি আহমদুহিতা।

রাজা। মা—চল্ মা—আজ তোকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি একবার প্রজা হই। রাজার মুকুট তোর পায়ে রেখে আমি একবার মানুষ হই—রমার হাতে কৃপাণ দিয়ে চল্ মা, আমি একবার শান্ত হই——

ময়না। (হাসিয়া) সিংহাসন! আমার হল্‌দি পাহাড়ের ঘাসের আসন চেয়ে কি তোমার সিংহাসন বেশী উঁচু? সেখানে বকুল গাছে ফুল ফোটে—বাতাসে মাথায় মুখে ঝ'রে পড়ে, নীল আকাশ বিকেল বেলার সূর্য্য লেগে তক্ তক্ করে। আজ আমার বুকের মধ্যে মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠেছে। আহা, রাণীর যদি ছেলে থাক্‌তো তা হলে তার প্রাণও কাঁদ্‌তো—সেও জগদ্ধাত্রীর মত বুকের ছেলে বুক দিয়ে বাঁচাতে আস্‌তো।

রাজা। রমা—রমা, আজ শক্তিময়ী জননী এসে তার দুর্ব্বল

সন্তানকে ডাক্‌ছে, পুণ্য এসে প্রেমকে ডাক্‌ছে, আজ স্বর্গ থেকে জ্ঞান নেমে এসে অজ্ঞানকে ডাক্‌ছে রমা। ওই দেখ্‌ রমা, সন্ধ্যার অন্ধকার দূর ক’রে পূর্ব্বগগণে পাতার আড়ালে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র হেসে উঠ্‌ছে, আর এই দেখ, আশার আলোক সঙ্গে নিয়ে,—এক হাতে কৃপাণ, এক হাতে বরাভয়—আমার কল্যানী জননী এসে ডাক্‌ছে। মা—মা, তুই কে মা? তুইই কি মা, আশা?

ময়না। আমি ময়না—আমি তোমার মা।

রাজা। শক্তি দে মা—সাহস দে মা—যে যজ্ঞে ব্রতী হয়েছি, সে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে দে মা! আশীর্ব্বাদ কর্‌, আজ আমার মা’র মত সকল মায়ের প্রাণ এমনি করে, কেঁদে উঠুক্‌—

ময়না। রাজা, মা’র প্রাণ চিরদিন এমনি করেই কাঁদে—মাতৃদ্রোহী স্বার্থপর সন্তান শুনেও শোনে না, দেখেও দেখে না, বুঝেও বোঝে না! চল রাজা, আজ আমিও তোমার সঙ্গে তোমার ব্রত গ্রহণ করি।

রাজা। আয় মা আশা, আমার যজ্ঞ সফল হোক্‌। একদিন যেমন কানন মধ্যে তোর অন্ধ ছেলের চোখ ফুটিয়েছিলি—আজ আবার তেমনি করে পথ দেখিয়ে দে মা—

ময়না। রমা—চল্‌ রমা—এখনও চুপ করে’ আছিস! তুই কি সব ভুলে গেলি?

রমা। ময়না—ময়না—আমি ভুলি নাই, কিছুই ভুলি নাই। তোর মত রমণী যাকে ডাকে, তার বুকে আপনিই সাহস আসে—তোর স্পর্শে মৃতের প্রাণে নূতন জীবন জেগে উঠে

ময়না। আজ রাজার মা—আহমের মা—আসামের মা ডাক্‌ছে, কোথায় যাবি চল্‌; আজ দুর্ব্বলকে—পতিতকে—অন্ধকে হাত ধ'রে তুলে নিতে আশা এসে ডাক্‌ছে, চল্‌ ময়না চল্‌; আজ মিথ্যাকে দূর ক'রে দিতে সত্য এসে ডাক্‌ছে—একবার বল্‌ ময়না বল্‌——

"জয় সত্যের জয়, জয় রাজার জয়।"

ময়না। "জয় সত্যের জয়, জয় রাজার জয়।"

রমা। ময়না আবার বল্‌——

"জয় ধর্ম্মের জয়, জয় রাজার জয়।"

ময়না। "জয় ধর্ম্মের জয়, জয় রাজার জয়।"

[সকলের প্রস্থান।]



দ্বিতীয় দৃশ্য।

বড় বড়ুয়ার মন্ত্র-কক্ষ।

বড় বড়ুয়া আসীন।

বড়ুয়া। এতদিন পর্য্যন্ত এক রকম চলেছে, কিন্তু এখন? অর্থ চাই, লোক চাই, শস্ত্র চাই। চির-বাঞ্ছিত বিদ্রোহ সত্য সত্যই এতদিনে মাথা তুলেছে। সর্প খল—বেশী দিন বাঁচ্‌তে দেওয়া হবে না। তা হলে সব ফস্‌কে যাবে। জীবন-ব্যাপী চেষ্টায় আজ যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, এক মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়ে যাবে। রাজা, রাণী যার হাতে—সিংহাসন তার! রাজা, রাণী চাই—রাজা, রাণী চাই! আমার চ'খে ধূলো দিয়ে গোপনে গুপ্তচর পাঠান হচ্ছিল স্বারাং এ সেনা-পতির কাছে! উঃ রমাপতির কি সাহস! তাকে যেমন তপ্ত তেলে ভেজেছি, সময় পেলে হয়, রমার অবস্থাও তাই করবো!

[ফুকনের প্রবেশ।]

ফুকন। আমাকে আস্‌তে আদেশ করেছেন কেন?

বড়ুয়া। ফুকন, বড় বিপদ উপস্থিত—এখন সমর সজ্জায় প্রস্তুত হও।

ফুকন। বড় বড়ুয়া মশায়! যুদ্ধই যার একমাত্র ব্যবসায়, সমর-সজ্জায় তার উৎসাহ ভিন্ন অবসাদ কোথায়?

বড়ুয়া। জানত, সেনাপতি নাই—তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের শিক্ষিত সৈন্যদলও নাই। জয়ন্তীর সংবাদ শুভ নয়। এখন কি করি ফুকন? মাটক দমনে কা'কে নিযুক্ত করি!

ফুকন। কেন? আপনি স্বয়ংই অস্ত্র গ্রহণ করুন; আমরা আপনার ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে যাব।

বড়ুয়া। দুঃসময় যখন আসে তখন চা'রদিক থেকে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে উঠে। হায়, রাজা যদি এ সময় রাজকার্য্য দেখ্‌তেন তা' হ'লে আমাকে এত ভাব্‌তে হতো না—রাজার নামে রাজশক্তি জেগে উঠ্‌তো। ময়নাই সকল অনর্থের মূল! এত চেষ্টা করেও তাকে দূর করতে পারছিনে।

ফুকন। রাজা নাই, রাণী ত আছেন। রাণীর নামে রাজভক্ত প্রজাদের আহ্বান করি।

বড়ুয়া। তাই কর—তবে তাই কর। চারিদিকে ঘোড়া পাঠিয়ে দাও। আমাদের যত পাইক আছে, আপন আপন অস্ত্র নিয়ে মাটক দমনে আসুক। তুমিই এ যুদ্ধের সেনা-পতি হও।

ফুকন। আমি—আমি সেনাপতি! তা' আপনার আদেশ পেলে, আমি কি না পারি? আমরা রাজাকে চিনিনে

রাজাকে জানি নে—আমরা শুধু আপনাকেই জানি। আপনার অনুমতি হলে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত তুলে আনতে পারি।

বড়ুয়া। তা' কি আমি জানি নে—তা' কি আমি জানি নে। সেই জন্যই তো তোমায় ডেকেছি।

[রঘু নেওগীর প্রবেশ।]

ফুকন। নেওগী, তোমার সংবাদ কি ?

রঘু। আজ্ঞা, সংবাদ খুব ভাল নয়। তিনশ' মাটক একত্র জুটেছে।

বড়ুয়া। ইস্! তিন শ'! তারা এখন কোথায় ?

রঘু। কাল রাত্রে দিহিঙ্গির বনে ছিল। এই দিকেই সকলে আসছে।

বড়ুয়া। অ্যাঁ—এই দিকেই আস্‌ছে!

ফুকন। বল কি? এই দিকেই আস্‌ছে!

রঘু। আজ্ঞা—হাঁ।

বড়ুয়া। প্রজারা বাধা দিচ্ছে না? অত্যাচারের প্রতিশোধ নিচ্ছে না?

রঘু। বাধা দেবে কা'কে? তাদের সব বৈরাগীর বেশ। অস্ত্র শস্ত্রও আছে বটে, কিন্তু কা'রও উপর কোন অত্যাচার ত করতে দেখ্‌লেম না।

বড়ুয়া। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! বিদ্রোহীরা চিরকাল অত্যাচার ক'রে থাকে।

রঘু। (করযোড়ে) মন্ত্রী মশায়, আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছিনে।

বড়ুয়া। তবে সমস্ত রাজ্যেই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে—সকলেই মাটকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কি বল ফুকন?

ফুকন। আজ্ঞা হাঁ, তা'তে আর ভুল কি? নিশ্চয় বিদ্রোহ—নিশ্চয় বিদ্রোহ!

বড়ুয়া। ফুকন, গ্রামে গ্রামে আগুন লাগিয়ে দাও, কুপ পুষ্করিণী যা' কিছু আছে—বিষ ঢেলে দাও, শস্যক্ষেত্র অশ্বপদদলিত ক'রে মরুভূমি ক'রে দাও। বিদ্রোহীরা দেখুক—রাজা না থাকলেও রাজার মন্ত্রী আছে, সেনাপতি আছে, সৈন্য আছে!

ফুকন। আর রাজার নগর পালও আছে!

বড়ুয়া। তা'ত ঠিকই। রঘু, তুমি আর বিলম্ব ক'রো না—যাও, সর্ব্বদা শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহ করবে। যদি নফর কোড়াকে ধ'রে আনতে পার, উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

রঘু। যে আদেশ প্রভো।

[রঘুর প্রস্থান।]

বড়ুয়া। ফুকন, রঘুর উপর আমার কোন বিশ্বাস নাই।

ফুকন। আজ্ঞা না, বিশ্বাস ত হতেই পারে না।

বড়ুয়া। তুমি রঘুকে নজরে নজরে রেখো। রাজকোষাগার রক্ষার বন্দোবস্ত ক'রে, তারপর অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করবে, বুঝেছ?

ফুকন। আজ্ঞা তা' আর বুঝিনে! রাজ-কোষই ত আসল—আর ত সব ভূয়ো—ভূয়ো!

বড়ুয়া। তবে যাও আর বিলম্ব ক'রো না।

ফুকন। না, বিলম্ব করবো আর কেন?

[প্রস্থানোদ্যত।]

বড়ুয়া। দেখ ফুকন, কোষাগার না হয় আমিই দেখবো—তুমি কলে কৌশলে বিদ্রোহীদের পথ রুদ্ধ করে দাও গে।

যখন গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে উঠ্‌বে, তখন বিদ্রোহীরা বুঝ্‌বে রাজ-শক্তি কত প্রবল।

[ফুকনের প্রস্থান।]

কি করি? এখন কা'কেই বা বিশ্বাস করি। রাজপুরী অরক্ষিত,—ধনাগার অরক্ষিত। এক রকম মন্দের ভাল— কিন্তু ফুকনকে সে দিকে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। ক্ষুদ্র ভৃত্য বই ত নয়—ওর লোভ হতে কতক্ষণ। যতই কালপূর্ণ হয়ে আস্‌ছে, ততই আমার ভয় হচ্ছে। কি জানি, যদি না পারি! যদি ডুবি! তবে কি ফির্‌বো? না—না ফেরা হ'বে না, ফেরা হবে না! যখন স্রোতে গা' ঢেলেছি, তখন ভেসে যাওয়াই স্থির। সুচিংফা—সুচিংফা! এ দিকে এস—এ দিকে এস।

[সুচিংফার প্রবেশ।]

সুচিং। কি আদেশ?

বড়ুয়া। রাজ্যের সংবাদ কিছু শুনেছ?

সুচিং। সংবাদ! নূতন সংবাদ ত কিছু জানি নে।

বড়ুয়া। বিদ্রোহ উপস্থিত, ঘোরতর বিদ্রোহ।

সুচিং। বিদ্রোহ! অ্যাঁ, বিদ্রোহ! বিদ্রোহ!

বড়ুয়া। রাজদ্রোহ—রাজদ্রোহ! দেশের সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠেছে। তুমি নগর-মধ্যে ঢ্যাটরা দিয়ে দাও, প্রজারা যেন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। যার ইচ্ছা স্থানান্তরে পালিয়ে যেতে পারে। [সুচিংফা প্রস্থানোদ্যত।]

আর দেখ দেখ, নগরোপান্তে যে কয়খানা গ্রাম আছে এখনই জ্বালিয়ে দাও গে। আমি যেন এখানে বসেই অনলের লোল জিহ্বা দেখ্‌তে পাই। যাও—যাও।

সুচিং। যাই। ময়না——

বড়ুয়া। আঃ তোমাকে বল্লেম কি ? ও তোমার ময়না, ভিরাণ্ডী, মিহিগঞ্জ সমস্ত সমস্ত ! সব আগুন দাও গে। তা' না হ'লে হয়ত রাত্রের মধ্যেই বিদ্রোহীরা রাজপুরে এসে পড়বে। যাও—

[সুচিংফা প্রস্থানোদ্যত।]

শোন—শোন—আর একটা কথা বলি। অনেক দিন হ'লো একবার তোমাকে বলেও ছিলেম। ফুকনের উপর চোখ রেখো। আমার বোধ হয় ফুকন গোপনে গোপনে বিদ্রোহী-দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। যদি বুঝ্তে পার ফুকন রাজদ্রোহী, তবে আর আমার আদেশের অপেক্ষা কর্বে না। রাজদ্রোহীর দণ্ড মুণ্ডচ্ছেদ ! বুঝেছ ! বুঝেছ !

সুচিং। আজ্ঞা হাঁ, মুণ্ডচ্ছেদ ত ? তা' বুঝেছি।

বড়ুয়া। তবে যাও—আর নয়—আর বিলম্ব ক'রোনা। সব গেল—এদিকে সব গেল ! একা কিই বা করি, কোথায়ই বা যাই !

সুচিং। (জনান্তিকে) সত্যই, মন্ত্রী হওয়া বড় ঝক্‌মারী—আমি ত কখনও হবো না।

[প্রস্থান।]

বড়ুয়া। [হাসিয়া] যাক্ এদিকের বন্দোবস্ত ত এক রকম হলো। সেনাপতি নাই, সৈন্য নাই। ফুকনও ধর চ'লে গেল। শুধু চ'লে গেলই বা কেন বলি, একেবারেই গেল ! সুচিংফা মন্ত্রীর অনুগ্রহের প্রত্যাশী ! সে এ সুযোগ কখনও ছাড়্বে না। তবে আর থাক্‌লো কে ? ক্ষুদ্র নাগরিকেরা ? বিদ্রোহের নাম শুনলেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাবে।

তা' হলেই ত নগর শূন্য। রাজপুরীও শূন্য হ'বে! এত নিকটে এত আগুন দেখ্‌লে রাজা আর রাণী আত্মরক্ষার জন্য নিশ্চয়ই পলায়ন কর্‌বে। তবেইত সিংহাসনও শূন্য হ'লো! উঃ দাসত্বের ভার কি কঠিন! কি বিষম! কত-দিনেই যে এ বোঝা নামাতে পার্‌বো! যাই একবার রাণীর কাছে। ময়না আর রমাকে বিদায় করতে না পাল্লে হচ্ছে না!

[প্রস্থান।]

[ফুকনের পুনঃ প্রবেশ।]

ফুকন। ভয় নাই, সকালেই নাম্‌বে—বোঝা আপনা হ'তেই নেমে যাবে! সুচিংফা! সে ত একটা ফুঁ দিলে উড়ে যাবে—তারপর সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী। দেখা যাক্‌—দেখা যাক্‌! রাজসিংহাসন আমার—তোমার নয়!

[প্রস্থান।]



তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ।

রাজা ও রমা।

রমা। মহারাজ! ছদ্মবেশ ত্যাগ ক'রে আত্ম-প্রকাশ করুন। রাজভক্ত প্রজাকুল আপনার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে ঐ চরণতলে এসে উপস্থিত হবে।

রাজা। রমা, এখনও সময় আসে নাই। প্রজার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ এক দিনে ঘটে না—কিন্তু এক দিনে দৃঢ়-ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মন্দির ভেঙ্গে যেতে পারে। আমারও তাই হয়েছে রমাপতি। যা'দের বড় বিশ্বাস করেছিলেম তা'রাই আমার সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে!

রমা। মহারাজ! সেই দুষ্ট কীটদের পদ দলিত করুন।

রাজা। তারও সময় আসে নাই। তারা রাজার নামে যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছে, আগে তারই নিবৃত্তি কর। অবোধ প্রজা এখন রাজাকে রাক্ষস বলে মনে কর্‌ছে। প্রজা শিশু তুল্য। তারা কি সকল কথা বুঝে দেখে?

রাজ্যের অমাত্যবর্গ যা' করে, সে কাজ ভাল হোক্—আর মন্দ হোক্ প্রজা মনে করে রাজাই সে সব করেছেন।

[বেগে কয়েক জন গ্রামবাসীর প্রবেশ।]

১ম গ্রা। ওরে—ওরে এই দিক্ দিয়ে চল্—এই দিক্ দিয়ে চল্। এ রাজার রাজ্য ছেড়ে যাই।

২য় গ্রা। না'রে না—বনের মধ্য দিয়ে যাই চল্। কি জানি আবার যদি ফুকনের সাম্‌নে পড়ি!

রাজা। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ?

১ম গ্রা। এ আবার কে রে?

৩য় গ্রা। রাজার গুপ্তচর টর—হবে বুঝি!

২য় গ্রা। দোহাই তোমাদের, আমরা নিতান্ত গরীব—আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা ত ঠিক নিয়ম মত রাজার খাজ্‌না দি'—তবু আমাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছ কেন?

১ম গ্রা। কার কাছে তুই কাঁদতে বস্‌লি? পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়।

৩য় গ্রা। ওরে এ বনে যে একটা মস্ত বাঘ আছে রে—এ দিকে যাব না।

১ম গ্রা। আয় আয় আয়—বাঘ থাকে, সেও ভাল রে—ফুকনত নাই!

[সকলে প্রস্থানোদ্যত।]

রাজা। তোমাদের ভয় নাই—আমরা রাজার গুপ্ত চর নই।

২য় গ্রা। গুপ্তচর নও! কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

রমা। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমাদের বেশ দেখ। ইনি হরিদাস সাধু! আমি প্রভুর ভৃত্য।

৩য় গ্রা। সাধু!—প্রণাম হই। আপনার দয়ার কথা আমরা অনেক শুনেছি। ওদিকে আর যাবেন না। আগুনে সব ছারখার ক'রে দিচ্ছে। রাজবিদ্রোহী বলে যাকে তাকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—সাধু সন্ন্যাসী কিছুই মান্‌ছে না। আমরা তাই এ রাজ্য থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। ওরে ভাই চল্ চল্—আর দেরি করিস্‌নে।

রাজা। আহা! তোমাদের কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তোমরা আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাদের আশ্রয় দেব!

গ্রামবাসীগণ সকলে। আশ্রয়! মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের রাজ্যে আশ্রয়!

রাজা। মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের রাজ্যে নয়—পরমেশ্বরের রাজ্যে।

রমা। তোমরা অত ভীত হচ্ছ কেন? হরিদাস সাধুর আশ্রয়ে কা'র বিপদ ঘটে না।

গ্রামবাসী। আমরা তা জানি। আমাদের রক্ষা করুন—আশ্রয় দিন।

রাজা। ওঠ—ওঠ ভাই! আমিও যে রাজার প্রজা, তোমরাও সেই রাজার প্রজা। এস ভাই—এস। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাক্‌বে, ততক্ষণ তোমাদের আশঙ্কা নাই।

রমা। গ্রামবাসীরা আর সকলে কোথায়?

১ম গ্রা। তা' ত জানিনে। কে কোথায় পালাচ্ছে তার কি আর ঠিকানা আছে?

রাজা। চল, তাদের অবস্থা দেখে আসি।

২য় গ্রা। বাপ—আর কি ওদিকে যায়? কোন মতে যে প্রাণ

নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই কত না! আর যে আমাদের মাকে দেখ্‌তে পাব না এই যা কষ্ট।

রমা। তোমরা না আহম? তোমরা না সকলে বীর-হস্তে অস্ত্র ধারণ কর? নিজের ভাইদের ত্যাগ করে, মাকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছ! প্রাণের মায়া কি এতই বেশী?

৩য় গ্রা। আমাদের আর ভাই টাই নাই। আমরা তিন জনেই একা!

রাজা। ভাই নাই, সে কি? এই প্রেমের রাজ্যে সকলেই সকলের ভাই। তোমরা কি প্রাণের মমতায় আত্মপর ভুলে গেলে? এক রাজ-সিংহাসন-তলে তোমরা শাসিত—এক শ্যামলা ধরণীতল তোমাদের সকলকেই আশ্রয় দিয়েছে—এক ভগবান তোমাদের সকলের শিরে অকাতরে কল্যাণ বিতরণ করছেন—এক আহমশোণিত তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে! তবুও কি তোমরা বল্‌তে চাও তোমাদের ভাই নাই?

১ম গ্রা। ওরে বল্‌ছে ত মন্দ নয়।

৩য় গ্রা। আমি মনে করেছিলেম, মায়ের পেটের ভাই।

রাজা। ভাই, আমিও আহম—তুমিও আহম সন্তান। আমাদের কি জননী ভিন্ন? দিবানিশি কার স্তন্য-পানে আমরা বেঁচে আছি? কার স্বর্ণ-শস্যে আমাদের অস্থি মাংস মেধ, মজ্জা দিন দিন সজীব হচ্ছে? জাননা কি ভাই, সে মা যে আমার সকল মায়ের বড়—সে যে আহম জাতির মা—আসামের মা।

২য় গ্রা। ওরে ভাই সাধুর কথা ঠিক।

রমা। তবে চল ভাই,—যদি সময় থাকে, সাধ্য থাকে, ব্যথিত

তাড়িত ভাইদের রক্ষা করিগে চল। আরও যদি কিছু না পারি এই বুকের মধ্যে তাদের টেনে নিয়ে চল এক সঙ্গে কাঁদিগে——

রাজা। যদি অত্যাচারীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হয়, তবে চল ভাই, আজ ভা'য়ে ভা'য়ে কোলাকুলি করে'—গলাগলি ধ'রে এক সঙ্গে, এক অস্ত্রাঘাতে মরিগে। ভাই যদি ভা'য়ের দিকে না তাকায়—বিপদের দিনে ভাই যদি ভা'য়ের হাত না ধরে—

গ্রামবাসী। চল চল চল—ভাই আজ ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেবে—ভাই আজ ভাইয়ের হাত ধরে এক সঙ্গে মর্‌বে—ভাই আজ ভা'য়ের জন্য কাঁদবে।

রাজা। এস ভাই, তবে এস, আজ আলিঙ্গন করি। ভ্রাতৃ-প্রেমের মিলন-স্রোতে আজ অত্যাচার ভেসে যাক্! অন্ধকার দূর হোক্। শান্তি আসুক—আবার শান্তি আসুক।

রমা। তবে আজ বল ভাই—জয় মহারাজ লক্ষ্মী—

১ম গ্রা। কখনও না—কখনও না। যে রাজা বিনা দোষে আমাদের গৃহদাহ করেছে, বিনা দোষে ভাইদের ধরে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করেছে—বধ করেছে,—গৃহস্থের শস্য নষ্ট করেছে—আমরা তারই জয়গান কর্‌বো?

গ্রামবাসীগণ। কখনও না—কখনও না—

রমা। ভাই, তোমরা শান্ত হও। রাজার উপর রাগ ক'রো না। মহারাজ লক্ষ্মী সিংহ যে লখীম্‌পুরের পিতা; আজ না হয় দুর্দ্দিন এসেছে—কিন্তু তোমরা কি কোন দিনই পিতার স্নেহ পাও নাই?

গ্রামবাসীগণ। আমরা অত কথা বুঝি না। চল অস্ত্র ধরি—চল অস্ত্র ধরি!

রমা। স্থির হও ভাই। তোমরা যে ইচ্ছা করলেই আজ লখীম্‌পুর ধ্বংশ কর্‌তে পার সে কথা কি আমরা জানিনে? পিতা যদি একদিন ভ্রমই করে থাকেন, তাই বলে কি তোমরা তাঁর অবাধ্য হবে? পিতৃশোণিতে তোমাদের বীরহস্ত কলঙ্কিত কর্‌বে? তোমরা নীরব হয়ে আছ কেন? বল, পিতৃহত্যা কর্‌তেই কি তোমরা অস্ত্র ধর্‌তে শিখেছিলে?

গ্রামবাসীগণ। পিতা তবে সন্তানের উপর এত অত্যাচার কর্‌ছেন কেন?

রাজা। পিতা অত্যাচার করেনা—পিতা ভাল বাসে—পুত্র ব্যথা পেলে তার সঙ্গে সঙ্গে পিতাও কাঁদে।

রমা। আগে অনুসন্ধান করে দেখ অত্যাচারী কে—তার পর দণ্ড দিও। তোমরা কি জাননা যে রাজা আমাদের দেবতা। দেবতা কি অত্যাচারী হন্?

গ্রামবাসীগণ। ঠিক ঠিক—আগে অনুসন্ধান করিগে চল্।

রমা। আগে বিপদের মুখ থেকে ভাইদের রক্ষা করিগে চল।

" তার পর অত্যাচারীর অনুসন্ধান।

রাজা। যদি অর্থ চাও, অর্থ দেব—শস্য চাও, শস্য দেব—গৃহ চাও, গৃহও দেব। লখীম্‌পুর থেকে রোদনের রোল দূর করে দাও। এ রাজ্য রাজারও যেমন, তোমাদেরও তেমনি। তোমরাই ত রাজা। রাজা কে? এই পাপ রাজ্যের অতি দীন হীন প্রজা মাত্র।

১ম গ্রা। মহাপুরুষ, আপনি কে?

রাজা। আমি সাধু হরিদাস। তোমরা আমার কথায় অবিশ্বাস ক'রোনা—রাজার উপর অসন্তুষ্ট হ'য়োনা—লখীম্‌পুরের বিপুল কর্ম্মক্ষেত্র তোমাদের সম্মুখে পড়ে আছে—চল—চল—তোমাদের স্নেহে, তোমাদের পুণ্যে রাজ্যের অকল্যাণ দূর হোক্‌—তোমাদের জননী জন্মভূমি আবার হেসে উঠুক—তোমাদের রাজা আবার রাজা হোক্‌—

রমা। তবে চল ভাই চল। বল জয় মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের জয়।

[ময়নার প্রবেশ।]

ময়না। জয় মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের জয়।

রাজা। ময়না—ময়না—

গ্রামবাসীগণ। (ময়নার পদপ্রান্তে বসিয়া) মা—মা—তুই এসেছিস্‌!

১ম গ্রামবাসী। মা, ফুকনের অত্যাচারে আমরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেম।

২য় গ্রামবাসী। আমাদের আজ তিন দিন থেকে পেটে অ: নাই। তুই সেদিন যে চা'ল দিয়ে এসেছিলি ফুকনে: লোকেরা তাও কেড়ে নিয়ে গেছে।

৩য় গ্রামবাসী। মা, আমাদের গাঁয়ে মড়ক লেগেছে। লোন পুকুরের জল যে খাচ্ছে, সে-ই মরে যাচ্ছে। মা, তুই : গেলে গাঁয়ের লোক আর কেউ বাঁচবে না।

অন্য গ্রামবাসীগণ। আমাদের উপর দয়া কর্‌ মা—চল্‌ : আমরা তোকে মাথায় করে নিয়ে যাই।

ময়না। তোদের ভয় কি? আমি তোদের খেতে দেব—আমি তোদের শিয়রে বসে শুশ্রূষা করবো। চল্—আমি তোদের আছি, ভয় কি।

১ম গ্রামবাসী। তবে আগে আমাদের মিহিগঞ্জে চল্ মা।

২য় গ্রামবাসী। এঃ আগে মিহিগঞ্জে চল্! না মা, আগে আমাদের সুবং গ্রামে যেতে হবে। আমাদের উপর যেমন অত্যাচার হচ্ছে মা, অমন কি মিহিগঞ্জে!

৩য় গ্রামবাসী। না মা, আগে আমাদের গাঁয়ে। সেখানে কত লোক যে প্রতিদিন মরে যাচ্ছে—

১ম গ্রামবাসী। (ময়নার পদপ্রান্তে বসিয়া) না মা, তা হবেনা—আগে আমাদের গ্রামে যেতেই হবে;—তা না গেলে আমি পা ছাড়বো না।

ময়না। তোরা সকলেই আমার ছেলে—তোদের সকলের জন্যই আমর প্রাণ কাঁদে। চল্ আমি তোদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই যাব।

রমা। ময়না—ময়না—তুই নিশ্চয় দেবী।

রাজা। আজ আমার সার্থক ব্রত। চল্ মা, চল্—তোর চরণ-স্পর্শে আমার রাজ্যের বেদনা দূর হোক্।

সকলে। জয় ময়নার জয়—জয় ময়নার জয়।

ময়না। জয় মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ লক্ষ্মীসিংহের জয়।

(প্রস্থান।)



চতুর্থ দৃশ্য ।

বন ।

নহর কোড়া এবং শঙ্কর ।

নহর। শঙ্কর, একি হ'লো ভাই? নিরীহ প্রজাদের কষ্টত আর দেখতে পারিনে। যে দিকেই যাচ্ছি সেই দিকেই দেখছি দগ্ধ গৃহ, দলিত শস্য ক্ষেত্র, জনশূন্য গ্রাম। এসব কে করেছে শঙ্কর ?

শঙ্কর। লফিক বলেছিলে যে বড়বড়ুয়া নিজেই করেছে। আমাদের গতি রোধ কর্‌বে বলে নাকি করেছে।

নহর। আচ্ছা শঙ্কর! রাজা কি কর্‌ছেন বল্‌তে পারিস্? তাঁর লক্ষ লক্ষ প্রজা যে গৃহ হীন, অন্ন হীন হয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে তিনি কি কিছুই সন্ধান পান না?

শঙ্কর। সে চিন্তায় আর এখন আমাদের কাজ কি? যে দিন রাজপুরে উপস্থিত হ'ব, সেই দিনই দেখ্‌বো।

নহর। মাটক সেনাদের বলে দিয়েছ তারা যেন কা'র উপর অত্যাচার না করে?

শঙ্কর। বলেছি।

নহর। শঙ্কর, সেনাপতি নাকি রাজ্যে ফিরে এসেছে?

শঙ্কর। কৈ না। নূতন একজন সেনাপতি হয়েছে রমাপতি তার নাম।

নহর। রমাপতি? কে সে?

শঙ্কর। কি জানি ভাই? বড়বড়ুয়ার দলে এমন যোদ্ধাও আছে তা জান্‌তেম না।

নহর। যোদ্ধা বটে। কুকনের দলের সঙ্গে দাফ্লার যুদ্ধে দেখেছি।

শঙ্কর। স্ত্রীলোক যুদ্ধ করে আগে কখনও শুনি নাই। এবার তা'ও শুন্‌তে হলো।

নহর। শুধু শোনা কেন, বল্ তার কাছে পরাস্ত হয়েছিস্।

শঙ্কর। কি কর্‌বো ভাই? লক্ষ্মী রাণীকে দেখে মাটক সেনারা মনে কর্‌লে কোন দেবীই বুঝি স্বয়ং এসেছেন। নিমেষে সকলে ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল। সব গুছিয়ে নিতে নিতেও আমি আর পার্‌লেম না। লক্ষ্মী রাণী কে ভাই? রঘুকে সংবাদ আন্‌তে পাঠিয়েছি।

নহর। কৈ, তোমার লফিক মিঞা তো এখনও এলো না? মুসলমানেরা যে কি রকম সাহায্য কর্‌বে আমি তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। আমি একবার তাকে নিজে দেখ্‌তেম—কে শত্রু, কে মিত্র চেনা খুবই কঠিন।

শঙ্কর। কৈ, এখনও ত দেখ্‌ছিনে। চল একবার ওদিকটা দেখে আসি—যদি ভুল করেই থাকে। লফিক কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছে—সে কি আর মিথ্যা কথা বল্‌বে। হরিদাস সাধু বোধ হয় এতক্ষণ এসে থাক্‌বেন।

নহর। আজ তাঁর পরিচয় নিতেই হবে।

শঙ্কর। আজ যদি গুরুদেব থাক্‌তেন নহর—

নহর। হায়, মাটকের কি আর সে সৌভাগ্য হবে! গুরুদেব আমাদের জন্যই দেশত্যাগী।

শঙ্কর। যুদ্ধ শেষ হলে হয়, আমরা বিন্ধ্যাচলে যেয়ে তাঁর পায়ে ধরে ফিরিয়ে আন্‌বো।

নহর। সে দিন কবে হবে শঙ্কর! চল যাই—হরিদাস সাধু হয়ত এসে অপেক্ষা করছেন।

শঙ্কর। ভাই হরিদাস সাধু যদি রাজা হতেন, তা হলে আসাম রাজ্য স্বর্গ হ'তো। চল যাই—

নহর। দেবতা যদি মুখ তুলে চান্‌, তবে আমরা সন্ন্যাসীর রাজত্ব সৃষ্টি ক'রবো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[মুসলমানের বেশে ফুকনের প্রবেশ।]

ফুকন। বাবা, নহরটা আস্ত চুয়াড়! ওর সাম্‌নে কি আস্‌তে আছে? চিনে ফেল্লেই দফা নিকেশ! এতদিন ধরে' আনাগোনা কর্‌ছি এমন বিপদে ত কখনই ঠেকিনি। এক দিকে সুচিংফা সঙ্গ নিয়েছে—এদিকে আবার নহর! যাক্‌ চট্‌করে কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না। এখন শঙ্করকে পাই কোথায়?

[শঙ্করের প্রবেশ।]

শঙ্কর। এই যে রফিক মিঞা! আপনার জন্য আমি আর নহর অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেম। একজন সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে নহর এই এখনই গেল।

ফুকন। ফকির? এখানে ফকির আসে?

শঙ্কর। আসে বই কি? কয়েক দিন থেকে তিনি রোজই আস্‌ছেন।

ফুকন। আপনারা সাবধান! পয়গম্বরকেও বিশ্বাস কর্‌বেন না।

শঙ্কর। হিন্দু সাধু অধর্ম্ম করে না। হরিদাস সাধু অতি উদার চেতা—মহৎ লোক। চলুন না তাঁর সঙ্গে আপনারও আলাপ হবে এখন।

ফুকন। তোবা! তোবা! তোবা! আমরা হিন্দু সাধুর সঙ্গে আলাপ করিনে। মাপ কর্‌বেন। কোরাণ শরিফে নিষেধ আছে। খোদাতালা দিন দিলে নহর কোড়া সাহেবের সঙ্গে একদিন আলাপ ত হবেই।

শঙ্কর। এদিকের যোগাড় কতদূর কি হলো?

ফুকন। সবই ঠিক, সবই ঠিক। আপনারা যেদিন বল্‌বেন আমরা সেই দিনই রাজি।

শঙ্কর। তবে পরশু রাত্রি দুই প্রহর?

ফুকন। রাত্রি দুই প্রহর? চাঁদের চিকাস মার্‌তে না মার্‌তে গেলেই বা হানি কি?

শঙ্কর। না না, তাও কি হয়! আপনারা পাঠান আপনাদের অসীম সাহস, কিন্তু মাটক অতটা পার্‌বে না—লক্ষ্মী রাণীর ভয় আছে।

ফুকন। (হাসিয়া) লক্ষ্মী রাণীর ভয় আছে বটে। সে একটা জিন। বাপ্, আমার সম্মুখে পড়ে ছিল। আজই এই বনের মধ্যেই তাকে দেখেছি।

শঙ্কর। এই বনে? তবে আমরা এখানকার ছাউনি ভাঙ্‌ছি। পরশু দিনই স্থির?

ফুকন। তোবা! তোবা! আমাদের কি দুই কথা আছে?

শঙ্কর। যদি মাল খানটা হাত করে দিতে পারেন তা'হলে আমরা আপনার দাস হয়ে থাক্‌ব।

ফুকন। সে কি কথা! সে কি কথা! আপনারা যদি সে দিন মন্ত্রীটাকে কোতল করতে পারেন তা'হলেই আমাদের হলো। তা হলে মিস্‌মী সর্দ্দারের মনোবাসনা পূর্ণ হয়—

শঙ্কর। তা হবে, তা হবে। যে সব প্রজারা অনর্থক কষ্ট পাচ্ছে, রাজ কোষাগার অধিকার করতে পারলে আমরা তাদের উপকার করবো। আপনাদের মিসমী সর্দ্দারও বঞ্চিত হবেন না।

ফুকন। তা' বেশত! বেশত! গোলামের দিকেও নেক নজর রাখ্‌বেন। তবে আদাব, আমি বিদায় হই।

শঙ্কর। না না তা' কি হয়! আপনি না হয় একটু অপেক্ষা করুন আমি নহরকে ডেকে আনি।

ফুকন। আমার অনেক কাজ—বেশী ক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না।

[শঙ্করের প্রস্থান।]

ফুকন। এইবার সার্‌লে রে! এইবার সার্‌লে! কি করি! এদের সঙ্গে যোগ না দিলেও ত মালখানাটা হাত কর্‌তে পারছিনে। অর্থাগার যার—সিংহাসন তার। যাক্‌ এখন সরে পড়াই বিধি—পরে যা' হয় একটা বলা যাবে।

[একটী দূর-নিক্ষিপ্ত শর ফুকনের পদ নিয়ে পতন।]

একি! একি! নিশ্চয় নহর আস্‌ছে—নহর আস্‌ছে—

[তরবারি হস্তে সুচিংফার প্রবেশ]

সুচিং। মিথ্যাবাদী, প্রতারক, ভণ্ড, রাজদ্রোহী—

[ফুকনকে আক্রমণ।]

ফুকন। সুচিংফা, থাম—থাম—থাম! তুমি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছো না! আমি যে বড় নগরপাল! তুমিই আজ সমস্ত নষ্ট কর্‌লে—সমস্ত নষ্ট কর্‌লে! আমি কোন রকম করে ছলে কৌশলে বিদ্রোহীদের রাজপুরীর কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টায় আছি, সে কথা এরা বুঝ্‌তে পার্‌লে দুজনকেই কেটে ফেল্‌বে! দেখ্‌ছনা আমি মুসলমানের পোষাক পরে এসেছি। ছি ছি! তুমি নিতান্ত গাধা!

সুচিং। আজ্ঞা তাইত!—আমি অতটা বুঝ্‌তে পারি নি। এই বড় বড়ুয়া মশায়—

ফুকন। তা' আমি জানি—তা' আমি জানি। তিনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! তুমিত স্বচক্ষেই দেখ্‌লে! সাধ করে বাঘের মুখে মাথা দিতে কে আসে বল দেখি?

সুচিং। তা'ত বটেই—তা'ত বটেই। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন—

ফুকন। ঢের হয়েছে, চল চল চল। এখনই নহর কোড়া এলে মহা বিপদ হবে। তার উপর আমি আবার আজ নিরস্ত্র এসেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজ-সভা।

[বড় বড়ুয়ার প্রবেশ।]

বড়ুয়া। সব পণ্ড হ'লো দেখ্‌ছি—এত দিনে সব পণ্ড হ'লো! এত অত্যাচারেও ত লোকে রাজার নাম ভুলে নাই। গৃহস্থের গৃহ দাহ করালেম—ধন রত্ন লুঠ করালেম, শস্য পর্য্যন্ত নষ্ট করে দিলেম—তবুও ত লোকে রাজার নামে নবশক্তিতে জেগে উঠ্‌ছে! একি হ'ল? এদের অর্থই বা দিচ্ছে কে? শস্যই বা দিচ্ছে কে? পেটে অন্ন নাই, নগ্ন দেহে জীর্ণচীর, মাথা লুকোবার আশ্রয় টুকুও নাই যার—সে-ও রাজার নামে সকল অত্যাচার ভুলে, সত্য বিদ্রোহ দলনে অগ্রসর হচ্ছে! মনে করেছিলেম অত্যাচারে দেশের লোক পলায়ন কর্‌বে—রাজার নামে শত ধিক্কার দেবে! কৈ, তা'ত হ'ল না! কি করি? কি করি? রক্ত ভিন্ন উপায় নাই—বিনা শোণিতে শাক্তের পূজা হয় না! হত্যা

কর্‌বো! গুপ্ত হত্যা! রাজা, রাণী হত্যা! রমাপতি হত্যা! রমাপতি হত্যা! তাই—তাই—তাই স্থির—

[রাণীর প্রবেশ।]

বড়ুয়া। একি! আজ রাণী অন্তঃপুর পরিত্যাগ ক'রে রাজ-সভায় কেন? কি হয়েছে শৈল?

রাণী। দাদা, সর্ব্বনাশ হয়েছে! রাজাকে না কি পাওয়া যাচ্ছে না!

বড়ুয়া। রাজাকে পাওয়া যাচ্ছে না!

রাণী। এত দিনে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হলো! হায়! হায়! আমি নিতান্ত অভাগিনী! কেন তাঁকে যেতে দিলেম।

বড়ুয়া। কোথায় যেতে দিলে?

রাণী। রমার সঙ্গে রাজা প্রতিদিন ছদ্মবেশে কোথায় যেন যেতেন। কালও গিয়েছিলেন আর ফিরে আসেন নি। দাদা, দাদা—

বড়ুয়া। অঁ্যা—রমার সঙ্গে—গোপনে যেতেন! সে কি কথা? তুমি কেঁদনা, অন্তঃপুরে যাও। যা' কর্‌তে হয়, আমি এখনই কর্‌ছি। কোন চিন্তা ক'রো না। রাজার কেশাগ্রও কেহ ছুঁতে পার্‌বে না।

রাণী। [যুক্ত করে] দয়াময়—রাজাকে রক্ষা কর—রাজাকে রক্ষা কর। দাদা, আপনি আর কালবিলম্ব কর্‌বেন না, রাজার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠান্।

বড়ুয়া। শৈল! বিপদের সময় অধৈর্য্য হ'তে নাই। তুমি এমন ক'রে আমাকে চঞ্চল ক'রো না—অন্তঃপুরে যাও। আমিই সমস্ত কর্‌ছি। সাবধান! এ কথা যেন

গোপন থাকে—তা' না হ'লে হয়ত' রাজার উদ্ধার সাধন অসম্ভব হবে।

রাণী। দাদা, আমি আর কি বল্‌বো। আপনার শৈলকে রক্ষা করুন—

বড়ুয়া। আচ্ছা, তুমি যাও—কোন ভয় নাই।

[রাণীর প্রস্থান।]

[পাদচারণ করিতে করিতে]

অ্যাঁ! রমার সঙ্গে গোপনে—ছদ্মবেশে—রাজা! বুঝেছি, বুঝেছি! রাজা তবে নিজেই বুঝি গোপনে প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বেড়াচ্ছেন! তবেই ত আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এ, হয় সেই মাগী সয়তানীর ফন্দী—না হয় রমার কাজ! কুলে এসে শেষে কি আমার সাধের তরী ডুবে যাবে? তা' কখনো হ'বে না—তা কখনো হবে না!

[সুচিংফার প্রবেশ।]

সুচিং। মন্ত্রী মশা'য়! ঘোর বিপদ উপস্থিত।

বড়ুয়া। কি হয়েছে, কি হয়েছে? রাজা কি ফিরে এসেছেন?

সুচিং। তা' হ'লে আর বিপদ কি?

বড়ুয়া। না—ই'য়ে—আমি তা—সেই কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলেম।

সুচিং। আজ্ঞা না— রাজা আর জীবিত নাই!

বড়ুয়া। বল কি? রাজা জীবিত নাই! তুমি কি তাঁর মৃত-দেহ দেখেছ?

সুচিং। আজ্ঞা না। বড় নগর পাল মশায় বল্লেন ব্রহ্মপুত্র-তীরে রাজার ছিন্ন দক্ষিণ বাহু পড়ে' আছে।

বড়ুয়া। সে যে রাজার হাত তা' কেমন ক'রে জান্‌লে?

সুচিং। রাজার নামাঙ্কিত আংটী দেখে।

বড়ুয়া। সুচিংফা, আশুগতি অশ্ব নিয়ে তুমি এখনই যাও। যদি ব্রহ্মপুত্র-তীরে রাজার ছিন্নবাহু পাও, নিয়ে আস্‌বে—যাও—যাও।

সুচিং। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।]

বড়ুয়া। উঃ—যদি কথাটা সত্য হয়! আর যদি কেন--নিশ্চয় সত্য! তবে ত পাথরে পাঁচকিল! রাণীকে কারাগারে,—আর রমাপতিকে জাঁতাকলে—নিশ্চয়—নিশ্চয়—এই রাজ-সিংহাসন নিশ্চয়ই আমার হবে!

(সিংহাসনে উপবেশন।)

(রমাপতির প্রবেশ।)

রমা। একি! মন্ত্রী মশায়! আপনি রাজসিংহাসনে! মহা-রাণীর ভ্রাতা হলেও আপনি রাজার ভৃত্য। ভৃত্যের এত-দূর সাহস!

বড়ুয়া। কে ভৃত্য? আমি রাজা—আমি রাজা! কার আদেশে তুমি যুদ্ধ করতে গিয়েছিলে?

রমা। তোমার কাছে সে কথার উত্তর দিতে বাধ্য নই। যদি মঙ্গল চাও তবে রাজসিংহাসন ত্যাগ কর—কুক্কুরের স্পর্দ্ধারও একটা সীমা আছে! যে রাজশক্তির আশ্রয়ে তুমি প্রতিদিন বর্দ্ধিত হয়েছ,—ধিক্ তোমাকে! তুমি তারই অপমান করছো! ঠিক জেনো—রাজরোষ প্রদীপ্ত হুতাশনের মত—সে অনলস্পর্শে তুমি অচিরে দগ্ধ হবে!

বড়ুয়া। রাজা কৈ ? রাজা কৈ ? আমিই ত এখন রাজা !

রমা। তুমি যদি রাজা হও, তা'হলে বনের শৃগালও রাজা ! তুমি যদি রাজা হও, তা'হলে পাদুকাভোজী কুক্কুরও রাজা ! পল্বলপ্রবাসী শূকরও রাজা !

বড়ুয়া। মেষপালক ! সংযতবাক্ হও ! রাজাকে অন্বেষণ করছো ? যাও, ফুকনের কাছে যাও—রাজার ছিন্নবাহু দেখে তৃপ্ত হওগে, তারপর তোমার বিচারের পালা !

রমা। মহারাজ ! শেষে কি এই হ'লো ! কেন তুমি দাসকে ত্যাগ ক'রে একা এলে ? পাষণ্ড ! নরাধম ! রাজদ্রোহী ! দেবতার শোণিত পাত ক'রে এখনও জীবিত আছ ! তোমার মাথায় আকাশের বজ্র যখন ভেঙ্গে পড়েনি তখন—(অসি নিষ্কাষণ ও বড় বড়ুয়ার দূরে পলায়ন।)

বড়ুয়া। সে কি ? রাজার সঙ্গে যুদ্ধ ! তুমি যে খপ্ করেই তলোয়ার খুলে ফেল্লে ! আমিই কি রাজহত্যা করেছি যে—

রমা। (বড়ুয়ার হস্ত ধারণপূর্ব্বক) বল—বল—তবে কে করেছে ?

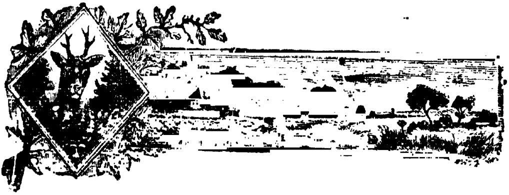
বড়ুয়া। ফুকন্ ! ফুকন্ !

রমা। (পদাঘাত করিয়া) ফু-ক-ন্ !

(প্রস্থান।)

বড়ুয়া। (উঠিয়া ধূলা ঝাড়িয়া ও চতুর্দ্দিক দেখিয়া) ভাগ্যে কেহ দেখেনি ! বাপ্‌রে ! ব্যাটা কি হোঁৎকা গোঁয়ার ! যাক্ ফুকন্ ত এবার কাবার হলো !

(প্রস্থান।)



ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(ফুকনের প্রবেশ।)

ফুকন। আর কি—কেল্লাত ফতে! রাজা যার হাতে, মালখানা যার হাতে—সিংহাসন তার। রাণী? সে ত মুহূর্ত্তের কাজ! আজ যখন মাটক, সেনা পুরী আক্রমণ করবে—বড় বড়ুয়া আর রাণী—সে ত তখনি হয়ে যাবে! কেমন বড় বড়ুয়া! নগরপালের সঙ্গে চালাকি! যাই, রাঙ্গা পাহাড়ের গুহায় পাথর চাপা দিতে হবে!

(রমার প্রবেশ।)

রমা। ফুকন!

ফুকন। কে তুমি?

রমা। আমায় চেননা মামা! আমি রমাপতি!

ফুকন। ও—রমাপতি! তা বেশত ভাওনার দলের রাজপুত্তুরের মত সেজেছ গুজেছ দেখ্‌ছি। তোমার সে সখীটী কৈ? সে ময়না ছুঁড়ি?

রমা। ফুকন! সাবধান! আমার সময় থাক্‌লে তোমার রসনার উপযুক্ত শাস্তি দিতেম। রাজা কৈ? রাজা কোথায়?

ফুকন। রাজা? কোন্ রাজা?

রমা। জাননা কোন্ রাজা? যাঁর অন্নে তুমি প্রতিপালিত—যাঁর অনুগ্রহে তুমি নগর রক্ষক—যাঁর নামে অত্যাচার ক'রে তোমরা প্রতিষ্ঠালাভ করেছ, সেই রাজা?

ফুকন। আমি তার কি জানি? মহুয়া টহুয়া খেয়েছ না কি?

রমা। ফুকন! আমি আহম-সন্তান। আমার হাতে কৃপাণ দেখ্‌ছো—শোণিত পিপাসায় কাঁপ্‌ছে! বল—রাজা কোথায়—

ফুকন। কার আদেশে তুমি আমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করেছ? দূর হও! অরণ্যবাসীর রাজার সংবাদে প্রয়োজন কি? তুমিও কি একজন বিদ্রোহী?

রমা। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) পিতৃহন্তা—রাজহন্তা—দস্যু! রাজা কোথায়?

(ফুকনের বন্দুক উত্তোলন; রমা কর্ত্তৃক অস্ত্রাঘাতে বন্দুক স্খলন; পদাঘাত—ফুকনের পতন; ফুকনের কণ্ঠ ধৃত করণ।)

রমা। পিশাচ! বন্দুকের ভয় রমা করে না। বল্ রাজা কোথায়?

ফুকন। রমা—রমা—ছাড়—আমি জানি না। ধর্ম্মের দোহাই—আমি জানিনা।

রমা। দস্যুর আবার ধর্ম্ম! কৈ! রাজা কৈ?

[সবলে কণ্ঠ ধারণ।]

ফুকন। জানি—জানি—রাজা—রা-জা—মরে গেছে!

রমা। মরে গেছে? তবে তুমিও মর!

[আরও বেগে কণ্ঠ ধারণ।]

ফুকন। ছাড়! ছাড়! কণ্ঠ রোধ হলো—

রমা। বল্, রাজা কোথায়?

ফুকন। ছাড়—বলি——

[রমা কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়া ফুকনের উত্থান—নিমেষমধ্যে রমার তরবারি লইয়া তাহাকে আক্রমণ; পুনঃরায় ফুকনের পতন ও রমা কর্ত্তৃক তাহার কণ্ঠ ধারণ।]

রমা। এবার ফুকন্! শঠ! ভীরু! বল্, রাজা কোথায়?

ফুকন। রাজা বন্দী!

রমা। কোথায় বন্দী?

ফুকন। ছাড়—ছাড়—মরি যে——

রমা। কোথায় বন্দী?

ফুকন। রাঙ্গা পাহাড়ের গহ্বরে——

রমা। ঠিক——

ফুকন। হাঁ ঠিক—কণ্ঠ ছাড়—কণ্ঠ ছাড়।

রমা। কে বন্দী করেছে?

ফুকন। আমি—আ—মি।

রমা। [সবেগে কণ্ঠ ধারণ] তুমি! যতক্ষণ রাঙ্গা পাহাড় থেকে না ফিরি ততক্ষণ তুমিও বন্দী—

[উষ্ণীশ দ্বারা ফুকনকে বন্ধন করিয়া প্রস্থান।]

ফুকন। যাও—যাও—সেখানেও আমার লোক আছে—

[বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা।]

[সুচিংফার প্রবেশ।]

সুচিং। একি! একি!

[সুচিংফা কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন।]

ফুকন। রমাপতি বিদ্রোহী হয়েছে। হাতীর পায়ের তলায় ফেল্‌বে ব'লে আমাকে বেঁধে রেখে হাতি আন্‌তে গেছে!

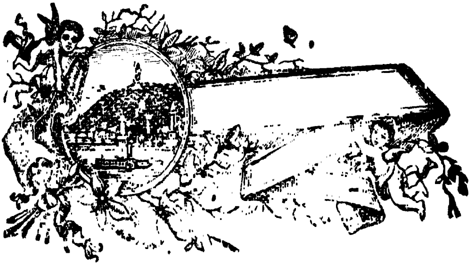
সুচিং। কি ভয়ানক! নগরপালের উপর অত্যাচার! ভাগ্যে আমি এসেছিলেম!

ফুকন। বড় বড়ুয়া কোথায়?

সুচিং। তিনি না কি রাজঅন্তঃপুরে। আমি ব্রহ্মপুত্র-তীরে রাজার ছিন্ন বাহু দেখ্‌তে গিয়ে ছিলেম। পথে শুন্‌লেম অন্তঃপুরে নাকি বিদ্রোহী প্রবেশ করেছে!

ফুকন। বল কি! যাও—যাও—সিংহদ্বারে যাও। আমার বিনা অনুমতিতে সিংহদ্বার ত্যাগ করোনা। চল, আমিও আস্‌ছি।

[পতিত বন্দুক লইয়া ফুকনের প্রস্থান।]



সপ্তম দৃশ্য।

কারাগার।

রাণী ও বড় বড়ুয়া।

[কারাগার মধ্যে বড় বড়ুয়া রাণীকে বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত।]

রাণী। ছাড়্! ছাড়্! নরাধম! তোর ভগ্নীর দেহ স্পর্শ করিস্!

বড়ুয়া। [বন্ধন করিতে করিতে] তোমাকে ছাড়বো! তুমি যে লক্ষীমপুরের রাজমহিষী! দিনে দিনে—মাসে মাসে—বহু যত্নে যে আশাকে হৃদয় মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছি—আজ তার মোক্ষ লাভের দিন! তোমাকে ছেড়ে দিয়ে সব নষ্ট করবো?

রাণী। তুমি না আমার ভাই? এক মাতৃস্নেহে দু'জনে বর্দ্ধিত হয়েছি। তুমি না আমার মুখে মার মুখের ছবি দেখতে পাও বলেছিলে?

বড়ুয়া। কে কার ভাই? সিংহাসন—সিংহাসন চাই!

রাণী। পিশাচ! এই জন্য তুমি দেশে দেশে—গ্রামে গ্রামে—বিদ্রোহ রটিয়েছে—এরই জন্য আমি এতদিন বড় যত্ন ক'রে কাল সর্প পুষেছিলেম? এরই জন্য আমি স্বামীর কথায়—রাজার কথায়—বিশ্বাস স্থাপন না ক'রে তোমাকে বিশ্বাস ক'রেছিলেম?

বড়ুয়া। বৃথা! আমার কাছে রোদন বৃথা! ওই পাষাণ প্রাচীরের কাছে রোদন কর। রোদনে যদি আমার হৃদয় দ্রব হ'তো, তা'হলে স্বহস্তে গৃহস্থের পর্ণশালায় অগ্নি সংযোগ করতে পারতেম না—চক্ষের সম্মুখে পিতার ক্রোড় থেকে ভয়-কাতর সন্তানকে টেনে নিয়ে, তার নয়নের মণি সূচিবিদ্ধ করতে পারতেম না! এসব কেন করেছি জান? রাজার নামে লোকে যাতে ধিক্কার দেয় সেই জন্য—যাতে লোকে রাজাকে রাক্ষস বলে মনে করে—সেই জন্য! এ সংসারে শুধু শক্তি আছে—শুধু কৌশল আছে। এ জগতে কোন সনাতন বিধি নাই—শুধু স্বার্থসিদ্ধির নবীন ব্যবস্থা আছে! এই বিশাল আসাম রাজত্ব লাভ করতে আমি সেই নবীন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছি! সিংহাসনের পথ চিরদিন রক্তরাঙ্গা—ইতিহাসই তার সাক্ষী। আজ কৌশলে যে সিংহাসন অধিকার করেছি, আত্মশক্তিবলে তা'রক্ষা করবো। তোমার অবরোধ সেই শক্তিবিকাশের প্রথম অভিনয়! রোদন কর—যত ইচ্ছা রোদন কর!

[কারাগারের বাহিরে আসিয়া কারাদ্বার বন্ধ করণ।]

রাণী। ধিক্ তোমাকে—ধিক্ তোমার শক্তি সঞ্চয়ে! মা'র

কোলে তোমার মৃত্যু হয়নি কেন? পশু যে সেও আত্ম-পর বুঝে--তুমি পশুরও অধম! তুমি রাজদ্রোহী—ভগ্নীদ্রোহী—আত্মদ্রোহী! আমার পতির উপর, যে অটল বিশ্বাস, অসীম নির্ভর ছিল—আমার জননীর শোণিত ধারণ করে বলে কি তুমি এই কথা বুকে নিয়ে,আমার সেই অটল বিশ্বাস ভেঙ্গে দিয়েছিলে? সে নির্ভর-বন্ধন শিথিল ক'রেছিলে! যদি সিংহাসনের লোভে তুমি ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলে, তবে সে সিংহাসন ভিক্ষা ক'রে নিলে না কেন? আমার রাজরাজেশ্বর স্বামী—মহাদেব তুল্য। তিনি তোমায় ভিক্ষা দিতেন—রাজমহিষীর অন্যায় স্নেহে বর্দ্ধিত, অকারণ করুণায় স্পর্দ্ধিত কুক্কুর বলে তিনি রাজমুকুট তোমাকে ভিক্ষা দিতেন!

বড়ুয়া। ভিক্ষা! ভিক্ষায় তৃপ্তি কোথায়! ভিক্ষা-লব্ধ ধন চির দিন ভিক্ষুকের আত্ম-দৈন্য প্রকাশ করে। যারা অভাগ্য, ভিক্ষা ক'রে তারা অর্থশালী হোক্।

রাণী। রাজপাদুকাবাহী ভৃত্য অকৃতজ্ঞ হতে পারে কিন্তু রাজ-সিংহাসন অকৃতজ্ঞ নয়। ভেবে না যে কোন দিন মহেশ্বরের আসনে শৃগাল শোভা পাবে! যে রাজসিংহাসন লাভ কর্‌তে তুমি বিশ্বের অভিশাপ গ্রহণ করেছ, সেই সিংহাসনই নরকাগ্নি শিখার মত তোমাকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে—ধর্ম্ম আজও লুপ্ত হয়নি!

বড়ুয়া। শৈল, আমাকে স্পর্শ করে অভিশাপের এমন শক্তি নাই। আজ তোমাকে কারারুদ্ধ করেছি, যদি আবশ্যক হ'তো তোমার শোণিত পাতে আমার সিংহাসন লাভের পথ ধৌত করে নিতেম—

রাণী। তাই কর—এখনই কর! এক দিনও ত আমাকে ভগ্নী বলে ডেকেছ—আমি ব্যথা পেলে চোখের জল ফেলেছ! যখন আমি দু'বৎসরের বালিকা, তখনই ত মা আমাকে তোমার হাতেই সঁপে দিয়ে স্বর্গে গিয়েছেন; আজ সেই কথা মনে করে আমাকে বধ কর। আমি তোমার ভগ্নী—লখীমপুরের অভাগিনী রাজমহিষী—আজ করযোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি—তোমার ওই অসির আঘাতে আমার সকল যন্ত্রণা দূর ক'রে দাও! চুপ ক'রে আছ যে? তবে কি পার্‌বে না? আমি কখনো তোমার কাছে ভিক্ষা চাই নি, আমার একটী কথা রাখো। তা'ও রাখ্‌বে না! মা'র মুখ মনে ক'রে আমার মৃত্যু ভিক্ষা দাও—

বড়ুয়া। যদি আবশ্যক হয় বধ কর্‌বো—তোমার শোণিতপাতেও কুণ্ঠিত হব না—কিন্তু আজ নয়।

রাণী। আজ নয়! দয়া করে বধ কর—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হোক্! তোমার পায়ে ধরি—আমার অনুরোধ রাখ। আমার দেবতার মত পতি—আমার বুদ্ধি দোষেই হয়ত দস্যু-হস্তে নিহত—আমার বুদ্ধি দোষেই ত সব গিয়েছে! আমি গেলেই ত তোমার কণ্টক দূর হয়—

বড়ুয়া। [কারাদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া] আচ্ছা আয়—[প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] না—না—আজ নয়। সময় আসুক। রাজা হয়ে পরে—পরে মার্‌বো!

রাণী। রাজ-সিংহাসন ভেঙ্গে চূর্ণ হোক্—রাজপ্রাসাদ ভেঙ্গে পড়ুক্—রাজ্য তোমাকে নিয়ে সাগরসলিলে ডুবে যাক্!

ভগবন্! দস্যুকে আমার স্বামীর সিংহাসনে বস্‌তে দেখার আগে আমার মৃত্যু হোক্—

[ফুকনের প্রবেশ।]

বড়ুয়া। ফুকন! তুমি এখানে কেন? কার আদেশে আজ রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ?

রাণী। কে তুমি? ওই দস্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর—

বড়ুয়া। ফুকন! এখনও বল্‌ছি দূর হও—

ফুকন। আগে তুমি দূর হও—

[গুলিকরণ ও বড়ুয়ার পতন।]

রাণী। হত্যা—হত্যা—হত্যা—মা—গো—

[পতন ও মূর্চ্ছা।]

ফুকন। কেমন বড়ুয়া! রাজা কে? তুমি—না আমি?

বড়ুয়া। আমি—রা—জা আ—মি রা—জা—

ফুকন। তুমি! তুমি! তুমি! [পদাঘাত ও বড়ুয়ার মৃত্যু।] এক কণ্টক দূর হলো! এখনও দু'জন! উঃ—রাজ সিংহাসনের পথে এত বিঘ্ন!

[প্রস্থান।]

রাণী। [উত্থিত হইয়া] এ—কি! রক্ত! রক্ত! দাদা—দাদা—

[সুচিংফা ও ফুকনের প্রবেশ।]

তোমরা আমাকেও মার—ওই যে—তোমার বন্দুক এখনও উষ্ণ আছে বোধ হয়—মার—মার—আমাকেও মার—পতিঘাতিনীকে বধ কর!

সুচিং। সর্ব্বনাশ! বড় বড়ুয়া মশায়—

ফুকন। বিদ্রোহী হস্তে জীবন দিয়েছেন। সুচিংফা! খুব সাব-

ধানে ওই রমণীকে পাহারা দিবে। রমণী উন্মাদিনী—রাজ-হত্যার উদ্দেশ্যে প্রাসাদে এসেছিল—শেষে ভুল ক'রে মন্ত্রী মশায়কে হত্যা করেছে!

রাণী। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা! আমি রাজ-রাণী—হত্যা-কারিণী নই—

ফুকন। ওই শুন। রমণীর বিশ্বাস সে নিজেই রাজরাণী। রাণী অন্তঃপুরে—আমি তাঁর অন্বেষণে চল্লেম। সাবধানে রক্ষা ক'রো; কারাগার [জনান্তিকে] এইবার রাঙ্গা পাহাড়! রাঙ্গা পাহাড়! রমার আগে যেতেই হবে!

[প্রস্থান।]



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পর্ব্বত পার্শ্বে বন-পথ।

[শঙ্করের প্রবেশ।]

শঙ্কর। ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! সব ভ্রান্তি! গুরুদেব তুমিই সত্য। তোমার আদেশ লঙ্ঘন ক'রে কেন এ পাপ বিদ্রোহানল জ্বেলে ছিলেম, কেন তখন বুঝি নাই বিদ্রোহ পাপ— বিদ্রোহ অধর্ম্ম;—বিদ্রোহে শুধু বিকট সংহার—পিশাচের নৃত্য—আত্ম-শোণিত-প্রস্রবণে আত্মরঞ্জন! হরিদাস সাধু, আজ বুঝেছি তোমার যুক্তিই অখণ্ডনীয়—সহস্র অত্যাচারেও প্রজার বিদ্রোহে অধিকার নাই। আজ বুঝেছি দেশ-ভক্তি রাজভক্তি এক সূত্রে গাঁথা। যারা বিদ্রোহে লিপ্ত হয় তারা সেই মহাশিক্ষাকে প্রতি পদে দলিত করে!

যারা রাজ্যের মঙ্গল চায়,—নিজের মঙ্গল চায়—দেবতার আশীর্ব্বাদ চায়—ভক্তিপথই তাদের মুক্তির পথ। শোণিত-রাঙ্গা স্বদেশদ্রোহের পথে অকল্যাণ—মৃত্যু—ধ্বংস! বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে কি করেছি? পিতা, পুত্র, ভ্রাতা সব হারিয়েছি! গৃহ শ্মশান হয়েছে—জন্মভূমির কাতর-কণ্ঠে আর্ত্তনাদ উঠেছে! সাধু হরিদাস! মহাপুরুষ তুমি। তুমি যদি প্রজাদের দ্বারে দ্বারে না ফির্‌তে, তা'হলে হয়ত অনশনে—পিপাসায় বিষময় বারি পানে কত অভাগ্যের জীব-লীলা ফুরিয়ে যেত। আজ বুঝেছি হরিদাস! দুষ্কৃতের দমন ঈশ্বর করেন—কার্য্যে শুধু মানবের অধিকার,—ফলে নয়। গুরুদেব! তোমার মহাশিক্ষা আজ বেশ বুঝেছি—রাজা প্রত্যক্ষ দেবতা—দুষ্কৃত-দলন তিনিই কর্‌বেন। গুরুদেব! কোথা তুমি! তোমার আজ্ঞাই মহা-সত্য—আর সব ভ্রান্তি! ঘোরতর ভ্রান্তি! আজ যে অস্ত্র ত্যাগ করলেম, শুধু স্বদেশ-সেবার জন্য আবার তা' গ্রহণ কর্‌ব—নতুবা এই শেষ—

[কোষ হইতে অসি ত্যাগ করণ।]

[টলিতে টলিতে অসি হস্তে আহত রমাপতির প্রবেশ।]

রমা। আর না—আর না—আর হ'ল না! রাজা! রাজা! এত ক'রেও তোমাকে বাঁচাতে পার্‌লেম না—

শঙ্কর। কে তুমি? তুমি কি রাজ-সেনাপতি রমা? একি সেনাপতি?

রমা। শঙ্কর! শঙ্কর! আমি তোমায় চিনেছি। তুমি বীর—তোমার বাহুতে শক্তি আছে, কটিতটে তীক্ষ্ণ অসি আছে—

এস ভাই, এস! আজ তোমার রাজা—আমার রাজা—দেশের রাজাকে বাঁচাও।

শঙ্কর। রাজা! মহারাজের জয় হোক্। তাঁর কি হয়েছে সেনাপতি!

রমা। রাজা শৃঙ্খলাবদ্ধ! ফুকনের হীন মিথ্যা কৌশলে রাজা আজ ওই রাঙ্গাপাহাড়ের অন্ধকার গহ্বরে রুদ্ধ! রাজবিদ্রোহীগণ তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। শঙ্কর! আমি একা! তাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়েছি—এই দেখ—অস্ত্রক্ষত দেখ—

শঙ্কর। ফুকনের—কৌশলে—রাজা—শৃঙ্খলাবদ্ধ! সেনাপতি—

রমা। আর আমি সেনাপতি নই—আমি রমা, আমি তোমার ভাই। এস ভাই এস, পুত্র বর্ত্তমানে আজ পিতা দস্যুহস্তে নিহত হচ্ছেন! তোমরা বীর—তোমরা মাটক। শঙ্কর এ সংবাদেও কি মাটকের প্রাণে অনল জ্বলে না——

শঙ্কর। রমা, মাটক রাজবিদ্রোহী নয়। পৃথিবীতে এমন কোন্ প্রজা আছে যে তার রাজাকে ভাল বাসে না? এমন কোন্ বীর বাহু আছে যে তার রাজার বিপদে হৃদয়ের তপ্ত শোণিত ঢেলে দিতে কুণ্ঠিত হয়? তোমার বোধ হয় ভুল হয়ে থাক্‌বে। রাজদেহে হস্তার্পণ কর্‌বে, এমন দুরদৃষ্ট এ রাজ্যে কি কেহ আছে?

রমা। আছে—আছে। রাজ্যের যারা স্তম্ভ তারাই আছে। সিংহাসন যাদের উপর অসীম বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারাই আছে। তারা বিষকুম্ভ পয়োমুখের মত এতদিন রাজ-পাদুকা-লেহন করে, অবশেষে রাজপ্রদত্ত তরবারি

রাজারই শির লক্ষ্য করে তুলেছে! এই যে বিদ্রোহানল, এ তারাই জ্বেলে দিয়েছে—সিংহাসনের লোভে তারাই আজ দস্যুর মত রাজাকে নিহত করতে প্রস্তুত হয়েছে—

শঙ্কর। (অসি গ্রহণ করিয়া) রমা—রমা—কে তারা?

রমা। তারা ফুকন—তারা বড় বড়ুয়া!

শঙ্কর। চল রমা, চল। মাটক রাজাকে ভাল বাসে, রাজাকে দেবতা বলে জানে—বন্ধু বলে জানে—পিতা বলে জানে। আজ যে নরাধম রাজমহিমা স্পর্শ করতে স্পর্দ্ধা করেছে, শঙ্করের সম্মুখে তার নিস্তার নাই;—গুরু হোক্—পিতা হোক—দেবতা হোক্—শঙ্করের সম্মুখে রাজদ্রোহীর নিস্তার নাই। চল রমা, যদি আজ রাঙ্গাপাহাড় ভেঙ্গে চূর্ণ করতে হয়—যদি তার প্রতি ধূলিকণা আজ বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে রাজার অনুসন্ধান করতে হয়—শঙ্কর তাই করবে।

রমা। ধন্য তুমি—ধন্য তোমার রাজভক্তি। কে বলে তোমরা রাজবিদ্রোহী?

শঙ্কর। আমরা রাজবিদ্রোহী নই। আমাদের ধর্ম্মশিক্ষাকে উপেক্ষা ক'রে যে বলে আমরা রাজবিদ্রোহী—সে মিথ্যা কথা বলে—সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে—সে ভ্রাতৃদ্রোহী—স্বদেশদ্রোহী—সে স্বজাতির শত্রু।

[উভয়ের আলিঙ্গন।]

রমা। তবে বল শঙ্কর, জয় নৃপতির জয়।

শঙ্কর। জয় নৃপতির জয়।

রমা। এই বিজয়নিনাদ শত্রুকর্ণে বজ্রনিনাদরূপে ধ্বনিত হোক্ —শত্রুহৃদয় কম্পিত হোক্—আমরা বিপুল বিক্রমে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করিগে চল।

শঙ্কর। চল—চল।

রমা ও শঙ্কর। জয় নৃপতির জয়—জয় নৃপতির জয়।

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাঙ্গাপাহাড়ের গহ্বর।

(গহ্বর মধ্যে বন্ধনাবস্থায় রাজা।)

রাজা। হায় রাণি! তুমি বুঝ্‌লে না, বিদ্রোহ রাজ্যের বাহিরে—কি রাজপুরীর বুকের মধ্যে। যাদের অর্থ দিয়ে পালন করেছি—যাদের হাতে রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেম, আজ তারাই আমার এই দশা করেছে! রাজাকে রাজদ্রোহী জ্ঞানে রাজারই ভৃত্য পাহারা দিচ্ছে! কি বিষম বিড়ম্বনা! মিথ্যা—সব মিথ্যা—শুধু ভাণ! শক্তিহীনের রাজদণ্ড ধারণ নিতান্ত আত্ম-প্রবঞ্চনা! প্রজা রাজাকে চায়—আমি বেশ বুঝেছি তারা বিদ্রোহ করে না—যারা বুকের শোণিত দিয়ে রাজকর যোগায়

তারা কখনও বিদ্রোহ করে না। প্রজা শুধু কাঁদে। পিতা তিরস্কার কর্‌লে, প্রহার কর্‌লে—রোরুদ্যমান তনয় পিতার কোলেই উঠ্‌তে চায়। হায় রাণি! তুমি নারী তাই বুঝেও বুঝ্‌লে না! আজ না জানি তোমারই বা কি দশা হয়েছে! কি ভীষণ নীরবতা—কি ভীষণ স্থান। রাজাকে চির-বন্দী রাখ্‌তে হলে এই স্থানই উপযুক্ত। এখানে পাখী গায় না—বাতাস বয়না—তপনও আঁসে না—এই স্থানই রাজকারা-গারের উপযুক্ত!

ময়না! মা আমার—একবার এসে ওই পর্ব্বতচুড়ায় দাঁড়াও। কেন তুমি আমার জন্য সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিলে মা? না, আর থাক্‌তে পারিনে—পদতলে যে আশ্রয় ছিল তা'ও গেল। (গহ্বর মধ্যে পতন।) মা—মাগো—তোর ছেলে আজ চির-অন্ধকারে ডুবে গেল!

[বেগে রমা ও শঙ্করের প্রবেশ।]

রমা। রাজা—রাজা—

শঙ্কর। ভাই রমা! রাজা কই?

রমা। রাজা—রাজা—

রাজা। রমা—রমা, আমার ময়না—আমার মা কেমন আছেন রমা?

রমা। ময়না ভাল আছে।

রাজা। ভগবান্—বাঁচলেম্।

রমা। মহারাজ! কোথায় তুমি? ফুকন! ফুকন! আজ রাজহত্যা কর্‌লি—পিতৃহত্যা কর্‌লি!

রাজা। রমা, আমি এই গহ্বরমধ্যে বন্দী। আমার পদতলে

যে সামান্য আশ্রয় ছিল, তা'ত ভেঙ্গে গেছে—আমি আর উপরে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।

(রমা ও শঙ্কর উভয়ের গুহার নিকট গমন।)

রমা। মহারাজ! কোন ভয় নাই। আমরা প্রাণ দিয়ে অপনাকে রক্ষা কর্‌বো। যতদিন আমাদের বাহুতে শক্তি আছে তত দিন আপনার ছায়াও কেহ স্পর্শ কর্‌তে পাবে না। ভাই শঙ্কর! প্রস্তুত হও। আগে আমি লাফিয়ে পড়ি—আমার স্কন্ধে ভর করেও যদি রাজা না উঠ্‌তে পারেন, তখন তুমি এস—

[ঝম্প প্রদান করিবার উদ্যোগ ও শঙ্কর কর্ত্তৃক ধৃত হওন।]

শঙ্কর। না—না—রমা। আমি আগে—আমি আগে—

[ঝম্প প্রদানে উদ্যত।]

রমা। (শঙ্করকে ধৃত করিয়া) না—না—শঙ্কর! আমাকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ক'রো না।

রাজা। রমা, ঝম্প প্রদানের প্রয়োজন নাই। অনুসন্ধান কর, নিকটেই সুড়ঙ্গ মুখ আছে। আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাই বন্দী হয়ে আছি।

[রমা ও শঙ্করের দুই ভিন্ন দিকে নেপথ্যে গমন।]

শঙ্কর। (নেপথ্যে) রমা—রমা পথ পেয়েছি। এই দিকে এস।

[রমার বেগে গমন।]

রমা ও শঙ্কর। (গহ্বর মধ্যে) মহারাজের জয় হোক্‌।

রাজা। তোমাদের ঋণ কখনও শোধ হবে না। আজ আমি মুক্ত—বিদ্রোহীর কারাগার থেকে মুক্ত। চল, উপরে উঠি।

[সকলের উপরে আগমন।]

শঙ্কর। (রাজার চরণ প্রান্তে) একি! হরিদাস সাধু!

রাজা। ওঠো শঙ্কর! ওঠো! আমিই তোমাদের অভাগ্য নৃপতি। এস—এস—আজ আলিঙ্গন করি এস। তোমরা যে রাজার প্রজা, সে রাজা ধন্য—তোমরা যে রাজ্যের সন্তান সে রাজ্য পবিত্র—জগতের পুণ্যতীর্থ। (আলিঙ্গন) রমা, তুমিও এস। তোমার মত দেবতা যার বন্ধু, তার আর বিপদ কোথায়?

[আলিঙ্গন।]

রমা। মহারাজ! এ স্থান শত্রু-সঙ্কুল। আপনি বড়ই শ্রান্ত; চলুন ধীরে ধীরে নিরাপদ স্থানে যাই।

রাজা। আচ্ছা চল—আমি আমার মা'র কাছে যাব। এ কি! তোমার দেহে অস্ত্রক্ষত কেন?

রমা। ও কিছু নয়।

রাজা। রাজভক্ত বন্ধু—আজ আমার জন্য তোমার পবিত্র শোণিত পাত করেছ—

রমা। মহারাজ, প্রাণ-পাত করতে হলেও রমা কুণ্ঠিত নয়। দাসের পিতাই একদিন মহারাজের প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন—

রাজা। রমা! তুমি সেই বুড়ো সর্দ্দারের ছেলে! আহা! একটা তুচ্ছ কথায় সর্দ্দার অভিমান করে কোথায় যে চলে গেল আর এল না।

[উভয়ের অগ্রসর হওন।]

রমা। শঙ্কর! তুমিও এস।

শঙ্কর। তুমি একটু অগ্রসর হও—আমার একটা ঋণ আছে তার শোধ নিয়ে যাব!

রমা। ঋণ?

শঙ্কর। হাঁ ভাই, ঋণ! পরে বল্‌বো।

[শঙ্কর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

শঙ্কর। গুরুদেব! সহায় হও—আজ আমার বাসনা পূর্ণ কর।

[প্রস্থান।]

[নহর কর্ত্তৃক বন্ধন মোচন ও নাসা কর্ণ ছেদনের উদ্যোগ।]

[ময়নার প্রবেশ।]

ময়না। রাখ—রাখ—নহর, তোমার অস্ত্র রাখ।

সৈন্যগণ। জয় লক্ষ্মীরাণীর জয়, জয় লক্ষ্মীরাণীর জয়।

নহর। কে মা তুমি? এ বন-ভূমি আলো ক'রে এলে, কে মা তুমি? তুমি কি মাটক জাতির বিজয়-লক্ষ্মী?

ময়না। আমি ময়না।

নহর। ময়না! ময়না কে মা?

ময়না। ময়না রাজার মা—দেশের মা—আহমের মা।

নহর। মাটকযুদ্ধে কি তোমারই ইঙ্গিতে রাজসেনাগণ যুদ্ধ করেছে?

ময়না। হাঁ, আমার।

নহর। তোমার?

ময়না। কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি সশস্ত্র আছ যুদ্ধ কর, তোমার সৈন্যগণও দেখ্‌ছি প্রস্তুত।

সৈন্যগণ। জয় ময়নার জয়! জয় লক্ষ্মী রাণীর জয়।

[সৈন্যগণ কর্ত্তৃক ময়নার পদতলে স্ব স্ব অস্ত্র ত্যাগ।]

নহর। মার্জ্জনা কর মা, তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই। ওই পদ্মহস্তে অস্ত্র ধরেছ কেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেম।

ময়না। শুন্‌বে কেন? আমার ছেলে কেঁদে কেঁদে আমায় ডেকেছিল বলে।

নহর। কোন্ ভাগ্যবান তোর ছেলে মা?

ময়না। রাজা লক্ষ্মীসিংহ।

নহর। জয় মহারাজের জয়।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজের জয়।

নহর। আমরা যে মা আবার তাঁরই সন্তান।

ময়না। তুমি না একজন রাজ-বিদ্রোহী?

নহর। মিথ্যা কথা মা। আমরা রাজদ্রোহী নই।

ময়না। তবে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে না?

নহর। মা'র সঙ্গে ছেলের সমর?

[ময়নার পদপ্রান্তে অস্ত্র ত্যাগ।]

ময়না। তবে বল জয় নৃপতির জয়।

সকলে। জয় নৃপতির জয়।

ময়না। মাটকগণ তোমরা সকলেই বীরপুরুষ—আপন আপন অস্ত্র গ্রহণ কর। তোমাদের অসি বিদ্রোহ দমন করুক—রাজসিংহাসন রক্ষা করুক—স্বজন, স্বদেশের কল্যাণ সাধন করুক্—রমণী-রক্ষায় বজ্রতুল্য হোক্—

সকলে। জয় লক্ষ্মী রাণীর জয়।

ময়না। [রঘুর প্রতি] স্বজাতি-দ্রোহি শোন, আমি যে রমণী আমার প্রাণেও তোমার নামে শত ধিক্কার জেগে উঠেছে। যাও, তোমার নাসা কর্ণ রক্ষা কর্‌লেম। তুমি দেশে বিদেশে আপন কাহিনী কীর্ত্তন ক'রে ভিক্ষা কর্‌বে। আর সেই অশ্রদ্ধার দানে জীবন ধারণ কর্‌বে। বিদ্রোহ পাপ বটে, কিন্তু স্বজনদ্রোহ মহাপাপ; পাপের জগতে তার তুলনা নাই। যখন স্বদেশের ভেরী আর্ত্তকণ্ঠে তোমার বীরবাহুকে আহ্বান কর্‌বে—তখন বরং সে কণ্ঠ উপেক্ষা ক'রো—কিন্তু স্বজনদ্রোহিতা কখনও ক'রো না।

রঘু। মা ———

ময়না। আমি স্বজাতি দ্রোহীর জননী নই।

[আহত অবস্থায় রমাপতির প্রবেশ।]

রমা। ময়না!

ময়না। রমা, তুই এসেছিস্?—একি! এত রক্ত কেন রমা?

রমা। ও কিছু নয় ময়না। কয়েকটা রাক্ষসের সঙ্গে একা যুদ্ধ কর্‌তে হয়েছিল।

ময়না। আহা! বড্ড লেগেছে, না? আয় বেঁধে দি।

[অঞ্চল ছিন্ন করিয়া বন্ধন।]

ময়না। রাজা কেমন আছে রমা?

রমা। একটু বিলম্ব হ'লে আর রাজাকে দেখ্‌তে পেতেম না।

ময়না। সে কি? সে কি?

নহর ও রঘু। কেন? কেন?

রমা। এরা কে ময়না?

ময়না। রাজার সন্তান।

রমা। যুদ্ধে তোর আঘাত লেগেছে, তুই মৃত্যুশয্যায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাজাকে দেখ্‌তে চেয়েছিস্ বলে ফুকন তাঁকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গিয়ে রাঙ্গাপাহাড়ের অন্ধকার গহ্বরে বন্দী করে রেখেছিল!

ময়না। কি বলিস্ রমা? ফুকন!

রমা। হাঁ ফুকন!

ময়না। [ত্রিশূল উত্তোলন] কি! ফুকন?

রমা। আমি আর শঙ্কর, অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করে এনেছি।

ময়না। শঙ্কর কে? মাটক-সেনাপতি?

রমা। হাঁ, সেই শঙ্কর! তার সঙ্গে দেখা না হলে হয় ত রাজার উদ্ধার সাধন অসম্ভব হতো।

ময়না। রাজা এখন কোথায় রমা?

রমা। আয় দেখ্‌বি আয়! আহা! রাজার আর সে বেশ নাই, সে মূর্ত্তি নাই, সে কান্তি নাই, সে শক্তিও নাই ময়না। অনাহারে তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হতে যাচ্ছিলেন! ফুকন যাদের হাতে রাজাকে দিয়ে এসেছিল, তারা জান্‌তো তিনি একজন বিদ্রোহী-দলপতি—রাজা বলে তারা জান্‌তো না। রাজাকে ত আর সকলে দেখে নি।

ময়না। (নহরের প্রতি) দেখ, বিদ্রোহের পরিণাম দেখ!

নহর। মা, আর ব'লো না—আর লজ্জা দিও না। আমি বুঝেছি গুরুবাক্যই সত্য। বিদ্রোহ পাপ—বিদ্রোহ শুধু ধ্বংশ—বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী!

ময়না। চল্ রমা, আমার ছেলেকে দেখ্‌তে যাই। মার প্রাণ কতক্ষণ স্থির থাকে রমা?

সকলে। জয় মহারাজের জয়। [সকলের প্রস্থান।]



(পট পরিবর্ত্তন ।)

প্রান্তর সংলগ্ন বন-প্রান্ত ।

ভূশয্যায় রাজা শায়িত—পার্শ্বে শঙ্কর ।

(ময়না, রমা, নহর, রঘু ও সৈন্যগণের প্রবেশ ।)

সকলে । জয় মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের জয় । জয় লক্ষ্মী রাণীর জয় ।

ময়না । রাজা ! রাজা ! আমি এসেছি—

রাজা । মা এসেছিস্—তোর ছেলের কথা কি মনে পড়েছে মা !

(রাজার মস্তক জানুপরি স্থাপন করিয়া ময়নার উপবেশন ।)

নহর । হরিদাস সাধু ! রাজা—হরিদাস সাধু ! মহারাজ, আমি তোমার অধম সন্তান । আমি না বুঝে বিদ্রোহের বিষ হৃদয়মধ্যে বপন করেছিলেম । আমায় ক্ষমা কর মহারাজ ।

রাজা । আর আমি রাজা নই—আমি তোমাদের সাধু হরিদাস । তোমরাও আমার আর প্রজা নও—আমার সখা

তোমরা, ভাই তোমরা,—বন্ধু তোমরা— ! (ময়নার প্রতি) মা, দয়াময়ি, স্নেহময়ি,—করুণাময়ী মা আমার—একবার দেখি মা ! ওই স্নেহসুধামাখা আঁখি দুটী তুলে, একবার তোর ছেলেকে ডাক্ ।

ময়না । রাজা——

রাজা । আর আমি রাজা নই—আমি তোর ছেলে মা ।

ময়না । বাবা, তোর মা ডাক্‌ছে ।

রাজা । মা—মা—

ময়না । আর বিদ্রোহ নাই বাবা—আর রাজদ্রোহ নাই ।

রাজা । স্নেহ যেখানে, ভালবাসা যেখানে, মা যেখানে—সেখানে বিদ্রোহ থাকে না ।

ময়না । রঘু, ফুর্কন নগরপালকে চাই । সন্তানশোণিত জননী সহ্য কর্‌তে পারে না—ফুকনকে চাই !

রঘু । যে আজ্ঞা জননি ।

[রঘুর প্রস্থান ।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

পর্ব্বত পার্শ্বস্থ বন-পথ ।

(শঙ্করের প্রবেশ ।)

শঙ্কর । ছি ছি ! রাজদ্রোহ ! তুই রাজাকেও বিদ্রোহী বলে পরিচিত কর্‌তে কুণ্ঠিত নস্ । ধন্য তোর শক্তি—ধন্য তোর ভাণ ! যারা তোর কুহকে পড়ে, তারাও এত অন্ধ হয় যে কে আপন কে পর তাও বুঝ্‌তে পারে না । রাজদ্রোহী জ্ঞানে রাজাকেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে !

[রঘুর প্রবেশ ।]

রঘু । শঙ্কর !

শঙ্কর । রঘু ! তুমি এখানে ?

রঘু । আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন কর্‌তে এসেছি ।

শঙ্কর । নহর কোথায় রঘু ?

রঘু । রাজার কাছে ।

শঙ্কর । মাতৃ-আজ্ঞা কিসের ? মা কে ?

রঘু । আসামের মা, আহমের মা, রাজার মা ময়না ।

শঙ্কর। আহম সেনারা যাঁকে লক্ষ্মী রাণী বলে?

রঘু। হাঁ তিনি। তুমি এখনও এখানে কেন শঙ্কর? রাজায় প্রজায়, সন্তানে জননীতে, সমরপ্রাঙ্গনে যে মহামিলন হচ্ছে, সে খানে যাও নাই যে?

শঙ্কর। যাব—একট ঋণ আছে, তাই অপেক্ষা করছি। আমি তার মহাজন।

রঘু। ঋণ! এখানে কি ঋণ?

শঙ্কর। রাজ-দৌহিতার ঋণ! ফুকন সে ঋণ শোধ করে দেবে বলে আমি রাঙ্গা পাহাড়ের গহ্বর মধ্যে বাসা বেঁধে ছি।

রঘু। বুঝেছি। আমিও সেই জন্যই এসেছি; মাতৃ-আজ্ঞা— ফুকনকে চাই।

শঙ্কর। এদিকে ওঁ দেখ্‌ছিনে। আমি বনে বনে অনেক দূর তার অনুসরণ করেছি। যেখানে সে রাজাকে বন্দী করেছিল, আমার ঋণ পরিশোধেরও সে-ই উপযুক্ত স্থান।

রঘু। চল খুঁজে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[ফুকনের প্রবেশ।]

ফুকন। (একটী বৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া) কি! এখনও আমাকে দেখে প্রণাম কল্লিনে? আবার ডাল নাড়া দিচ্ছিস্! আমি যে রাজা জানিস্‌নে! দাঁড়া—ফিরে আসি—জাঁতা কলে পিশে মারবো—জাঁতা কলে পিশে মার্‌বো! আমার অপমান!

[প্রস্থানোদ্যত।]

[রঘুর প্রবেশ।]

রঘু। এই ত পেয়েছি! শঙ্কর মিছে রাঙ্গা পাহাড়ে গেল। ফুকন—ফুকন—

ফুকন। কে তুই? বড় বড়ুয়া? ওই খানেই থাক্—ওই খানেই থাক্। রাজার অত কাছে আসে?

রঘু। ফুকন, আমি রঘু নেওগী।

ফুকন। রঘু নেওগী কে? আমি তাকে চিনিনে। রাজা কি সকল কে চেনে? কে তুই?

রঘু। আমি রঘু নেওগী—রাজার দাস।

ফুকন। রাজা কে? আমিই ত রাজা!

রঘু। আমি মহারাজ লক্ষ্মী সিংহের দাস।

ফুকন। মহারাজ লক্ষ্মী সিংহ! কবে মরে গেছে! তুই বুঝি এক জন বিদ্রোহী? দাঁড়া দাঁড়া—বিদ্রোহের শাস্তি দিচ্ছি দাঁড়া!

[প্রস্থান।]

রঘু। একি! ফুকন যে উন্মাদ হয়েছে। তা' হোক্। মাতৃ-আজ্ঞা—ফুকনকে চাই—দেখি কোথায় গেল।

[প্রস্থানোদ্যত।]

[শঙ্করের পুনঃ প্রবেশ।]

রঘু। শঙ্কর! ফুকনকে দেখেছি।

শঙ্কর। দেখেছ? কৈ? কৈ ফুকন?

রঘু। ওই দিক্ চলে গেল—

শঙ্কর। ওই দিক্ চলে গেল! তুমি তবে কি কর্‌ছিলে?

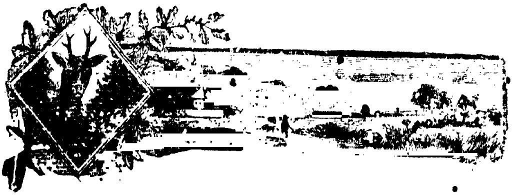
রঘু। ফুকন ঘোর উন্মাদ হয়েছে।

শঙ্কর। উন্মাদ হয়েছে—মরেনি ত ?

রঘু। উন্মাদ কি তোমার ঋণ পরিশোধের যোগ্য শঙ্কর !

শঙ্কব। দেব ঋণ যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না, উন্মাদের বুকে কি রক্ত নাই ? এস—অনুসরণ কর।

[উভয়ের প্রস্থান।]



পঞ্চম দৃশ্য।

—◆◆◆—

কারা-কক্ষ।

[কারা-মধ্যে রাণী ; সুচিংকা পাহারায় নিযুক্ত।]

রাণী। আর কেন? কারারক্ষি! তোমার হাতে ত অস্ত্র আছে —আমায় বধ কর—বধ কর। আরত এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না। রক্ষি! এক দিন ত আমি তোমার রাণী ছিলেম—সেই কথা মনে করেই না হয়—আমার মিনতি রাখ।

সুচিংকা। ভাল বিপদেই পড়েছি! আমি হলেম নগর রক্ষক— নগরপাল মশায় আমায় কেন এই পাগলা-গারদ আগ্‌লাতে রেখে গেছেন? এ বলে "আমি রাণী," নগরপাল মশায় বলে গেছেন এক জন বিদ্রোহী রমণী! আর তা' নয় ত কি? কার এমন সাধ্য যে রাজার রাণীকে কারাগারে রুদ্ধ ক'রে রাখে? তা' হলে আমরা আছি কেন?

রাণী। প্রহরি! প্রহরি! আমার কথার উত্তর দাও। আমায় বধ কর—আমার গায়ে যত অলঙ্কার আছে সমস্তই তোমাকে দিচ্ছি। হায়! আজ রাজার এক জন সামান্য ভৃত্যও রাণীর আদেশ মানে না! যে অভাগিনী পতিবাক্য

হেলন করে—পতির উপর নির্ভর না করে' অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তার অদৃষ্টে এমনিই ঘটে!

[ময়না, রাজা, রম্না, নহর ও মাটক সৈন্যগণের প্রবেশ।]

সুচিং। এরা আবার কে? হাতে অস্ত্রও ত দেখ্‌ছি। যুদ্ধ করবে নাকি? সুচিংফা তা'তে পেছ পা' নন। কে তোমরা? বিনা যুদ্ধে প্রবেশ কর্‌তে দেব না বল্‌ছি! আমার উপর তেমন আদেশ নাই! এ পাগলা-গারদে তোমরা কেন?

[ময়না কর্ত্তৃক ত্রিশূল সুচিংফার বক্ষের নিকট আনয়ন।]

সুচিং। ও বাবা—এ কে রে?

ময়না। সুচিংফা——

সুচিংফা। কে? ম-ম-য়-না!

[পশ্চাৎপদ হওন।]

[সকলের প্রবেশ।]

ময়না। সুচিংফা কারাদ্বার খোল।

রাণী। ময়না—ময়না—এসেছিস্। রাজা কৈ ময়না?

ময়না। ভয় নাই মা, আমরা এসেছি। রাজাও এসেছেন।

সুচিং। ময়না———

[ময়না কর্ত্তৃক ত্রিশূল উত্তোলন—সুচিংফা কর্ত্তৃক কারাদ্বার মুক্ত করণ—ময়নার ভিতরে প্রবেশ।]

রাণী। ময়না—ময়না—রাজা কেমন আছেন?

(রাজার কারাগার মধ্যে প্রবেশ।)

ময়না। এই দেখ মা, রাজাও এসেছেন।

রাণী। (রাজার পদপ্রান্তে) রাজা—স্বামি—আমার দেবতা

আমায় মার্জ্জনা কর। আমি তোমার যোগ্য নই, তবুও তোমার দাসী, তোমারই আশ্রিতা—আমায় মার্জ্জনা কর। আমি এখন বেশ বুঝেছি বিদ্রোহ রাজপুরেই ছিল। আমিই তাকে স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে, বাঁচিয়ে রেখেছিলেম। প্রজার হৃদয়ে বিদ্রোহ স্থান পায় না সে কথা আমি বুঝেছি মহারাজ।

রাজা। আমাকে উন্মাদ মনে ক'রে যে দিন তুমি আমার অজ্ঞাতে রাজ্যভার নিজের মাথায় নিতে চেয়েছিলে, সেই দিনই ত তোমায় মার্জ্জনা করেছি রাণি। আমার মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

রাণী। ময়না—ময়না—আমাকে ক্ষমা কর্। আমি রমণী-সুলভ হিংসায় বুঝ্‌তে পারি নি যে তুই মানবী ন'স্—দেবী।

ময়না। রাণি, তুইও নারী—আমিও নারী। তোরও ছেলে আছে, আমারও ছেলে আছে। তারা আজ তা'দের মা'র মুখের দিকে চাচ্ছে—মা'র কথা শুন্‌তে চাচ্ছে—মা'র কাছে কাঁদ্‌তে চাচ্ছে। আয়, রাণি—আয়! কোলের ছেলে আজ কোলে তুলে নি।

[রঘু ও শঙ্করের প্রবেশ।]

ময়না। রঘু! ফুকন কৈ?

রঘু। সে উন্মাদ হয়েছিল; সেই অবস্থায় রাঙ্গাপাহাড়ের গহ্বরে লাফিয়ে পড়ে' মরে' গেছে। আমি আর শঙ্কর কিছুতেই তা'কে ধর্‌তে পার্‌লেম না।

ময়না। (ত্রিশূল ত্যাগ করিয়া) আর কেন? পাপ নিজের বোঝা নিজেই নামিয়েছে। যে আমার ছেলের এক বিন্দু

রক্তপাত করেছিল, ওই ত্রিশূল দিয়ে তার বুক চিরে' আমি দেখ্‌তেম—সে বুকে কত রক্ত আছে! মায়ের প্রাণে সন্তানের শোণিত সহ্য হয় না। আমার অন্ধ ছেলে আজ চোখ পেয়েছে, আমার ঘুমের ছেলে আজ জেগে উঠেছে। আর কেন? আয় রমা, আয়—আমরা যাই।

রাজা। মা, তুই যাবি? তোর ছেলেকে কার কাছে রেখে যাবি মা?

ময়না। তোরা আবার রাজারাণী হ';—মায়ের ছেলে কি তার বুক ছাড়া হয়—বুকের মধ্যেই থাক্‌বে। আয় রমা, আয়—আমরা যাই।

সকলে। জয় জননীর জয়—জয় জননীর জয়।

[ময়নাকে ঘিরিয়া সকলের গান।]

(গান।)

সকলে। শক্তিদায়িনি, কল্যাণি, জয়—
মঙ্গলময়ী জননি!

১ম সৈন্য। তোমারি ধ্যানে দিবস রাতি,
তোমারি নামে রহিব মাতি,'
দেমা শিখায়ে বন্দনা-গীতি—
নন্দন-বন-বাসিনি!
মৃদু-মরাল-গামিনি!

সকলে। অভয়ে, শিবে, অম্বিকে জয়—
ভীত-তাপিত-তারিণি!

২য় সৈন্য। আসুক্ বাধা শৈল প্রমাণ,
পড়ুক্ বজ্র অগ্নি সমান্,
রব অচল সব সন্তান্,—
কাতর-ভয়-ভঞ্জিনি!
অরুণ-রাগ-রঞ্জিনি!

সকলে। রক্তপায়িনি, মস্ত-দারিণি,
পাপদলনি, জননি!

৩য় সৈন্য। দুর্ব্বল-হৃদে দেহ মা শক্তি,
দেহ মা প্রাণে তোমাতে ভক্তি,
ভক্ত তোমার পাইবে মুক্তি,—
খর-কৃপাণ-ধারিণি!
নর-কপাল-মালিনি!

সকলে। করুণাময়ি, অমলে জয়—
কমলে, হেমবরণি!

৪র্থ সৈন্য। দূরে যাক্ দ্বেষ, হিংসা হীন,
উঠুক্ হাসি' প্রীতি নবীন,—
মিলন-মন্ত্রে হৃদয়-যন্ত্রে,—
বাজুক্ বিজয়-রাগিণী!
বরদে বরদায়িনি!

সকলে। জয় জয় জয় জননি!
জয় জননি! জয় জননি!

[যবনিকা পতন।

নিবেদন।

ছাপাখানার অত্যাচারে ও প্রুফ সংশোধনের গোলযোগে "ময়না" একেবারে ভ্রমশূন্য হইয়া বাহির হইতে পারিল না। অনেকস্থলে 'প্রভো'র পরিবর্ত্তে 'প্রভু', 'ব্যথা'র পরিবর্ত্তে 'ব্যাথা', 'রসি'র পরিবর্ত্তে 'রসি' ইত্যাদি হইয়াছে। বিরাম-চিহ্নাদি স্থাপনেও গোলযোগ ঘটিয়াছে। পাঠক মহাশয়দিগের নিকট তজ্জন্য সানুনয় মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। নিতান্ত মারাত্মক কয়েকটী ভ্রম নিম্নে সংশোধিত হইল ;—

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৩	সেও	সেত
৩৭	৬	শরীর	শরীরে
৪৭	১৫	সুদেষ	সুদের
৫৯	৪	বিদ্রোহী হইব	বিদ্রোহীই হ'ব
১০৪	১২	শোণি পাতের	শোণিত পাতের
১১০	২	করুণ	করুন
১১০	২০	সুহৃন্মিত্রার্য্যদাসীন	সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন
১১৮	১৭	বিকৃতি	বিকৃত
১৫২	১৫	করেছ	করছে
১৮০	৮	রক্ষা ক'রো ; কারাগার	কারাগার রক্ষা ক'রো ;

ভবিষ্যতে "ময়না" ভ্রমশূন্য করিবার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

প্রকাশক।